NARITATTVA.

A TREATISE ON THE PHYSICAL, INTELLECTUAL, MORAL AND SPIRITUAL REAWAKENING OF HINDU WOMEN

BY.

BARADA KANTA MAJUMDAR.

" This conflict of the right and the fact, endures from the origin of Society. To bring the duel to an end, to amalgamate the pure ideal with the human reality, to make the right peacefully interpenetrate the fact, and the fact the right, this is the work of the wise.

Victor Hugo.

CALCUTTA

PUBLISHED BY L. V. mitter and Co.,
Bengal Homeopathic Pharmacy, No. 1.
Upper Circular Road.
PRINTED BY PITAMBAR BANDYOPADHYAYA,
AT THE ANGLO-SANSKRIT PRESS.
No. 2, NABABDI OSTAGAR'S LANE.

1889.

নারীতত্ত্ব।

হিন্দু মহিলাদিগের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক
ও আধ্যাত্মিক উদ্বোধন বিষয়ক প্রবন্ধ।

শ্রীবরদাকান্ত মজুমদার প্রণীত।

কলিকাতা

এল্, ভি, মিত্র এণ্ড কোম্পানি দ্বারা
১ নং অপর সরকিউলর রোড্, বেঙ্গল হোমিওপ্যাথিক
ফার্ম্মেসি হইতে প্রকাশিত।

ইংরাজি সংস্কৃত যন্ত্রে শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায়
দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৬

 [মূল্য ৸৹ বার আনা।

উৎসর্গ।

এই পুস্তক

হিন্দু মহিলাদিগের করকমলে

গ্রন্থকারের ঐকান্তিক প্রীতির

অভিজ্ঞানস্বরূপ

সাদরে

অর্পিত হইল।

ভূমিকা।

এই পুস্তক, নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, লিখিত হইল। অস্মদ্দেশীয় মহিলাদিগের শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধন ইহার উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য সে কালের প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যরমণীদিগকে আদর্শ করা হইয়াছে এবং আধুনিক বৈজ্ঞানিকদিগের গবেষণার ফল সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহাতে গ্রন্থকারের স্বকপোলকল্পিত কোনও বিষয় নাই।

বহু কালের পর আমাদিগের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। আমরা এখন মনুষ্যজাতি মধ্যে উচ্চ স্থান পাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছি। কিন্তু বড় হইতে হইলে, স্ত্রী পুরুষের সমবেত উন্নতি প্রয়োজন। উন্নতির মূল চারিটি ; বল, জ্ঞান, ধর্ম্ম ও জাতীয়তা। এই চারিটি স্ত্রীপুরুষ মধ্যে বদ্ধমূল না হইলে, উন্নত হইবার আশা মরীচিকা মাত্র।

স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এই চতুর্ব্বিধ উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। সাধ্যানুসারে প্রযত্নের ত্রুটি করি নাই ; কিন্তু কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। এখন এই পুস্তক পাঠ করিয়া, হিন্দুমহিলারা কিঞ্চিন্মাত্রও উপকৃতা হইলে, সকল পরিশ্রম সফল জ্ঞান করিব।

১। মনুসংহিতা।
২। শুক্রনীতি।
৩। সুশ্রুত।
৪। মহানির্ব্বাণ তন্ত্র।
৫। মহাভারত।
৬। রামায়ণ।
৭। এতদ্দেশীয় স্ত্রীদিগের পূর্ব্বাবস্থা। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র কৃত।
৮। The Economy of Health, by Dr, J. Johnson.
৯। Carpenter's Human Physiology.
১০। Economy of life by George Miles.
১১। Principles of Political Economy by J. S. Mill.
১২। Darwin's Animals and Plants under Domestication.
১৩। Physical Life of women, by Dr Napheys.
১৪। Woman's Medical Guide, by Dr Pulte.

কলিকাতা
বৈশাখ ১২৯৬।

গ্রন্থকার।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

এদেশীয় স্ত্রীদিগের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা ... ১—১৯

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিক্ষা ... ... ২০—৩৫

তৃতীয় অধ্যায়।

রজস্বলা ... ... ৩৬—৪৭

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবাহ ... ... ৪৮—৭৪

পঞ্চম অধ্যায়।

গৃহিণী ... ... ৭৫—৯২

ষষ্ঠ অধ্যায়।

গর্ভিণী ... ... ৯৩—১২১

সপ্তম অধ্যায়।

প্রসূতি ... ... ১২২—১৩

অষ্টম অধ্যায়।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন... ১৩৩—১৪৯

নবম অধ্যায়।

শিশুপালন ... ... ১৫০—১৬৩

দশম অধ্যায়।

শিশুশিক্ষা ... ১৬৪—১৭[illegible]

অশুদ্ধ শোধনী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	৭	ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন	ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন
৮	১০	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
ঐ	ঐ	হানী	হানি
১৮	৫	যে	সে
২১	৮	পড়ায়	পড়ায়
২৪	৪	পতা	পিতা
৫৩	৭	মুনীর	মুনির
৫৬	৪	ঔষধি	ঔষধ
৫৮	১১	ষোড়ষ	ষোড়শ
৬৪	১১	অনুমতী	অনুমতি
৯৯	২০	বিশেষত	বিশেষত্ব
১২২ হইতে যে যে স্থানে		প্রসূতী	প্রসূতি
১৩৯	১৮	দুঃখ	দুঃখ
১৪১	৬	অমারা	অমায়া
১৪২	৯	সূর্পনখা	সূর্পণখা
১৫০	১৩	তাচ্ছিল্য	তাচ্ছিল্য
১৫৬	৬	দাঁত	দাঁত

নারীতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

এ দেশের স্ত্রীদিগের পূর্ব্ব ও বর্ত্তমান অবস্থা।

কোনও জাতির সভ্যতার প্রকৃত ইয়ত্তা করিতে হইলে, সেই জাতির নারীদিগের অবস্থা তাহার অভ্রান্ত তুলাযন্ত্র। সকল দেশে, সকল কালেই, নারীদিগের অদৃষ্ট পুরুষে বয়ন করে। অসভ্য জাতির মধ্যে স্ত্রীদিগের সম্মান নাই, আদর নাই, শিক্ষা নাই। তাহারা মহিলাদিগকে কিঙ্করী অথবা গৃহবস্তুর ন্যায় বিবেচনা করে এবং আজ্ঞাপালনে পরাঙ্মুখ হইলে, নিষ্ঠুরতার সহিত ব্যবহার করে। কিন্তু জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত জাতিমধ্যে স্ত্রীদিগের স্থান উচ্চ।

হিন্দুজাতি, পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা, অনেক পুরাতন। এই জাতির বয়ঃক্রম কত সহস্র বর্ষ হইয়াছে, তাহা কেহই নিশ্চিতরূপে বলিতে

পারেন না। তবে ইহা নিশ্চয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশবাসিগণ, এই দেশীয় আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি শিক্ষা করিয়া সভ্য হইয়াছিল*। এই দেশে নারীদিগের অবস্থা পূর্ব্বে কিরূপ ছিল তাহা আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

পুরাকালে এদেশের পুরুষেরা হয় দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহস্থ হইতেন, নয় ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিয়া চিরকাল ঈশ্বর চিন্তায় জীবন যাপন করিতেন। স্ত্রীদিগের পক্ষেও এইরূপ বিধি ছিল। নারীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্তা ছিলেন; ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যো-বধূ। যাঁহারা বিবাহ না করিয়া পরব্রহ্মে আত্ম-সমর্পণ করিতেন, তাঁহারা ব্রহ্মবাদিনী এবং যাঁহারা বিবাহ করিয়া গৃহাশ্রমে বাস করিতেন,তাঁহারা সদ্যো-বধূ নামে অভিহিতা হইতেন।

তখন নারীদিগের উপনয়ন হইত। তাঁহারা পুরুষের ন্যায় উপনীতা হইয়া,গুরুসদনে বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। ঋগ্বেদের কএকটি স্তোত্র অত্রীবংশীয়া দুই জন নারী রচনা করিয়াছিলেন স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্মশাস্ত্র,নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য, গণিত, দর্শন

---

* এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥

মনু।

বিজ্ঞান প্রভৃতি সমস্ত শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। তাঁহারা চিত্রবিদ্যা, শিল্পবিদ্যা, নৃত্যগীতাদি শিক্ষা করিতেন; কিন্তু পতিসেবা ও তত্ত্বজ্ঞান তাঁহাদিগের সমস্ত শিক্ষার শিরোভূষণ ছিল। ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতী পাটীগণিত ও লীলাবতী নামক গ্রন্থ-দ্বয় রচনা করিয়াছিলেন। মণ্ডনমিশ্রের বনিতা রন্ধন করিতে করিতে শঙ্করাচার্য্যের সহিত ঘোর দার্শনিক তর্ক করিয়াছিলেন। মিহিরের স্ত্রী খনা জ্যোতিষ বিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। চিতোরের রাণী মিরা বাই কবি ছিলেন। পৃথ্বী রাজার স্ত্রী পদ্মাবতী চৌষট্টি শিল্প * ও চতুর্দ্দশ বিদ্যায় † ভূষিতা

---

* ১ গীত। ২, বাদ্য। ৩, নৃত্য। ৪, নাট্য। ৫, লেখ্য ৬, চন্দনাদি দ্বারা শরীর চিত্র করা। ৭, নৈবেদ্য প্রস্তুত, পূজার পুষ্প সংস্থান ইত্যাদি! ৮, পুষ্পাস্তরণ অর্থাৎ ফুলের শয্যা অলঙ্কার প্রভৃতি রচনা। ৯, দশনবসনাঙ্গরাগ। ১০, মণি-ভূমিকর্ম্ম অর্থাৎ প্রস্তর হইতে মূর্ত্তি নির্ম্মাণ, ভাস্কর বিদ্যা। ১১, শয়নরচনা। ১২, উদকবাদ্য,জলতরঙ্গের ন্যায়। ১৩, উদকঘাত, বোধ হয় মহাভারতে বর্ণিত জলস্তম্ভ হইবে। ১৪, চিত্রযোগ। ১৫, মাল্যগ্রন্থনবিকল্প, মালাগাঁথিবার কৌশল। ১৬, শেখরাপীড়যোজনা, টুপি প্রভৃতি প্রস্তুতের প্রণালী। ১৭, নেপথ্যযোগ, নাট্যাভিনয়সম্বন্ধীয় সাজ। ১৮, কর্ণপত্রভঙ্গ,তিলকরচনার কৌশল। ১৯, গন্ধযুক্তি, গন্ধদ্রব্য

ছিলেন। মহাভারতে বর্ণিত আছে "অতঃপর দ্রুপদ রাজা আলেখ্য—রচনা ও শিল্পকার্য্য প্রভৃতি সকল বিষয়ে কন্যাকে যত্নের সহিত শিক্ষা দিতে লাগিলেন।

প্রস্তুতের প্রণালী। ২০, ভূষণযুক্তি। ২১, ইন্দ্রজাল। ২২, কৌচুমার যোগ। ২৩, হস্তলাঘব, হস্তকৌশল বিষয়ক ইন্দ্রজাল। ২৪, চিত্রভক্ষ্য বিদ্যা, ময়রা ও মিঠাইকরের কার্য্য ২৫, পানকরসযোগ, আচার, সরবতাদি প্রস্তুত প্রণালী। ২৬, সূচীবয়নকর্ম্ম। ২৭ সূত্রক্রীড়া, সূতা দিয়া পুতুল নাচান। ২৮, প্রহেলিকা। ২৯, প্রতিমালা, বস্তুর প্রতিরূপ নির্ম্মাণ। ৩০, দুর্ব্বচনযোগ, দুরূহ শব্দের ব্যাখ্যা। ৩১, পুস্তক বাচন, বিলুপ্তবর্ণযোজন পূর্ব্বক পুস্তক পড়া। ৩২, নাটিকা-খ্যায়িকা প্রদর্শন। ৩৩, কাব্যসমস্যা পূরণ। ৩৪, পট্টিকা বরত্রাবাণবিকল্প, পশুদিগের সাজ ও যুদ্ধাস্ত্র নির্ম্মাণ প্রণালী। ৩৫, তর্ক্কর্ম্ম, টেকুয়া দ্বারা সূতা নির্ম্মাণ করণ। ৩৬, তক্ষণ-ক্রিয়া, ছুতরের কাজ। ৩৭, বাস্তুবিদ্যা, গৃহনির্ম্মাণ। ৩৮, রূপ্য-রত্ন পরীক্ষা। ৩৯, ধাতুবাদ, সোণা প্রভৃতি চিনিবার বিদ্যা। ৪০, মণিরাগরঞ্জন, মূল্যবান্ প্রস্তর (হীরকাদি) পরীক্ষা। ৪১, আকরবিজ্ঞান, খনিসম্বন্ধীয় বিদ্যা। ৪২, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ। ৪৩, মেষ-কুক্কুট-লাবক যুদ্ধ বিধি। ৪৪, শুক-সারিকালাপনা। ৪৫, উৎসাধনকর্ম্ম, কৌশলে শত্রুকে উঠাইয়া দিবার প্রণালী। ৪৬, কেশমার্জন কৌশল। ৪৭, অক্ষর-মুষ্টিসংখ্যাকথন, সাঙ্কেতিক লেখা পড়িবার বিদ্যা। ৪৮, ম্লেচ্ছতর্ক বিকল্প, ম্লেচ্ছদেশীয় বিদ্যাশিক্ষা। ৪৯, দেশ-

কন্যা দ্রোণের নিকট অস্ত্র শস্ত্র শিক্ষা করিলেন*।
বিরাট রাজার বাটীতে নৃত্যশালা ছিল,তথায় অজ্ঞাত-
বাসকালে অর্জ্জুন স্ত্রীলোকদিগকে নৃত্যগীত শিক্ষা
দিতেন।

উচ্চশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগকে গার্হস্থ্য

ভাষাবিজ্ঞান, নানা দেশীয় ভাষা শিক্ষাকরণ। ৫০, পুষ্প
শাকটিকানিমিত্ত-জ্ঞান, বোধ হয় পুষ্পাদি দেখিয়া
সঙ্কেত বুঝা। ৫১, যন্ত্রমাতৃকা, যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ বিদ্যা। ৫২,
ধারণমাতৃকা, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রতিপাদ্য কবচ, যন্ত্র, মাদুলী প্রভৃতি
প্রস্তুত প্রণালী। ৫৩, সম্পাদ্যকর্ম্ম, কৃত্রিম মণিরত্ন প্রস্তুত ও
তাহাদিগের কৃত্রিমতার পরীক্ষাকরণ। ৫৪, মানসী কাব্য-
ক্রিয়া, হাব, ভাব, আকার, ইঙ্গিত দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত
করিবার বিদ্যা। ৫৫ কোষছন্দো বিজ্ঞান, শব্দশাস্ত্র বিদ্যা।
৫৬ ক্রিয়াবিকল্প, বিবিধ উপায়ে কার্য্য করিতে শিক্ষা করা।
৫৭, ছলিতকযোগ; ৫৮, বস্ত্রগোপন; ৫৯, দ্যূতপ্রভেদ;
৬০, আকর্ষণ ক্রীড়া এই চারিটি ভোজবিদ্যা বিশেষ। ৬১,
বালক্রীড়নক, ছেলেপিলের খেলনা প্রস্তুত করণ। ৬২,
বৈয়াসকী বিদ্যা; ৬৩, বৈজয়িকী বিদ্যা; ৬৪, বৈণায়কী
বিদ্যা; এই তিনটির অর্থ জানা যায় না।

† ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারি বেদ; শিক্ষা, কল্প
(যাগক্রিয়ার উপদেশক শাস্ত্র), ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ
ও গণনা এই ছয়টি বেদাঙ্গ; মীমাংসা; ন্যায়; পুরাণ ও
ধর্ম্মশাস্ত্র, এই চৌদ্দটির নাম চতুর্দ্দশ বিদ্যা।

শিক্ষা প্রদত্ত হইত। আয়, ব্যয়, রন্ধন, শিল্প প্রভৃতি গৃহকার্য্যে তাঁহারা সুদক্ষ ছিলেন। তাঁহাদিগের শিক্ষার প্রধান গুণ এই ছিল যে, তদ্দ্বারা তাঁহারা অকর্ম্মণ্যা হইয়া যাইতেন না। এখনকার ভক্তি ও প্রেম শূন্য শিক্ষা নারী-হৃদয় শুষ্ক ও স্ফীত করিয়া তুলে। কিন্তু তখনকার শিক্ষার কেন্দ্র ছিল অন্তরীক্ষে ঈশ্বর ও সম্মুখে স্বামী। তাঁহাদিগের হৃদয়, এই দুইটী কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া, কোথাও যাইত না।

রামের বনবাসকালে সীতা বলিয়াছিলেন "পতিই নারীদিগের দেবতা, যে নারী ছায়ার ন্যায় সর্ব্বদা ভর্ত্তার অনুসরণ করে, সে ইহ ও পরলোকে স্বামীর সঙ্গিনী হইয়া সুখে সময় যাপন করে। আমি বিবাহ কালে স্বামীর করে জীবন সমর্পণ করিয়াছি, সুতরাং তাঁহার হিতের জন্য অনায়াসে প্রাণত্যাগ করিতে পারি"।

শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন "রাজন্! ভার্য্যাকে অবহেলা করিও না। ভার্য্যা ধর্ম্মকার্য্যে পিতার ন্যায়, দুঃখীর জননীর ন্যায়, এবং পথিকের বিশ্রাম স্থানের ন্যায়। সত্যই পরম ধর্ম্ম। সত্য প্রতিজ্ঞা পালন করা উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম। তুমি সত্য-পরিত্যাগ করিও না"।

দশরথ কৌশল্যাকে এইরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন,

" সেই প্রিয়বাদিনী আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, সৎপরামর্শদানে ভগিনীর ন্যায়, ভোজনকালে জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন "।

সুশিক্ষিতা অন্য স্ত্রীদিগের কথা দূরে থাকুক, রাজার রাণীও গৃহকার্য্যে অবহেলা করিতেন না। রাজরাণী দ্রৌপদী স্বামিগৃহে অতিথি ও দাসদাসী-দিগের ভোজন ও পরিচ্ছদ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করি-তেন; পশুশালা দেখিতেন, আয় ব্যয় সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন; গৃহপরিষ্কার, উপকরণমার্জন, রন্ধন ইত্যাদি করিতেন।

নারীরা পতিভবন হইতে গুরুভবনে হাটিয়া গিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেন। কিন্তু তাঁহাদিগের শিক্ষার উদ্দেশ্য, একালের স্ত্রীশিক্ষা হইতে, স্বতন্ত্র ছিল। একালে স্ত্রীশিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাতে নারীরা অন্তঃপুরে অবরুদ্ধা থাকিয়াও পুরুষস্বভাব প্রাপ্ত হন; সেকালের শিক্ষা দ্বারা নারীরা নারীই থাকিতেন। শাস্ত্রে লিখিত আছে "ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, এ সমুদয় অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা, যদ্দ্বারা অবি-নাশী পরব্রহ্মের জ্ঞান পাওয়া যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা "। সে কালের মহিলারা এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা শিক্ষা

করিতেন এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রেষ্ঠ বিদ্যা অধ্যয়ন করিতেন।

সে কালে স্ত্রীলোকেরা পূজিতা ও সম্মানিতা হইতেন। পিতা, ভ্রাতা, স্বামী, সকলেই তাঁহাদিগকে সম্মান করিতেন, এবং মিষ্টভাষায় সম্ভাষণ করিতেন।

পূর্ব্বকালে নারীগণ, বর্ত্তমান রাজপুতরমণীদিগের ন্যায় ঘাঘরা, কাঁচলী ও চাদর পরিধান করিতেন। এখনকার প্রচলিত একমাত্র সাড়ী উত্তম পরিচ্ছদ নহে; ইহাতে স্ত্রীদিগকে অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় থাকিতে হয় এবং লজ্জাশীলতার সম্পূর্ণ হানী হয়।

সে কালে স্ত্রীলোকেরা বাহিরে গমন করিতেন। মনু ও রামায়ণে লিখিত আছে, নারীগণ আপন শুদ্ধ-মতিতেই রক্ষিতা হয়; বদ্ধ থাকিলে রক্ষিতা হয় না। "কথা সরিৎসাগরে লিখিত আছে, যখন এক বর বিবাহ করিয়া আসিলেন, কন্যা কহিলেন, দ্বার উদ্ঘা-টন কর, বন্ধু বান্ধবেরা সমাগত হউন। স্ত্রীলোক আপন অন্তরের বল দ্বারাই রক্ষিতা হয়। বন্ধনের আবশ্যক নাই"। স্ত্রীলোকেরা উৎসবে, যজ্ঞে, সভায়, ভোজে ও নাট্যশালায় গমন করিতেন। তাঁহারা রথে, অশ্বে ও গজে আরোহণ করিতেন এবং স্বদেশ হিতার্থে যুদ্ধ করিতেন।

কিন্তু ইউরোপের মহিলাদিগের বাহিরে গমন

আর সে কালের হিন্দুবালাদিগের বাহিরে গমন, দুইটী স্বতন্ত্র কথা। বিলাতি নারীগণ স্বেচ্ছাচারিণী; একাকিনী যাহার তাহার সঙ্গে যেখানে সেখানে গমন করেন। ঘরে থাকিতে পোষাক, পরিচ্ছদের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাস্য; কিন্তু বাহিরে যাইবার সময়, মূল্যবান, নয়নতৃপ্তিকর পরিচ্ছদ ও মূল্যবান্ আভরণে ভূষিতা, সুগন্ধিতে প্লাবিতা হইয়া অপ্সরী সাজেন—পুরুষের মনোরঞ্জন করা তাঁহাদিগের, অন্ততঃ তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকের, উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের জীবন কেবল বাহ্য চাকচিক্য ও গর্ব্বে পরিপূর্ণ। কিন্তু আর্য্যনারীরা কিরূপে বাহিরে যাইতেন? তাঁহারা পিতার সহিত, স্বামীর সহিত, অথবা পুত্রের সহিত বাহিরে গমন করিতেন। তাঁহারা বীরনারী হইয়াও, ধর্ম্ম ও আত্মরক্ষা সম্বন্ধে, আপনাকে যথেষ্ট ক্ষমতাশীলা বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। তাঁহারা স্ত্রীজাতির অমূল্যনিধি রক্ষা করিবার জন্য পিতা, স্বামী ও পুত্রদিগকে নিযুক্ত করিতেন।

তাঁহারা স্বামীর চিত্ত-রঞ্জন করিবার জন্য গৃহমধ্যে বেশ ভূষা করিতেন। স্বামী স্থানান্তরে গমন করিলে বাহিরে যাইতেন না, বেশভূষা করিতেন না। তখন সংযত-চিত্ত হইয়া ব্রতানুষ্ঠান করিতেন।

সে কালের বিবাহ-প্রথা এই পুস্তকের বিবাহসম্বন্ধীয় অধ্যায়ে দৃষ্ট হইবে।

আমরা, সংক্ষেপতঃ, হিন্দুমহিলাদিগের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণন করিলাম। তাঁহারা বিদ্যাভ্যাস করিতেন, কিন্তু ঈশ্বরপরায়ণতা ও পতিভক্তি তাঁহাদিগের শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল; এখনকার সভ্যজাতির স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্য বাহ্য শোভা, পার্থিব সুখ এবং পুরুষের সহিত প্রতিযোগিতা করা। তাঁহারা প্রয়োজন বশতঃ পিতার সহিত, ভর্ত্তার সহিত, অথবা পুত্রের সহিত বাহিরে যাইতেন; ইঁহারা, অন্ততঃ ইঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই, কেবল নিজের কটাক্ষবাণ সহায় করিয়া, হয় লোকের মন পাগল করিতে, নয় বাজার করিতে, বাহিরে যান। তাঁহারা পতিসেবা, অতিথিসেবা, গৃহ কার্য্য ও আয়ানুসারে ব্যয় করিতেন; ইঁহারা পতি-সেবিতা এবং অতিথিপূজিতা; গৃহকার্য্যকে ইঁহারা নীচজনোচিত-কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করেন এবং স্বামীর আয়ের চতুর্গুণ ব্যয় করিয়া তাহাকে উৎসন্ন না দিতে পারিলে সন্তুষ্ট হন না। ধর্ম্ম তাঁহাদিগের জীবন ছিল, বাহ্যশোভা ইঁহাদিগের জীবনের জীবন।

আমাদিগের দেশীয় নারীদিগের বর্ত্তমান অবস্থা সকলেই পরিজ্ঞাত আছেন। সে কালের রমণীদিগের অবস্থার সহিত আধুনিক হিন্দুমহিলাদিগের অবস্থার তুলনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। কি বিস্ময়কর পরিবর্ত্তন—কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন! এ পরিবর্ত্তন এরূপ

জটিল ও সম্পূর্ণ, এরূপ পূর্ব্বস্মৃতিলোপমূলক যে, আধুনিক বামাগণের ধমনীতে পূর্ব্বতন বরবর্ণিনীদিগের রক্ত প্রবাহিত হয় কি না; তাহাদিগের ধর্ম্মের সহিত ইহাদিগের ধর্ম্মের একতা আছে কি না; এমন কি, তাহারা আদৌ ভারতবাসিনী ছিল কি না—এই সমস্ত বিষয়ে ইতিহাসানভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে প্রচুর সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে। যে হিন্দুজাতির মহিলাগণ এক কালে উন্নতির উচ্চতম শিখরে আরূঢ়া হইয়াছিলেন, এককালে সভ্যজাতির রমণীমণ্ডলের আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন; সেই হিন্দুজাতির নারীগণ এখন কি কারণে ঈদৃশ শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার বিচার করা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। যে কারণেই অধঃ-পতন হউক, অধঃপতন যে হইয়াছে ইহা নিশ্চিত। যদি অজ্ঞান-তমসান্ধতা অবনতির কারণ হয়, তবে বর্ণ-জ্ঞানবিবর্জ্জিত আধুনিক হিন্দুমহিলারা যে, অবনতির অধস্তন স্তরে উপনীতা হইয়াছেন তৎপ্রতি অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আমরা ইংরাজদিগের সামাজিক প্রথা অনুকরণ করিতে চাহি না। অনুকরণ দ্বারা কোনও জাতি উন্নত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, ভিন্ন দেশের ভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত, ভিন্ন প্রকৃতির জাতির রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, কোনও ক্রমেই এ দেশের উপযোগী হইতে

পারে না। আমাদিগের স্ত্রীজাতির অবস্থা উন্নত করিতে হইলে, এতদ্দেশীয় পূর্ব্বতন সভ্যতার প্রতি দৃষ্টিপাত করা কর্ত্তব্য। অন্তঃপুর—সংস্কার বিষয়ে বিজাতীয় রমণীদিগকে আদর্শ না করিয়া, ঐতিহাসিক হিন্দু বরাঙ্গনাদিগকে আদর্শ করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ইহার ফল প্রকৃত ও স্থায়ী উন্নতি; অনুকরণের ফল সাময়িক চাক্‌চিক্য কিন্তু জাতীয় অবনতি।

ইংরাজদিগের দুইটি সামাজিক প্রথার প্রতি ইংরেজী-শিক্ষিত-হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। ইঁহারা এই দুইটি প্রথার সম্পূর্ণ পক্ষপাতী এবং তাহাদিগকে হিন্দু সমাজে প্রবর্ত্তন করিতে অন্তরের সহিত বাসনা করেন। এই দুইটি প্রথাঃ— স্বেচ্ছাচার-স্ত্রীপুরুষ-মিশ্রণ এবং স্বেচ্ছাচার-দম্পতি-নির্ব্বাচন। এই দুইটি প্রথার সাধারণ নাম স্ত্রী স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতা প্রভাবে ইংরেজ যুবতীগণ অবলীলাক্রমে পরপুরুষের সহিত মন খুলিয়া আলাপ ব্যবহার, ভোজন উপবেশন, ভ্রমণ পর্য্যটন, হাস্য কৌতুক, নৃত্য গীত, বন্ধুতা সখ্যতা প্রভৃতি করিয়া থাকেন। ইহাতে বিবাহিতা, অনূঢ়া, ভেদ নাই; বালিকা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা ভেদ নাই; এ আনন্দবাজারে সকলেরই সমান অধিকার। যুবতী-ভার্য্যা পরপুরুষের সহিত স্থানান্তরে, গৃহান্তরে, গ্রামান্তরে, দেশান্তরে গমন

করিতে পারেন; পরপুরুষের সহিত নির্জনে হাস্য, কৌতুক, আলাপ ব্যবহার করিতে পারেন; পরপুরুষের গৃহে বন্ধুতাভাবে আতিথ্য স্বীকার করিয়া থাকিতে পারেন; তাহাতে স্বামীর কোনও আপত্তি হইতে পারে না। যুবতী কন্যা, যুবকদিগের সহিত নির্জনে হাস্যালাপভ্রমণাদি করিতে পারেন, তাহাতে অভিভাবকদিগের আপত্তি নাই। মনুষ্যজাতি যদি দেব-কুল-সম্ভূত হইত তবে ঈদৃশ পুংস্ত্রী-মিশ্রণ যার পর নাই মঙ্গলময় হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মনুষ্য-শরীর রক্ত মাংস গঠিত, কাম ক্রোধাদি ষড়্‌রিপু নিরন্তর রক্ত-স্রোতমধ্যে বায়ুরূপে প্রবাহিত রহিয়াছে। ইহাদিগের আকর্ষণ ও বিকর্ষণ স্বভাব সিদ্ধ। ব্যাস, পরাশর, শিব, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি কঠোর তাপসগণও ইহাদিগের দুর্দ্দম্য গতি রোধ করিতে পারেন নাই, অন্যে পরে কা কথা। চক্ষুরুন্মীলন করিয়া সংসারের প্রতি দৃষ্টি কর, দেখিবে এখানে সৎ অপেক্ষা অসতের প্রাদুর্ভাব, মঙ্গল অপেক্ষা অমঙ্গলের আধিক্য, পবিত্র অপেক্ষা অপবিত্রের রাজ্য-বিস্তার, দেবভাব অপেক্ষা পশুভাবের সাম্রাজ্য, জ্ঞান ও ধর্ম্মাপেক্ষা রিপুর জয় এবং দুর্ব্বলের উপর বলীয়ানের অত্যাচার জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। দুর্ব্ব-লকে বলীয়ানের হস্ত হইতে এবং নিঃসহায়কে অত্যা-

চারীর হস্ত হইতে রক্ষা করা যেরূপ সমাজনীতির কর্ত্তব্যকার্য্য; লোভ, কাম প্রভৃতি রিপুর প্রমত্ততা হইতে, সাধ্যানুসারে, নর নারীকে অন্তরে রক্ষা করা সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি উভয়ের কর্ত্তব্যকার্য্য। আমরা সে সমাজকে উন্নত বলিতে পারি না, যাহাতে এক দিকে পবিত্রতার দেবভাব এবং অপবিত্রতামূলক রিপুদিগের নারকীভাব-বিষয়ক উপদেশ দেওয়া হইতেছে, অপর দিকে সামাজিক রীতি নীতি দ্বারা প্রতিকার্য্যে নর নারীর সমক্ষে অজেয় প্রলোভন নিক্ষেপিত হইতেছে, রিপুদিগের যথেচ্ছাস্বচ্ছন্দবিহার জন্য সমাজের দ্বার অহরহ নিরর্গল রাখা হইতেছে। সাধারণতঃ, মনুষ্যের পশুভাবাপেক্ষা দেবভাবের আকর্ষণ দুর্ব্বল; মনুষ্য স্বভাবতঃ বীরাচারী, সাত্ত্বিকতা বহু আয়াসসাধ্য। সুতরাং, নর নারীর স্বেচ্ছাচারমিশ্রণে সমাজের মঙ্গল হইবার সম্ভব অতি বিরল। ইংরেজ সমাজের অবস্থা যতদূর জানা যায়, তাহাতে স্ত্রীস্বাধীনতার অনেকগুলি দোষ দৃষ্ট হয়; তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দোষগুলি প্রধান। এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে, সাধারণ ইংরেজসমাজের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আমরা এই মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি। ঐ সমাজে সাবিত্রীর ন্যায় পতিপরায়ণা এবং রামচন্দ্রের ন্যায় ভার্য্যাগতপ্রাণ শত শত নর নারী আছেন, সন্দেহ নাই;

কিন্তু নৈতিক ব্যভিচারের দৃষ্টান্তও নিতান্ত কম নহে।

প্রাগুল্লিখিত দোষগুলি এইঃ—(১) নম্রতা ও লজ্জাশীলতার ব্যভিচার; (২) নৈতিক ব্যভিচার; (৩) দাম্পত্য ব্যভিচার; (৪) বৈবাহিক ব্যভিচার; (৫) গার্হস্থ অশান্তি; (৬) দুঃখময় জীবন।

নম্রতা ও লজ্জাশীলতার আদর্শ এক এক দেশে এক এক রকম। পরপুরুষের সমক্ষে হাস্য কৌতুক করা, আহার ব্যবহার করা, অৰ্দ্ধ উলঙ্গ বেশে নৃত্য গীত করা—পুরুষের ন্যায় দোকানে দোকানে জিনিষ দর করিয়া বেড়ান ইত্যাদি কার্য্যে, ইংরেজের চক্ষে, নম্রতা ও লজ্জাশীলতার ব্যভিচার হয় না। কিন্তু ভারতবাসিদিগের মন অন্য ধাতু দিয়া গঠিত, তাহারা এই সমস্তকে লজ্জাহীনতার একশেষ বলিয়া বিবেচনা করে, এবং তাহাদিগের মধ্যে কোনও রমণী এইরূপ ব্যবহার করিলে, তাহাকে সমাজ-কলঙ্ক ঘৃণার পদার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ইহা আমাদিগের স্বভাব-সিদ্ধ, জাতিগত ভাব—ইহার মূলোৎপাটন করিতে হইলে হিন্দুজাতির ও হিন্দু স্বভাবের মূলোৎপাটন করিতে হয়।

নৈতিক ও দাম্পত্য ব্যভিচার সম্বন্ধে বোধ হয় এই বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, স্ত্রী-স্বাধী-

নত্তা-প্রধান ইংরেজ সমাজ আমাদিগের সমাজাপেক্ষা বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে, তদ্দেশীয় সমাজচিত্র নাটক-নবন্যাস ও সংবাদপত্র এবং দাম্পত্যসম্বন্ধ রহিত করিবার আদালত ও ফৌজদারি আদালতের নিষ্পত্তি পাঠে, এরূপ বিবেচনা হয় না। ইংরেজ সমাজগিরির কি উচ্চতম শৃঙ্গ, কি অধস্তম স্তর, সকল স্থান হইতেই মন্মথের জয়ধ্বনি শ্রবণগোচর হইয়া থাকে। স্বাধীনতার ফল পবিত্রতা ও সুখ না হইয়া, অপবিত্রতা ও ঘোর সাংসারিক অশান্তি সহস্র সহস্র গৃহে বিরাজ করিতেছে। প্রেমে গরল উৎপাদিত হইতেছে; সুখশয্যায় নরকের কীট প্রবেশ করিতেছে; জীবন দুঃখময় হইতেছে; ধর্ম্ম ও নীতি গবাক্ষ দ্বার দিয়া পলায়ন করিতেছে। যদি স্ত্রী-জাতির প্রকৃত উন্নতিই অভিপ্রেত হয়, তবে এরূপ আদর্শ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ, যাহার উপর শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিস্ময় জন্মে। নতুবা, সোপাপিষ্ঠস্ততো-ঽধিকঃ—এরূপ সমাজ কখনও আদর্শ হইতে পারে না।

আমরা অন্তঃপুরপিঞ্জরের পক্ষপাতী নহি। স্ত্রী-পুরুষের স্বেচ্ছাচার-মিশ্রণকেও উন্নতির পরকাষ্ঠা বলিয়া জ্ঞান করি না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি; সেকালে হিন্দুমহিলারা গৃহের বাহির হইয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতেন; কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন

না, তাঁহারা স্বামী, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি স্বজন দ্বারা রক্ষিতা হইয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতে পারিতেন। এইরূপ প্রথাই সমীচীন বলিয়া আমাদিগের বিবেচনা হয়।

বহু শতাব্দি পর্য্যন্ত হিন্দুমহিলারা অন্তঃপুরচারিণী হইয়া মূর্খতার ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিতা আছেন। অজ্ঞান যাবতীয় উন্নতির পথরোধক দুর্লঙ্ঘ্য কণ্টক। ইহার বিদ্যমানে কোনও প্রকার উন্নতির প্রয়াস পাইলে তাহা কেবল অধোগতির নিদান হইয়া উঠে। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে হিন্দুমহিলাদিগের সম্যক্ শিক্ষা-বিধান প্রয়োজন।

পুরুষের সহিত অবাধে আলাপ পরিচয় এবং একত্রিত হইয়া আহার ব্যবহার, আমোদ প্রমোদাদি করা স্ত্রী-দিগের কর্ত্তব্য নহে। তাহাতে লজ্জা ও নম্রতার ব্যাঘাত হয় এবং প্রলোভনের দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তবে পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্রে আমোদ প্রমোদ করা অবৈধ নহে, বরং তাহাতে পারিবারিক জীবন সুখকর হয়।

সেকালে পুরুষেরা স্ত্রীদিগকে বিলক্ষণ সম্মান করিতেন। এখন তাহার লাঘব হইয়াছে। এ বিষয়ে মনুর উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। মনু বলেন "যে কুলে স্ত্রীরা বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা পূজিতা হন,

তথায় দেবতারা প্রসন্ন থাকেন, আর যে কুলে স্ত্রীদিগের অনাদর, সে বংশে সকল ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়। যে কুলে ভগিনী ও গৃহস্থের সপিণ্ড স্ত্রী, পত্নী, কন্যা, পুত্রবধূ প্রভৃতি স্ত্রীলোকেরা ভূষণ আচ্ছাদনাভাবে দুঃখিনী হয়, যে কুল শীঘ্র নির্ধন হইয়া যায়, এবং দৈব ও রাজাদি দ্বারা পীড়িত হয়; আর যে কুলে উঁহারা সন্তুষ্ট থাকে সে কুল সর্ব্বদা বৃদ্ধি পায়। ভগিনী, পত্নী, পুত্রবধূ প্রভৃতি নারীরা অপূজিতা হইয়া যে কুলে শাপ প্রদান করে, সে কুল সর্ব্বতোভাবে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব, যাঁহারা সম্পত্তি কামনা করেন, তাঁহারা বিবিধ উৎসবাদি উপলক্ষে, স্ত্রীদিগকে সর্ব্বদা অশন, বসন, ভূষণাদি দ্বারা সম্মানিতা করিবেন।"

বহু শতাব্দি পর্য্যন্ত এদেশে স্ত্রীশিক্ষা একেকালীন বিলুপ্ত হইয়াছিল। এমন কি, ভদ্র ও পণ্ডিত সমাজ মধ্যেও অনেকেই পুরাকালের স্ত্রীশিক্ষার ঘুণাক্ষরও জানিতেন না। স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয় ইত্যাদি কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া, ইদানীন্তন স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তনাকালে, তাঁহারা নানারূপ ব্যাঘাত সংঘটন করিয়াছিলেন। সে বাধা এখন অনেক পরিমাণে অন্তরিত হইয়াছে; এখন বঙ্গদেশের প্রায় সকল স্থানেই বালিকা বিদ্যালয় ও অন্তঃপুরশিক্ষা-বিধায়িনী সভা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

কিন্তু হিন্দুমহিলাদিগের যে প্রণালীতে শিক্ষা-বিধান হওয়া উচিত, তাহা অদ্যাপি অবলম্বিত না হওয়ায়, স্ত্রীশিক্ষা দ্বারা বিশেষ কোনও ফল হইতেছে না। আমরা স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেও বলিতেছি, অনুকরণ দ্বারা অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবার সম্ভব নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শিক্ষা।

অনেকের বিশ্বাস আছে যে, কেবল এদেশের লোকেরাই কন্যাপেক্ষা পুত্র হওয়া অধিকতর বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করে, কন্যা হইলে অতিশয় দুঃখিত হয় এবং তাহাকে পুত্রের ন্যায় স্নেহ করে না। প্রকৃত পক্ষে কন্যা সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল জাতীয় লোকেরই মনের ভাব একরূপ; সর্ব্বদেশীয় লোকেই পুত্র কামনা করে। কিন্তু তাহা বলিয়া কন্যার প্রতি পিতা মাতার স্নেহ পুত্রাপেক্ষা ন্যূন নহে; বরং পুত্রাপেক্ষা কন্যার প্রতি পিতার স্নেহ অধিক দেখা যায়। নারীগণ স্নেহ, দয়া, সহানুভূতি প্রভৃতি কোমল ও স্বর্গীয় মনোবৃত্তিগুলির স্বাভাবিক অধীশ্বরী, ইহারা মায়ার পুত্তলি। ইহাদিগের মায়াযন্ত্রের স্বর্গীয়, কোমল, মধুর, হৃদয়তৃপ্তিকারী, মোহন ঝঙ্কারে মোহিত না হন এমত ব্যক্তিই নাই, এই জন্যই ইহাদিগকে আমাদিগের দেশে ইতর ভাষায় "মেয়ে (অর্থাৎ মায়া) মানুষ" বলে। ইহাদিগের এই দেবদুর্লভ শক্তি বাল্যাবধিই বিকশিত হইতে থাকে, সুতরাং ইহারা

পিতা মাতার আদরের ধন, স্নেহের পবিত্র আধার ও সোহাগের মণিময় পুত্তলি।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এদেশের লোকেরা কন্যার ভাবী সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির প্রতি দৃষ্টি করেন না। পুত্র পঞ্চমবর্ষে পদার্পণ করিবা মাত্র গুরুমহাশয় দ্বারা তাহার "হাতে খড়ি" দেওয়া হয়; তখন অবধি, বিদ্যাশিক্ষা তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। পুত্রের লেখা পড়ার জন্য পিতামাতা সর্ব্বদা ব্যস্ত, সর্ব্বদা চিন্তিত; চাণক্যের শ্লোক ও অন্যান্য নীতিবোধক শ্লোক পড়িয়া তাহাদিগকে ধর্ম্মনীতি ও সমাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হয়। পুত্র অশিক্ষিত হইলে পিতামাতার বদন অবনত হয়, দুঃখের আর শেষ থাকে না। কিন্তু কন্যার বুদ্ধিবৃত্তি চিরকাল অমার্জ্জিত থাকিলেও তাহা দুঃখের কারণ হয় না।

এদেশে পূর্ব্বকালে নারীগণের যেরূপ শিক্ষা হইত তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে সুখসূর্য্য অনেক দিন হইতে অস্তমিত হইয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে ভারতের শৌর্য্য বীর্য্য, জ্ঞানও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। সন্তানদিগের শারী[illegible] ও সুস্থতা; মানসিক বৃত্তির দৃঢ়তা ও স্বা[illegible]নতেজ ও নির্ভীকতা প্রভৃতি গুণ, যাহার বিশ্ব[illegible]বাকালে এই ভারত-

ভূমি গৌরবের উচ্চতম শিখরে উঠিয়াছিলেন, সেই সমস্ত গুণ বহুশতাব্দি পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আমাদিগের বর্ত্তমান দুরবস্থা হইয়াছে। আত্রেয়ী, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীগণ এককালে আর্য্য সন্তানদিগকে জ্ঞানের চরম শিখরে, শৌর্য্য বীর্য্যের অতুল সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন; কিন্তু এখন সে যাজ্ঞবল্ক্য নাই, সে মৈত্রেয়ীও নাই। পিতামাতার শারীরিকও মানসিক বৃত্তি সন্তান প্রাপ্ত হয়। কেবল পিতামাতার কেন, পিতৃ ও মাতৃকুলের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের শারীরিক ও মানসিক ধর্ম্ম সন্তানে সঞ্চালিত হয়। মাতার অনেক গুণ পুত্রে এবং পিতার অনেক গুণ কন্যায় সাধারণতঃ সঞ্চালিত হয়। এবিষয় আমরা যথাস্থানে বিশদরূপে বর্ণন করিব। এখন মোটা-মুটি যাহা বলিলাম তাহাতেই অনায়াসে উপলব্ধি হইবে যে, অশিক্ষিতা মাতার দোষে পুত্রের কত অনিষ্ট হয়।

মাতার মানসিক-বৃত্তিগুলি শিক্ষাভাবে অমার্জ্জিত ও সুপ্তাবস্থায় থাকায়, হীন-তেজঃ হইয়া পড়ে, আবার, অনেকগুলি ভ্রান্তি-মূলক সংস্কার মানসিক বৃত্তি গুলিকে অধিকার করিয়া তাহাদিগকে বিকৃত করিয়া ফেলে। এইরূপে ভীরুতা, ক্রূরতা ও কপটতা প্রভৃতি দোষ আমরা মাতৃরক্তের সঙ্গে সঙ্গে অধিকার

করি। মাতার মানসিক বৃত্তি পরিমার্জ্জিত হইয়া উন্নত হইলে সন্তানও স্বভাবতঃ উন্নতমনা হয়।

শরীরপালন, স্বাস্থ্যরক্ষা, আহার্য্যবস্তুর দোষগুণ প্রভৃতি শরীররক্ষার নিতান্ত আবশ্যকীয় বিষয়গুলির কিছুমাত্র জ্ঞান অশিক্ষিতা হিন্দুমাতার নাই। সুতরাং সন্তান মাতার অজ্ঞতাপ্রযুক্ত হীনবল ও রুগ্ন হইয়া পড়ে, কখনও বা মাতার দোষে অকালে সন্তানের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়।

অশিক্ষিতা মাতা ক্রোধে অসুরনাশিনী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া এক দিকে কলহ করিতেছেন, অপর দিকে সন্তানকে স্তন্য দিতেছেন। যদি তিনি জানিতেন যে ইহাতে সন্তানের যার পর নাই অপকার হইতেছে, তাহা হইলে তিনি কখনই নিজ সন্তানকে পূতনার স্তন্যপান করাইতেন না।

এইরূপ বহুবিধ দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু তাহা এই স্থানে নিষ্প্রয়োজন। এই পুস্তকের "প্রসূতী", "উত্তরাধিকার" প্রভৃতি শীর্ষক প্রবন্ধে তাহা বিশদরূপে বিবৃত হইবে।

সন্তান পিতা মাতার ধনাধিকারী হইয়া থাকে। কেহ তাহার সদ্ব্যবহার করে, কেহ বা কুপথে গমন করিয়া পিতার বহুকষ্টে উপার্জ্জিত ধন নষ্ট করে। যাহার পিতা নিঃস্ব, সে পৈত্রিক ধন অধিকার করে

না, ব্যবস্থানুসারে পৈত্রিক ঋণও পরিশোধ করিতে বাধ্য হয় না। কিন্তু অন্তর্জগতের নিয়ম স্বতন্ত্র। পিতা মাতার ভাল মন্দ উভয়ই তোমাকে লইতে হইবে। পিতামাতার বুদ্ধিতে বুদ্ধিমান্ হইবে, মহত্ত্বে মহৎ হইবে, নীচত্বে নীচ হইবে, ভীরুতায় ভীরু হইবে, ক্রূরতায় ক্রূর হইবে, শারীরিক বলবীর্য্যে বলীয়ান্, ও বীর্য্যবান্ হইবে এবং রোগে রোগী হইবে। ধন পাও নাই বলিয়া ঋণ দিবে না, এ কথা স্বভাবের দুরন্ত, দুর্লঙ্ঘ্য নিয়মরূপী বিচারপতিকে বলিবার যো নাই—পিতার বলবীর্য্য পাও নাই, কিন্তু তাহার রোগের ধার শোধ করিতে হইবে। আমরা অনেক প্রতিভাশালী লোকের পুত্রকে নিতান্ত নির্ব্বোধ এবং অনেক ধার্ম্মিকের পুত্রকে পাষণ্ড দেখিয়া তাহাদিগকে "রোজার বেটা বনগোরু" বলিয়া থাকি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রোজার বেটা বনগোরু হয় না; বন্য-গাভীর জঠরে বনগোরু উৎপাদিত হয়।

আমরা উপরে যে প্রতিমূর্ত্তিটি চিত্রিত করিলাম, পাঠক পাঠিকাগণ ভাবিতে পারেন, হয়ত তাহা অন্যায়রূপে অধিকতর রঙ দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। পিতা মাতার দৈহিক ও মানসিক বৃত্তির উপর সন্তানের ভাবী অভ্যুদয় অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। পক্ষান্তরে, প্রকৃতিতে যাহা

ত্রুটি থাকে, অভ্যাস তাহা পূরণ করিয়া লয়। সুতরাং সুকুমারমতি বালক বালিকাগণ যাহাতে কু অভ্যাস প্রাপ্ত না হয়, পিতামাতা কায়মনোবাক্যে তাহার চেষ্টা করিবেন। অভ্যাস একবার দৃঢ়মূল হইলে কোনও ক্রমেই আর তাহাকে দূরীভূত করা যায় না। বালক বালিকাগণ স্বভাবতঃ পিতাপেক্ষা মাতার অনুগত হয়। মাতা তাহাদিগকে যাহা শিখাইবেন, যাহা বলিয়া দিবেন, তাহা তাহাদিগের মূলমন্ত্র স্বরূপ হয় এবং মাতার দৃষ্টান্তানুসারে তাহারা অনেক কার্য্য করে। সন্তানদিগের কোমল মনে, স্বাস্থ্যকর, পুষ্টিকর ও বল-কর বীজ বপন করিতে হইলে এবং দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা-দিগকে সুপথ দেখাইতে হইলে, মাতার মন, শিক্ষা দ্বারা মার্জ্জিত, ধর্ম্মপ্রণত ও উন্নত হওয়া আবশ্যক।

সন্তান সন্ততি সম্বন্ধে স্ত্রী-শিক্ষার ফল এই। কিন্তু তদ্ভিন্ন তাহার অন্যান্য গুরুতর ফল আছে। জ্ঞান যে নিজেই নিজের পুরস্কর্ত্তা তাহা কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না। জ্ঞান, হৃদয়, মন ও আত্মাকে উন্নত করে; অনেক কুসংস্কার দূর করিয়া মনকে নির্ম্মল ও নিঃশঙ্ক করে; বুদ্ধির স্থিরতা উৎপাদন করে এবং আত্মাকে আনন্দের স্বর্গীয় জ্যোতিঃ দ্বারা প্রতিভাসিত করে। পুত্রশোকাতুরা হিন্দুমাতাকে ধর্ম্মমূলক জ্ঞান ভিন্ন আর কিসে অন্যমনস্কা করিতে পারে?

দুঃখে, রোগে ক্লিষ্টা অবলাকে জ্ঞান ভিন্ন আর কিসে সহিষ্ণু ও আশাবতী করিতে পারে? ইহাদিগের উচ্চাভিলাষ নাই, উপার্জ্জন-লালসা নাই, যে সমস্ত শত শত বিষয়ে পুরুষের মন ব্যাপৃত থাকে, তাহার কিছুই নাই; ইহাদিগের পঞ্চেন্দ্রিয়ের গোচরস্থান অতি সংকীর্ণ, সুতরাং ভাবজগতে ইহাদিগকে কিয়ৎ পরিমাণে স্থান না দিলে,ইহাদিগের মানসিক অসুখের শেষ থাকে না।

আমাদিগের দেশে মধ্যশ্রেণীর ভদ্রলোকদিগের অবস্থা সাধারণতঃ এত ভাল নহে যে, দাস দাসী দ্বারা তাহারা রন্ধন, গৃহমার্জ্জন ইত্যাদি কার্য্য সম্পাদিত করিতে পারে। ঐ সমস্ত কার্য্য কুলবধূ ও বালিকা দিগকেই করিতে হয়। তাহার পর সন্তানদিগের লালন পালন, গুরুজন শুশ্রূষাদি কার্য্য সমাধা করিয়া, তাহাদিগের সময় অতি অল্প থাকে। কিন্তু যাহা থাকে তাহাই তাহাদিগের বিষম অসুখের কারণ হইয়া উঠে। কাজকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া দশ জন কুলবালা একত্রে জুটিল। তাহারা কিরূপ আলাপে বিশ্রামের সময় অতিবাহিত করে? কাহারও কুৎসা, কাহারও নিন্দা, কাহারও গহনা ইত্যাদি রাগ, দ্বেষ, গর্ব্বপূর্ণ আলাপে তাহাদিগের সময় অতিবাহিত হয়। অতি-সামান্য কথা লইয়া তাহারা বিষম কলহ করে এবং

প্রায়ই গৃহবিচ্ছেদ ঘটাইয়া দেয়। স্ত্রীদিগের সুশিক্ষা থাকিলে এই সমস্ত দোষের ভাগ কম হইত।

দৈনিক গৃহস্থালীর কার্য্য সুচারুরূপে ও মিতব্যয়িতার সহিত চালাইতে হইলেও স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যক। রন্ধন, সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব-রক্ষা-করণ, বালক বালিকার স্বাস্থ্য বিধান ইত্যাদি কার্য্য, শিক্ষা ব্যতীত সুন্দররূপে সম্পন্ন হয় না।

বিশেষতঃ, এখন জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার হওয়ায়, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই শিক্ষিতা গৃহিণীর অভাব অনুভব করেন। যাঁহারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্ত্রীর সহিত কেবলমাত্র দৈহিক সম্বন্ধে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয়ের পিপাসা শান্তি হইলেও, তদপেক্ষা বলবত্তর মনের পিপাসা শান্তি হয় না। স্ত্রী অশিক্ষিতা থাকায় স্বামীর মনের উচ্চভাবসকল মনেই রহিয়া যায়। প্রেম যাহাদিগকে একসূত্রে আবদ্ধ করিয়াছে, তাহারা স্বভাবতঃ স্ব স্ব মন প্রাণ একীভূত করিতে চাহে। অশিক্ষিতা অবলার হৃদয় প্রেমামৃতে পূর্ণ; সে আপন হৃদয়ের ধন স্বামীকে অর্পণ করিয়া পরিতৃপ্তা হয়; কিন্তু পুরুষের মন, ভাব ও চিন্তার ঊর্ম্মিময় সাগর। কত রকম উচ্চভাব, কত রকম সন্দেহ, কত রকম দ্বৈধ চিন্তা, অহরহঃ পুরুষের মনে উদয় হইতেছে। হয় ত

তাহার মধ্যে এমত সমস্ত ভাব আছে, যাহা অতি নিগূঢ়। এই সমস্ত ভাব জীবনের বন্ধু, সুখ দুঃখের সঙ্গিনীর নিকট প্রকাশ করিতে না পারিয়া, স্বামীর মনে অনেক সময়ে কষ্ট হয়। এমন কি, সুপরামর্শা-ভাবে, অনেক সময়ে, কার্য্য-ক্ষেত্রে পুরুষেরা বিপথে পতিত হইয়া চিরকালের জন্য জীবন কণ্টকময় করিয়া ফেলে। স্ত্রী, শিক্ষিতা হইলে উভয়েব মনের ভাব স্বাধীনভাবে উভয়ের নিকট প্রকাশিত হইয়া উভয়ের মনে বিমল আনন্দের সঞ্চার হয় ; প্রেম তখন আরও মধুময় হইয়া উঠে এবং প্রকৃতপক্ষে উভয়ের হৃদয়ে হৃদয়ে মিলন হয়। অপিচ, কোনও বিষয়ে দ্বিধা উপস্থিত হইলে শিক্ষিতা স্ত্রীর নিকট সুপরামর্শ পাওয়া যায় এবং স্বামী কোনও কার্য্য অনুচিত অথবা অন্যায় করিতেছেন দেখিলে, স্ত্রী, সুপরামর্শ দ্বারা তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশ হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা উঠিয়া যাওয়ায়, প্রকৃত পারিবারিক সুখ আমাদিগের ভাগ্যে বড় কম হইয়া পড়িয়াছে।

এ দেশে এখন অনেক স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রতি বৎসরেই তাহার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। আবার, কোনও কোনও স্থানে অন্তঃপুর-শিক্ষার জন্যেও বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা হইতেছে।

ইহা আশাপ্রদ,তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী অনুসারে বালকদিগকে যেমন অনায়াসে শিক্ষা দেওয়া যায়, কালের অবচ্ছেদ ঘটে না; বালিকাদিগের পক্ষে তদ্রূপ নহে। যে সমস্ত বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করে, তাহাদিগের দশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলেই, পিতা মাতা তাহাদিগকে আর বিদ্যা-লয়ে যাইতে দেন না। যদি তাহার পূর্ব্বে বিবাহ হয় তবে ত কথাই নাই। ইহাতে আমরা পিতামাতা দিগকে নিন্দা করিতে পারি না। স্ত্রীলক্ষণ বিকশিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই বালিকাদিগের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ হয়, তাহার বিস্তারিত বিবরণ পরের অধ্যায়ে বিবৃত হইবে। এই পরিবর্ত্তনের পূর্ব্ব হইতেই কোমলহৃদয়, দেবীমূর্ত্তি বালিকাদিগকে পাঠশালার বিবিধসংসর্গ হইতে অন্ত-রিত না করিলে, তাহাদিগের শারীরিক, মানসিক ও নৈতিকঅনিষ্টপাতের সম্পূর্ণ সম্ভব। এজন্য, দশ বৎসর বয়সের অধিক কাল বালিকাদিগকে, আধুনিক সমাজের অবস্থানুসারে, বিদ্যালয়ে রাখা কর্ত্তব্য নহে। তাহার পর গৃহশিক্ষা আমাদিগের মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যাবৎ এ দেশে হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বিনী উপযুক্ত অন্তঃপুর-শিক্ষয়িত্রী না পাওয়া যাইবে, তাবৎ এই গুরুভার পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীর উপর ন্যস্ত থাকিবে। তাঁহারা

কর্ত্তব্যজ্ঞানে এইকার্য্য সম্পাদন করিলে, আমাদিগের পারিবারিকজীবন এক মনোহর, নীরোগ, সুস্থমূর্ত্তি ধারণ করিবে। যখন অধিকাংশ মাতা শিক্ষিতা হইবেন, তখন কন্যাদিগের শিক্ষার জন্য বড় ভাবিতে হইবে না। আবার, নিঃস্ব, শিক্ষিতা বিধবারা গ্রামস্থ বালিকাদিগকে শিক্ষা দিতে পারিবে। ইহাতে নিরুপায়, আত্মীয়ের গলগ্রহ, দুঃখে কষ্টে জর্জ্জরিত বিধবাদিগেরও জীবন ধারণের উপায় হইবে।

এখন, নারীদিগকে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত তাহা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। পুরাকালে ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যোবধূগণ যেরূপ শিক্ষা পাইতেন তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন পুরুষদিগের পাঠোপযোগী, নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ বর্জ্জিত, বিজাতীয় ভাবপূর্ণ প্রায় সমস্ত পুস্তক স্ত্রীদিগকে পড়ান হইয়া থাকে,তাহাতে স্ত্রীশিক্ষার কোনও ফল হয় না; বরং স্ত্রীদিগকে পুরুষ করিয়া উঠান হয়। এইজন্যই এখন কেহ কেহ স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী হইয়াছেন; এমন কি, রঙ্গালয়ে তাহার ব্যঙ্গ সূচক কাব্যও অভিনীত হইয়া থাকে। দুঃখের বিষয় এই যে,বর্ত্তমান স্ত্রীশিক্ষার দোষ সংস্কার করিবার চেষ্টা না করিয়া, একবারেই যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষাকে পদাঘাতে বিদূরিত করিতে চাহেন,তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে,তাঁহারা কাচের সঙ্গে হীরক ফেলিয়া দিতে উদ্যত।

যদিচ পুরুষের বুদ্ধি অপেক্ষা স্ত্রীর বুদ্ধি ন্যূন বলিয়া আমরা স্বীকার করি না, তথাপি পারিবারিক জীবনে স্ত্রীজাতির বিশেষ কার্য্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, সাধারণতঃ, বুদ্ধিবৃত্তি চর্চ্চা করিবার অবকাশ পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীর কম। গর্ভধারণ, সন্তানপ্রসব, সন্তানপালন প্রভৃতি একশ্রেণীর কার্য্য, এবং সংসারের কার্য্যকর্ম্মনির্ব্বাহ অথবা তত্ত্বাবধারণ করা, আয় বুঝিয়া ব্যয় করা ইত্যাদি আর এক শ্রেণীর কার্য্য—এই উভয়বিধ কার্য্যে স্ত্রীদিগের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়। পরন্তু, কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর পথ স্বতন্ত্র। সংসারকে একটী বাষ্পীয় যন্ত্রের সহিত তুলনা করিলে, পুরুষ তাহার বাষ্প, স্ত্রী যন্ত্র-পরিচালিকা ও সংসার যন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করা যাইতে পারে। পুরুষ অর্জ্জন করিবেন, স্ত্রী ব্যয়, বণ্টন ও সঞ্চয় করিবেন। পুরুষ সন্তানোৎপাদন করিবেন; স্ত্রী গর্ভধারণ, সন্তান লালনপালন ও তাহাদিগকে বাল্যশিক্ষা দিবেন। পুরুষ রোগীকে সাহস দিবেন ও চিকিৎসার সদুপায় করিবেন, স্ত্রী জগত্তারিণী হইয়া শুশ্রূষা করিবেন, ইত্যাদি। সুতরাং কার্য্য-কারিতা পক্ষে, স্ত্রী ও পুরুষের শিক্ষা স্বতন্ত্র হওয়া কর্ত্তব্য। নতুবা ময়ূরের পুচ্ছ হংসের গাত্রে সংযোজন করিয়া দিলে, তাহাকে কেবলমাত্র গর্ব্বিত ও স্ফীত

করা হয়। যদি কার্য্যকরী শিক্ষা প্রাপ্ত হইবার পর, কেহ অন্যবিধ শিক্ষার সময় পান, শিখুন, আপত্তি নাই।

নারীদিগের নৈতিক শিক্ষা সর্ব্বপ্রধান। ইঁহা-দিগের জীবন ধর্ম্ম ও নীতিময়। সমাজ মধ্যে পুরু-ষের শত দোষ মার্জ্জনীয়, কিন্তু নারীর একটী দোষ হইলে তাহাকে কলঙ্কের ডালি চিরকাল বহন করিতে হয়। বিদেশীয় রাজপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম ও নীতি-শূন্য শিক্ষা দ্বারা এদেশীয় পুরুষজাতির প্রভূত অমঙ্গল সাধিত হইতেছে। নারীদিগকে তাদৃশ অসার শিক্ষা দেওয়া কোনও ক্রমেই সঙ্গত নহে। সুতরাং বাল্যা-বধি তাহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ, যাহার যে বৃত্তি স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণ, তাহার সেই বৃত্তি পরিচালিত হইলে, তৎসম্বন্ধে, তাহার বিশেষ উন্নতি লাভ হয়। স্নেহ, সহানুভূতি, পরদুঃখ-কাতরতা, দয়া, নিষ্ঠা, ক্ষমা প্রভৃতি হৃদয়ের বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ স্ত্রীদিগের বেশি; সুতরাং নীতিশিক্ষা দ্বারা সর্ব্বতোভাবে উহাদিগের উৎকর্ষ সাধন করা কর্ত্তব্য।

তাহার পর গৃহস্থালী শিক্ষা। স্বাস্থ্যরক্ষা ও সন্তানপালন এই শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষাও ইহার একটি অঙ্গ। আয়ব্যয়ের হিসাব রক্ষা ও রন্ধন ইত্যাদি, অথবা ভৃত্য দ্বারা ঐ সমস্ত কার্য্য করাইতে হইলে, সম্যক্‌রূপে তাহার পর্য্য-

বেক্ষণ ও মিতব্যয়িতা প্রভৃতি গার্হস্থ শিক্ষার অন্তর্গত। স্ত্রীশিক্ষোপযোগী অনেকগুলি শিল্পকার্য্য আছে, তাহার বিস্তৃত বিবরণ আমরা পূর্ব্বে বর্ণন করিয়াছি। বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মানুসারে তাহার কতকগুলি এখন অকর্ম্মণ্য; অবশিষ্ট শিল্পগুলি যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। তাহাতে উপকার ও আনন্দ উভয়ই আছে।

যে কোনও শিক্ষাই হউক, সাহিত্য, অঙ্ক, ভূগোল, ইতিহাস ও পদার্থবিদ্যা কিছু কিছু না জানিলে কোনও বিষয়ে পারদর্শিতা হয় না। এ জন্য বাল্যকাল হইতে এই সমস্ত বিষয়ের শিক্ষা দিবে।

সকল শিক্ষার উপরে ধর্ম্মশিক্ষা। ধর্ম্ম মনুষ্য জীবনের একমাত্র সার পদার্থ। আর আর শিক্ষা কেবল বাহ্যশোভা সম্পাদন করে এবং জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে হিতকর হয়; কিন্তু এই দুঃখময়, শোকতাপময়, নিরাশময়, সংসারে ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুতেই মনের নির্ম্মল আনন্দ ও শান্তি প্রদান করিতে পারে না। পূর্ব্বকালীন হিন্দুনারীরা ইহা উত্তমরূপে বুঝিতেন; তজ্জন্যই গার্গী বলিয়াছেন "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাং"—যাহা দ্বারা আমি অমর না হইব, তাহা লইয়া কি করিব? অধুনা ধর্ম্মশিক্ষার এককালীন লোপাপত্তি হইয়াছে। আমরা মুখে ধর্ম্ম ধর্ম্ম করি; কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম কি পদার্থ,

তাহা নারীদিগের জানা দূরে থাকুক, অনেক শিক্ষিত পুরুষও জানেন না। কতকগুলি দেশাচার, বাহ্যক্রিয়া ও অনিশ্চিত মত, অজ্ঞানের সহিত জড়ীভূত হইয়া, গলিতচর্ম্ম, পলিতকেশ, বৃদ্ধের ন্যায় টলিতে টলিতে সমাজ মধ্যে হিন্দুধর্ম্ম নামে বিচরণ করিতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষা এই বৃদ্ধকে কথায় কথায় অর্দ্ধচন্দ্র দিতেছে। শিক্ষিত—অর্থাৎ ইংরাজী শিক্ষিতদিগের মনে ইহার স্থান নাই, তবে তাহারা সমাজভয়ে ইহাকে সাক্ষী-গোপাল করিয়া রাখিয়াছে। সমাজের অবস্থা এখন এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। স্ত্রীদিগকে ধর্ম্মবর্জ্জিত, বিদেশীয় ভাবসঙ্কুল শিক্ষা দিলে, হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুসমাজ এককালীন রসাতলে যাইবে। তজ্জন্য, হিন্দুধর্ম্মের আদ্যোপান্ত বিশদরূপে জানা যাইতে পারে, সরল ও প্রাঞ্জলভাষায়, এইরূপ পুস্তক প্রকাশের বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে। এইরূপ পুস্তকে, কর্ম্মকাণ্ড ও ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বিদিগের মত ও বিভিন্ন উপাসকদিগের প্রণালী প্রকটিত না হইয়া, হিন্দুধর্ম্মের মূল সত্যগুলি সন্নিবেশিত হওয়া উচিত। ধর্ম্মশিক্ষার ভিত্তি স্বরূপ এবম্বিধ পুস্তকের অভাব রহিয়াছে।

আমরা ইংরেজপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজীবিদ্যালয়ে ইংরাজী ভাষায় বিবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক পরিমাণে ইংরাজী ধরণের হইয়া গিয়াছি। আমা-

দিগের মন পাশ্চাত্য ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। পাশ্চাত্যভাব দ্বারা আমরা অনেক উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা আমাদিগের প্রভূত অনিষ্টও হইয়াছে। আমাদিগের সমাজ, নীতি ও ধর্ম্মভাব তদ্দ্বারা বিশিষ্টরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া গিয়াছে। যাহা দেশীয় তাহার অনুশীলন ও উৎকর্ষ সাধন করিতে না পারিলে, কোনও জাতি বড় হইতে পারে না। স্বজাতীয় ভাব ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাবানুসারে কার্য্য করিলে, অনেক স্থলে অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট হইবার সম্ভব হয় না। এজন্য স্ত্রীশিক্ষার পাঠ্যপুস্তক, যত দূর সম্ভব, সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি সংস্কৃত নানাবিধ পুস্তকে অতি বিশদরূপে প্রকটিত আছে। হিন্দুনারীদিগের তাহাই পাঠ করা বিধেয়। সংক্ষেপতঃ, স্ত্রীশিক্ষা সর্ব্বতোভাবে জাতীয় হওয়া কর্ত্তব্য।

স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে আমাদিগের বক্তব্য শেষ করিয়া, আমরা এখন নারীজীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থা পর্য্যালোচনা করিব এবং যে অবস্থায় যাহা কর্ত্তব্য, সাধ্যানুসারে তাহার উপদেশ দিব।

তৃতীয় অধ্যায়।

রজস্বলা।

বালিকাদিগের ধূলা খেলা সাঙ্গ হইতে না হইতে, তাহাদিগের জীবনে একটী অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। শরীর ও মন যেন বহুরূপীর বর্ণের ন্যায়, সম্পূর্ণ নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। চর্ম্মের নিম্নে মেদ জন্মিতে আরম্ভ হয়। সর্ব্বাংশে মেদ জন্মিয়া, শরীরকে বর্ত্তুলের ন্যায় সুগোল এবং স্ত্রীলক্ষণ অঙ্কুরিত করে। শরীরের স্থানে স্থানে লোম উঠিতে থাকে, এবং মস্তকের চুল অধিকতর কৃষ্ণবর্ণ হয়। চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া মনের নবভাব ব্যক্ত করে এবং বালিকার তীক্ষ্ণ কণ্ঠধ্বনি সুমধুর কোকিল-কাকলিতে পরিণত হয়।

বাহ্যিক পরিবর্ত্তন এই; মনোমধ্যে ইহাপেক্ষাও অধিকতর পরিবর্ত্তন হয়। জগতের সহিত যেন নূতন সম্বন্ধ স্থাপিত হইতে যাইতেছে; জগৎ তাহার নিকট আর সেই বাল্যকালের জগৎ নাই। এত দিন বাহ্য জগৎ লইয়া খেলা করিত, এখন বাহ্য জগতের সহিত অন্তর্জ্জগতের দ্বন্দ্ব উপস্থিত। বালিকা জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছে, একদৃষ্টে ঐ বৃক্ষের দিকে তাকাইয়া

আছে, কিন্তু তাহার মন ঐ বৃক্ষে নাই। আর বালক বালিকাগণের সহিত দৌড়াদৌড়ি করিতে ভাল বাসে না। সর্ব্বদা নির্জন খুঁজিয়া বেড়ায়। কিছুতে মন নাই, পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা নাই, সর্ব্বদাই আলস্য ও নিদ্রায় অভিভূত।

শরীরের মধ্যেও ঘোর পরিবর্ত্তন। ডিম্ব ও জরায়ুকোষ আয়তনে বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। সমুদয় অস্থি অধিকতর দৃঢ় ও গুরু, এবং কটিদেশের অস্থি পরিসরে বৃদ্ধি হইতেছে। এই সমস্ত অস্থি যত দূর গুরু ও বিস্তৃত হওয়া উচিত, তাহা হইলে ভবিষ্যতে মাতা ও সন্তান উভয়ে দীর্ঘজীবী হয়,নতুবা অপক্কাবস্থায় সন্তান হইলে, রোগ শোকের সীমা থাকে না।

এই সমস্ত পরিবর্ত্তন রজোদর্শনের পূর্ব্বলক্ষণ। এই সময়ে মাতা. কন্যার প্রতি বিশেষ মনোযোগিনী হইবেন। বিশেষ কোনও অসুখের চিহ্ন দেখিলে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবেন, নতুবা কন্যার নানাবিধ কঠিন রোগ হইতে পারে।

স্ত্রীদিগের উদরের উভয়দিকে দুইটী গোলাকার ক্ষুদ্র পদার্থ আছে; তাহাদিগকে ডিম্বকোষ কহে। প্রায় পাঁচ অঙ্গুলি লম্বা নল দ্বারা ঐ দুই পার্শ্বের দুইটী ডিম্বকোষ উদরের সহিত সংলগ্ন আছে। ডিম্বকোষ-গুলি শক্ত, কিন্তু তাহাদিগের মধ্যে অনেকগুলি ছোট

ছোট ডিম আছে। ঐ সকল ডিমের এক একটী ত্রিশ দিন অন্তর এক এক বারে পরিপক্ক হয় এবং রজো-দর্শন হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত ঐরূপ হইতে থাকে। ডিম্বটী পাকিলে ডিম্বকোষ হইতে খসিয়া উল্লিখিত নল-মধ্য দিয়া গর্ভ মধ্যে যায় এবং সেখানে, হয় নষ্ট হয়, নয় বাহির হইয়া যায়, নয় পুরুষসংসর্গে জীবের অঙ্কুর হইয়া দাঁড়ায়। এই ব্যাপারে সমস্ত শরীর বিলোড়িত হয়; স্থানে স্থানে বেদনা ঘুরিয়া বেড়ায়; মন অলস ও শ্রান্ত হয় এবং নাড়ীর মধ্য দিয়া খর-বেগে রক্ত চলিতে থাকে। ঐ রক্তের কতকটা শিরার মধ্য দিয়া নির্গত হয়—তাহারই নাম রজোদর্শন।

আমাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, সমুদয় পদার্থ একটী বৃহৎ ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাহা হইতেই ব্রহ্মাণ্ড শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। জীবিত পদার্থ মাত্রই ডিম্ব হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন পক্ষী, মৎস্য, কচ্ছপ, সর্প প্রভৃতি ডিম্ব পাড়ায়, মনুষ্যেরও সেইরূপ। বিভিন্নতা কেবল এই যে, পক্ষী প্রভৃতির ডিম্ব বহির্গত হইয়া ফুটে, কিন্তু মনুষ্যের ডিম উদরের মধ্যে পরিপক্ক হইয়া ফুটে, এবং পক্ষী প্রভৃতিদিগের ডিম্বের উপর একটা কঠিন পর্দ্দা আছে, কিন্তু মনুষ্যের ডিম্বে তাহা নাই।

সকল দেশের বালিকাগণ একই বয়সে রজস্বলা হয় না। যে দেশ শীতপ্রধান, তথায় বালিকারা অধিক বয়সে ঋতুমতী হয়; যে দেশ গ্রীষ্মপ্রধান তথায় অপেক্ষাকৃত কম বয়সে "ফুল ফুটে"। লাপ্‌লাণ্ড, নরোয়ে প্রভৃতি অতিশয় শীতপ্রধান দেশে বালিকাগণ ১৮।১৯ বৎসর বয়সে ঋতুমতী হয়; ইংলণ্ডে তাহাপেক্ষা কম শীত, তথায় ১৫।১৬ বৎসর বয়সে ঋতু হয়; আমেরিকায় ১৪।১৫ বৎসরে এবং আমাদিগের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণতঃ ১২ বৎসরে ঋতু হয়। স্থলবিশেষে ১০।১১ বৎসরেও এদেশে ঋতু হইয়া থাকে। কিন্তু তাহা, সাধারণতঃ, বাল্য-বিবাহের শোচনীয় ফল।

শারীরিক প্রকৃতি বিশেষে কাহারও সত্বর, কাহারও বা বিলম্বে ঋতু হয়। স্থূলাঙ্গী অপেক্ষা কৃষাঙ্গীরা শীঘ্র বিকসিতা হয়; তদ্রূপ, দীর্ঘকায় স্ত্রীলোক অপেক্ষা, ক্ষুদ্রকায়দিগের যৌবন শীঘ্র আরম্ভ হয়। সাধারণতঃ, শ্লেষ্মাপ্রধান ধাতুর বালিকাগণ কিছু বিলম্বে ঋতুমতী হয়; কিন্তু যাহাদিগের ধাতু বাতপৈত্তিক, তাহারা তদপেক্ষা শীঘ্র রজস্বলা হয়।

যে ফুল শীঘ্র ফুটে তাহা শীঘ্র শুষ্ক হয়। এজন্য অত্যন্ত বালিকার রজোদর্শন বাঞ্ছনীয় নহে। বরং বয়স একটু বেশি হইয়া ঋতু হইলে, আজীবন শরীরসুস্থ ও বলিষ্ঠ থাকে। কাহারও কাহারও স্বভাবতঃই অতি-

শৈশবে, অর্থাৎ দশম হইতে দ্বাদশ বর্ষ বয়সমধ্যে, ঋতু হয়, তাহাতে বিশেষ কোনও অনিষ্ট দৃষ্ট হয় না, তবে তাহারা যে শীঘ্র বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদিগের সন্তানগণ কিছু দুর্ব্বল হয় তাহার ভুল নাই। কিন্তু কতকগুলি অস্বাভাবিক ও কৃত্রিম কারণে কন্যাগণ অকালে প্রস্ফুটিত হইয়া চির কাল দুঃখ ভোগ করে। সাধারণতঃ, ধনীদিগের গৃহে এই দোষ উৎপন্ন হয়। আলস্য, বিলাস-প্রিয়তা, মূল্যবান ও উত্তেজক দ্রব্যপান ভোজন ইত্যাদি ইহার প্রধান কারণ। সর্ব্বদা গান বাদ্য শ্রবণ করিয়া এবং নাটক নবন্যাস প্রভৃতি পুস্তক পড়িয়া বালিকাদিগের মন উত্তেজিত হয়। আমাদিগের একটী প্রধান দোষ এই যে, আমরা কন্যার কর্ণে সর্ব্বদা বিবাহের কাহিনী বর্ষণ করি। এই সমস্ত অবস্থা একত্র জুটিয়া কন্যাকে অকালে "ফল" দেখায়। কিন্তু ইহাপেক্ষা একটী বিষময় দোষ এদেশে প্রচলিত আছে, কর্ত্তব্য বোধে তাহা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। পিতা মাতা আদর করিয়া শিশুপুত্র ও অপোগণ্ড পুত্রবধূকে হলাহল পান করান। বালিকার ঋতু হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে শ্বশুরালয়ে যাইতে হয় এবং স্ত্রীচিহ্ন অঙ্কুরিত হইতে না হইতেই তাহাকে স্বামিসহবাস করিতে হয়। ইহাতে নিতান্ত অকালে ঋতু উপস্থিত হইয়া দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে পূর্ণযৌবনা

ষোড়শী করিয়া তুলে। তখন পিতা মাতা ও শ্বশুর শাশুড়ীর মন পুলকিত হয়। পরে যখন বালিকা ১৩। ১৪ বৎসর বয়সে গর্ভিণী হয়, তখন তাহাদিগের আনন্দের আর সীমা থাকে না, স্বর্গের চাঁদ মুখে আসিয়া উদয় হয় এবং জলপিণ্ডের স্থল হইল বলিয়া তাঁহারা আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিতে গেলে,ইহাতে আনন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং শোকার্ত্ত হওয়া কর্ত্তব্য। কারণ, অকালপক্কতা প্রযুক্ত কন্যা অতি অল্প বয়সে বৃদ্ধা হইয়া পড়ে, শরীর রোগের আবাসভূমি হয় এবং সন্তানগণ রুগ্ন, দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হয়। অকালে গর্ভবতী হইয়া এদেশে কত নারী যে বাল্যাবস্থাতেই মানবলীলা সম্বরণ করে, কত শিশু যে অসময়ে যমালয়ে যায়, তাহা ভাবিতে গেলেও রোমাঞ্চ হয়।

পিতা মাতা ও শ্বশুর শাশুড়ীগণ! তোমরা এই সমস্ত বিষয়ে অবিমৃষ্যকারী হইয়া নিরপরাধা বালিকাদিগের জীবন কণ্টকময় করিয়া তুলিতেছ; অকাল মৃত্যুহেতু শোকে অভিভূত হইতেছে এবং সন্তানসন্ততিদিগকে চিররোগী ও নির্জীব করিয়া ফেলিতেছে। তোমরা যদি সাবধান হও, তবে এরূপ শোচনীয় অবস্থা ঘটে না।

কন্যাদিগকে নিয়মিতরূপে পরিশ্রম করিতে দিলে,

তাহাদিগের শরীর সুস্থ থাকে এবং অকালে ঋতু হয় না। পূর্ব্বের লিখিত যে সমস্ত কারণে অকালে ঋতু হয়, তাহা কোনও ক্রমে ঘটিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

সচরাচর পঁচিশ দিন হইতে ত্রিশ দিন অন্তর সুস্থ বালিকার রজোদর্শন হয়। পুষ্পবতী হইবার পর দুই এক বৎসর পর্য্যন্ত, কাহারও কাহারও, এই নিয়মের বিপর্য্যয় দৃষ্ট হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা শারীরিক পীড়া কি মানসিক বিকারের চিহ্ন লক্ষিত না হইলে, চিন্তার কোনও কারণ হয় না। কোনও কোনও সবল ও সুস্থকায় বালিকার ১৫।১৬ দিবস অন্তর ঋতু হইয়া থাকে। আবার, দেশের জল বায়ু ভেদে ঋতুব সময়ের কমি বেশি হয়। লাপ্‌লাণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে, নারীদিগের, সাধারণতঃ, বৎসরের মধ্যে ৩।৪ বারের বেশি ঋতু হয় না।

সুস্থ শরীরে, সাধারণতঃ, তিন চারি দিন পর্য্যন্ত রজঃস্রাব হয়। যদি এই নিয়ম অপেক্ষা কম কি বেশি দিন পর্য্যন্ত রজঃস্রাব হয়, তবে কোনও পীড়া হইয়াছে বলিয়া সাব্যস্ত করিতে হইবে এবং অচিরে তাহার চিকিৎসার উপায় করা কর্ত্তব্য।

যে পরিমাণ রজোনিঃসৃত হয়, তাহা প্রত্যেক নারীর পক্ষে স্বতন্ত্র। কিন্তু সাধারণতঃ অর্দ্ধপোয়া কি আড়াই ছটাক নির্গত হইয়াথাকে। যাহারা শারী-

রিক পরিশ্রম করে, তাহাদিগের স্রাব, বিলাসিনী-দিগের স্রাবাপেক্ষা কম। যাহারা ক্ষীণকায়, দুর্ব্বল ও বায়ুপ্রধান, তাহাদিগের স্রাব অপেক্ষাকৃত অধিক। ক্রোধ, হর্ষ, শোক, ঘৃণা প্রভৃতি উত্তেজিত হইলে, অধিক পরিমাণে রক্তস্রাব হয়। এজন্য ঋতুর সময়ে সর্ব্বদা সুস্থ মনে থাকা কর্ত্তব্য।

যে রক্ত নিঃসৃত হয় তাহা পাতলা, জলীয়, ঘোর রঙ্গের হইলে এবং জমিয়া না গেলে, স্বাভাবিক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি জমিয়া যায়, তবে কোনও রোগ হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য।

ঋতু বালিকাজীবনের সন্ধিকাল। এই কালে শরীর ও মন সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। যে সমস্ত ধাতুগত ও পৈত্রিক রোগ এযাবৎ লুক্কায়িত ছিল, এখন তাহা প্রকাশিত হইতে থাকে। কাশি, গণ্ডমালা, চর্ম্মরোগ, উন্মত্ততা, হিষ্টেরিয়া, মৃগী প্রভৃতি রোগ এই সময়ে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত রোগের বিশদ বিবরণ লেখা আমাদিগের এই ক্ষুদ্র পুস্তকের উদ্দেশ্য নহে। এই সময়ে বালিকার কোনও রোগ হইলে, পিতামাতা বিশেষ সতর্ক হইবেন এবং বিজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন। ফলতঃ, ঋতুর অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতে ঋতুর পর দুই বৎসর পর্য্যন্ত ধাতুগত ও বংশানুক্রমিক অনেক রোগ হইবার সম্ভব।

অনেক বালিকা অশুদ্ধ কালে বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। রক্তাধিক্য, জননেন্দ্রিয় স্ফীততা প্রভৃতি নানা বিধ কারণে ঐরূপ যন্ত্রণা হয়। ফলে, যে কারণেই হউক, তাহা নির্ণয় করিয়া প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য। ঋতু কালীন পীড়া সম্বন্ধে সাধারণতঃ ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সময়ে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগী না হইলে, পীড়া উপস্থিত হয় ও চিকিৎসার আবশ্যক করে। সাবধানে থাকিলে ঔষধ সেবনের প্রয়োজন হয় না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আলস্যপরায়ণা বালিকাপেক্ষা শ্রমশীলা অধিকতর সুস্থ থাকে এবং যাহারা মূল্যবান ও অধিক পরিমাণে ঘৃত সংযুক্ত দ্রব্য আহার করে, তদপেক্ষা সামান্য অথচ স্বাস্থ্যজনক দ্রব্যভোজিনীরা ভাল থাকে। মনের কোমল বৃত্তিগুলি উত্তেজিত হওয়া দোষ এবং মনের শান্তি নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহাও বলিয়াছি। অকালে রজস্বলা হওয়া যে দুঃখের কারণ তাহাও উল্লেখ করিয়াছি।

ঋতুকালে আহারের অল্পতা ব্যাধির একটী কারণ। ঐ সময়ে লঘুপাক ও বলকারক আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। অধিক আহার করিয়া অজীর্ণ হওয়া যেমন দোষ, অল্পাহার দ্বারা শরীর কৃশ করা তদপেক্ষা কম দোষ নহে। বালিকা যে সময়ে প্রত্যহ আহার করে, ঋতু-

কালেও সেই সময়ে আহার করিবে। সময়ের ব্যতিরেক করিবে না। দুগ্ধ ও তৈলসংযুক্ত দ্রব্য পরিতোষ রূপেআহার করা কর্ত্তব্য। ঐ সমস্ত দ্রব্য ঋতুকালে বিশেষ উপকারী।

মাসিক রজোনিঃস্রাবহেতু শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তজ্জন্য, এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে আহার, প্রচুর বিশ্রাম ও প্রচুর নিদ্রার প্রয়োজন। শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম কম পরিমাণে করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বদা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন থাকিবে; পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করিবে, ভিজাস্থানে বা মৃত্তিকায় শয়ন করিবে না এবং শীতল অথবা উষ্ণ বস্তু পান কি আহার করিবে না। ঠাণ্ডা জলে স্নান না করিয়া ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করিবে। এক কালীন স্নান বন্ধ করিলে, আর কিছু না হউক, শরীর ময়লা হইয়া বড়ই অসুখ হয়।

ঋতুর প্রারম্ভ হইতে দুই তিন বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদিগকে নিয়মানুসারে সাবধানে রাখিলে, শরীর নীরোগ এবং সন্তানগণ সুস্থ ও বলিষ্ঠ হয়। এই সময়ে বালিকাদিগকে যত্নের সহিত রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক।

শরীর সুস্থ থাকিলে ঠিক নিয়মিত সময়ে রজোদর্শন হয়। তবে, গ্রীষ্মকালে নিয়মিত সময়ের কিছু

পূর্ব্বে এবং শীতকালে কালাতীত হইয়া হইতে পারে। কিন্তু যে কালেই হউক, অতিশয় বিলম্ব হইলে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মাথা ধরা, পার্শ্বে ও পৃষ্ঠে বেদনা থাকিলে, গা বমি বমি করিলে এবং উত্তমরূপে নিদ্রা না হইলে, তাহার প্রতিবিধান করা আবশ্যক। সচরাচর অল্পপরিমাণে জোলাপ লইলেই অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে। উদরে আস্তে আস্তে হাত বুলাইলেও হইতে পারে।

ঋতুকালীন বেদনা ও যন্ত্রণা হইবার প্রধান কারণ আহারের অনিয়ম ও অনাবধানতা; ভিজা স্থানে শয়ন ও উপবেশন; শারীরিক কি মানসিক পরিশ্রম ও উত্তেজনা; শীতল দ্রব্য পান ভোজন ইত্যাদি। অধিক যন্ত্রণা হইলে তিশির পুলটিশ গরম করিয়া তলপেটে দেওয়া যাইতে পারে কিংবা বোতলে গরম জল পূরিয়া তাহার উপর ফ্লানেল জড়াইয়া তলপেটে বুলাইলে হইতে পারে। ইহাতেও যদি বেদনার শান্তি না হয় তবে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

এই সময়ে বালিকাদিগকে বিদ্যালয় প্রভৃতি জনতাপূর্ণ স্থানে যাইতে দেওয়া বিধেয় নহে। জনতার বিবিধ সংসর্গ, দূষিত বায়ু ও কোলাহলে, বালিকা জীবনের এই সন্ধিকালে, স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভব। পক্ষান্তরে, দৈনন্দিন বিদ্যালয়ের নির্দ্দিষ্ট

পাঠাভ্যাসে অতিশয় মানসিক পরিশ্রম হয় এবং দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ে থাকিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক পড়িতে ও শুনিতে হয়, তাহার উপর পড়াশুনা সম্বন্ধীয় মানসিক উদ্বেগ। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, জীবনের যে সন্ধি-কালে শরীর ও মনোমধ্যে ঘোর পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয়, বিশ্রাম যখন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, শরীর যখন আলস্য ও নিদ্রায় অভিভূত এবং মন যখন চঞ্চল ও উদাস, তখন বালিকাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান কত অনিষ্টকর।

চতুর্থ অধ্যায়।

বিবাহ।

বিবাহ নারী-জীবনের প্রধান যজ্ঞ, অথবা একমাত্র যজ্ঞ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই যজ্ঞে নারীদিগের দেহ, মন, প্রাণ পুরুষে সমর্পিত হয়; তাহাদিগের আশা, ভরসা, সুখ, দুঃখ সকলই এক কেন্দ্রগত হয়; তাহাদিগের জীবন প্রাণপতির জীবনের সহিত একীভূত হইয়া যায়; হৃদয়ে হৃদয়ে, মাংসে মাংসে, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে মিশিয়া যায়। স্বভাবের কি সুন্দর, কি মনোহর বিধি! যেমন বিদ্যুতের পুংকেন্দ্রের সহিত স্ত্রীকেন্দ্রের মিলন না হইলে বৈদ্যুতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, তেমনি স্ত্রীপুরুষ (শিব শক্তি) সংযোগ ব্যতীত এক মুহূর্ত্তের জন্যও জগৎ যন্ত্র চলে না।

স্বেচ্ছাচার-সংযোগকে বিবাহ বলা যাইতে পারে না। বিবাহের যতগুলি উদ্দেশ্য আছে, তাহার একটিও স্বেচ্ছাচার-সংযোগ দ্বারা সুচারুরূপে সাধিত হয় না বলিয়া, কি সভ্য কি অসভ্য, সর্ব্বদেশেই বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে।

বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা। কি পুরুষ কি স্ত্রী, সকলেরই মনের স্বাভাবিক ইচ্ছা এই যে, তাহাদিগের আত্মপ্রতিকৃতি জগৎ হইতে বিলুপ্ত না হয়। মনু বলিয়াছেন, স্বামী স্বয়ং স্ত্রীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া, সন্তান রূপে প্রসূত হন। এই আত্মরক্ষা—যাহাকে সাধারণতঃ বংশ-রক্ষা বলা যায়—ইহাই বিবাহের আদি কারণ। নির্দ্দিষ্টদাম্পত্য-সম্বন্ধ না থাকিলে, ইহা বিশুদ্ধরূপে সাধিত হইতে পারে না। মনু বলিয়াছেন, যেমন আত্মক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে যে শস্য উৎপন্ন হয় তাহাই নিজের; তদ্ভিন্ন পরক্ষেত্রে বীজ বপন করিলে তাহা হইতে উৎপন্ন শস্য ক্ষেত্রস্বামী ভিন্ন বীজাধিকারীর হয় না, তেমনি পরস্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিলে, সে পুত্র উৎপাদকের হয় না। ইহার সত্যতা কেবল উপমা দ্বারা সাব্যস্ত হয় এরূপ নহে, বিজ্ঞানও ইহার অকাট্য প্রমাণ দিতেছে। বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা ভূয়োদর্শন দ্বারা অবগত হইয়াছেন যে, পুনর্বিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান প্রায়শঃ ঐ স্ত্রীর পূর্ব্ব স্বামীর ন্যায় হয়। নিগ্রো রমণীর গর্ভে, শ্বেতকায় পুরুষ কর্ত্তৃক সন্তানোৎপাদিত হইবার পর, পুনরায় যদি নিগ্রো জাতীয় পুরুষের ঔরসে সন্তান হয়, তবে সেই সন্তানের বর্ণ নিগ্রো অপেক্ষা উজ্জ্বল ও শ্বেত হয়। সুপ্রসিদ্ধ জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত দারবিন্ বলিয়াছেন যে,

কোনও সময়ে ইংলণ্ডে জেব্রানামক একটি পশু আনীত হয় এবং ঘোটকীর গর্ভে তাহার ঔরসে সন্তানোৎপাদিত হয়। ঐ মিশ্রজাতীয় পশুদিগের গর্ভে ঘোটকের ঔরসে যে সমস্ত শাবক উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাদিগের শরীরে জেব্রার গায়ের ডোরা ডোরা চিহ্ন উৎপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, স্ত্রীপুরুষ-সংসর্গে, পুরুষের অনেকগুলি শারীরিক চিহ্ন স্ত্রীতে স্থায়ীরূপে সংক্রামিত হয়।

স্ত্রী-পুরুষ কিছুকাল একত্র বাস করিলে, তাহাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি প্রায়শঃ পরস্পরে সঞ্চালিত হয়। তাহারা দেহে ও মনে প্রায় এক হইয়া যায়। তাহারা অনেক দিন একত্রে বাস করিলে, তাহাদিগের আকৃতি ও অবয়বের সৌসাদৃশ্য জন্মে। তাহারা অনেক দিন পর্য্যন্ত একই শয্যায় শয়ন করিয়াছে, একই বায়ু নিশ্বাস প্রশ্বাস করিয়াছে, একই জিনিষ ভোজন করিয়াছে; তাহারা একত্র হাসিয়াছে, একত্র কাঁদিয়াছে, একত্র বিহার করিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের দেহে দেহে, আত্মায় আত্মায় মিলন হইয়া গিয়াছে। এই মিলনে যে সন্তান হয় তাহাকেই নিজ সন্তান বলা য়ায়।

আত্মরক্ষার সহায়ীভূত কারণ বাসনা। বাসনা-বায়ু মনুষ্য-দেহে প্রবল না থাকিলে নর নারীর সংযোগ

সম্ভবপর হইত না। স্বভাবের মন্ত্রীত্ব অতি গভীর। ইনি আয়-বৃদ্ধির জন্য সাক্ষাৎ কর স্থাপন করেন না; গৌণকর দ্বারা ইহাঁর আয় বৃদ্ধি হয়। ইহাঁর রাজস্ব আইনে ইন্‌কম টেক্স (আয়কর) নাই; ইনি আবশ্যক-দ্রব্যজাতে শুল্ক স্থাপন করেন। প্রজাবৃদ্ধির জন্য ইনি নরনারী-হৃদয়ে অনিবার্য্য বাসনা-বায়ু দিয়াছেন; এই বাসনাতৃপ্তির ফল সন্তানোদ্ভব।

প্রেম আসিয়া বাসনাকে সীমাবদ্ধ করে—যথেচ্ছাচার হইতে দেয় না। প্রেম কি? যাহার তথ্য কবি ও দার্শনিক—স্বয়ং প্রেমিকও খুঁজিয়া পান নাই; যাহার অনুভবে এই দুঃখময় সংসার স্বর্গতুল্য প্রতীত হয়; যাহার ভোগে তৃপ্তি নাই, ব্যয়ে ক্ষয় নাই; সেই অপূর্ব্ব, অব্যক্ত, অমৃতময় ভাবই প্রেম। ইহার মূলমন্ত্র, "তুমি আমার হও, আমি তোমার হই"। সুতরাং ইহার দেবভাবে স্বেচ্ছাচারিতা থাকিতে পারে না। এই প্রেমের মহিমায় স্ত্রীপুরুষের বিমল সুখভোগ ও আত্মানুরূপ সন্তান উৎপন্ন হয়।

সন্তানপালন ও তাহাদিগের শিক্ষাবিধান, বিবাহের আর একটি উদ্দেশ্য। এই মহদুদ্দেশ্য, নর-নারীর দাম্পত্য-সম্বন্ধ না থাকিলে, সফল হইতে পারে না।

আমাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে, 'গৃহ' গৃহ নহে, গৃহিণীই গৃহ। বস্তুতঃ, নির্দ্দিষ্ট স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ না

থাকিলে, মনুষ্য পশুদিগের ন্যায় যথেচ্ছাবিহারী হইত, সংসারবন্ধন ও সাংসারিক সুখ থাকিত না এবং পশু ও মনুষ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ থাকিত না। প্রত্যুতঃ, তদ্রূপ অবস্থায় মনুষ্যজাতি আদৌ পৃথিবীতে থাকিতে পারিত কি না সন্দেহ।

জীবনের সুখ দুঃখ ও সন্তান সন্ততির ভাবী মঙ্গল বিবাহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মনুষ্য-জীবনে এতদপেক্ষা গুরুতর ব্যাপার আর নাই। ভাবিয়া চিন্তিয়া, অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া, দাম্পত্য-জীবনে প্রবিষ্ট না হইলে, চিরকাল দুঃখে, ক্লেশে ও অনুতাপে কাটাইতে হয়। যদিচ আমাদিগের দেশে, রজোদর্শনের পূর্ব্বেই, বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু এই প্রথাটি নিতান্ত অনুচিত জ্ঞানে আমরা রজস্বলার অধ্যায়ের পরে, বিবাহসম্বন্ধীয় অধ্যায়ের অবতরণা করিয়াছি।

এ দেশে এখন অতি অপোগণ্ড বালিকার বিবাহ হইয়া থাকে; ছয় মাস বয়সেও হইতে দেখিয়াছি; এমন কি, বালিকা ভূমিষ্ঠা হইবার পূর্ব্বেই কোনও কোনও শ্রেণীর মধ্যে, তাহার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে। ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র, উভয় বিরুদ্ধ। স্মৃতিশাস্ত্র এইরূপ বিবাহ অনুমোদন করেন না।

পুরাতন শাস্ত্রে বালিকা-বিবাহের বিধান দৃষ্ট হয়

না; বরং ঐ সমস্ত শাস্ত্রপাঠে বুঝা যায় যে, কন্যা বয়স্থা ও বুদ্ধিমতী হইলে তাহাকে সদৃশ বরে সম্প্রদান করা কর্ত্তব্য। পুরাতন ইতিহাস পাঠেও ইহার সত্যতা প্রমাণীকৃত হয়। ফলতঃ, ইতিহাসে যে সমস্ত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, তদ্দ্বারাই এ দেশের পূর্ব্বপ্রথা উত্তমরূপে জানা যাইতে পারে।

শিবের ঘরণী সতী, অত্রিমুনীর স্ত্রী অনসূয়া, সত্যবানের পত্নী সাবিত্রী, নলের বনিতা দময়ন্তী, দুষ্মন্তের প্রণয়িনী শকুন্তলা, পঞ্চপাণ্ডবের ধর্ম্মপত্নী দ্রৌপদী, অর্জ্জুনের প্রিয়া সুভদ্রা, শ্রীকৃষ্ণের মনোরমা রুক্মিণী প্রভৃতি, মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিতা আর্য্যনারীগণের যৌবন কালে বিবাহ হইয়াছিল। সমাজের উচ্চতম শ্রেণীর মধ্যে যে প্রথা প্রচলিত ছিল, আপামর সাধারণও যে সেই প্রথানুবর্ত্তী হইত, তাহার সন্দেহ নাই।

কিন্তু কত দিন হইতে এই হিত-সাধক নিয়ম বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে যে, যে দিন হইতে বালিকাবিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সেই দিনাবধি ভারতের গৌরবসূর্য্য ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে সরিতে সরিতে এখন এককালীন অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিয়াছে। অদ্য তোমার জ্বর

হইয়াছে। তোমার শরীরের উষ্ণতায়, নাড়ীর গতিতে এবং তোমার কাতরতায় তাহা বুঝিতেছি; কিন্তু দশ দিন পূর্ব্ব হইতে এই জ্বরের কারণ, তোমার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, ক্রমে তোমার রক্ত দূষিত ও স্নায়ুমণ্ডলী বিকৃত করিয়া, পরিশেষে জ্বররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দুজাতিমধ্যে বাল্যবিবাহ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ হইয়াছে। যখন বাল্যবিবাহ প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন ইহার বিষময় ফল কেহই বুঝিতে পারে নাই। বরং বলীয়ান জাতির মধ্যে হঠাৎ এই প্রথা প্রচলিত হওয়ায়, অনেক শত বৎসর পর্য্যন্ত ইহার বিষফলের মুকুলও প্রত্যক্ষ হয় নাই; কিন্তু স্বভাবের দুর্লঙ্ঘ্য, দুর্দ্দম্য, অপক্ষপাতী, নির্ম্মম নিয়মগুলি তাহা বলিয়া নীরবে বসিয়াছিল না। তাহারা পরমাণুবৎ বিষবিন্দু আশ্রয় করিয়া জ্বর সৃজন করিতেছিল। দিনে দিনে, মাসে মাসে, বর্ষে বর্ষে, যুগে যুগে, যেমন বায়ু-ঘর্ষণে পর্ব্বত ক্ষয় হয়, হিন্দু অপক্ক বীর্য্য, তেমনি ধীরে ধীরে, কিন্তু নিশ্চিত-রূপে, হিন্দুজাতিকে জরাজীর্ণ, খর্ব্বকায়, চঞ্চলমনা ও চিররোগী করিয়া ফেলিয়াছে।

পরবর্ত্তী স্মৃতিকারেরা দম্পতির সুখ দুঃখ ভাবেন নাই, সন্তান সন্ততির ভাল মন্দ ভাবেন নাই, দেশের হিত ভাবেন নাই। আট বৎসর হইতে দশ বৎসর বয়সের মধ্যে কন্যাদান করিবার জন্য পিতাকে

লোভ দেখাইয়া প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছেন। তুমি আট বৎসরে কন্যাদান কর, তোমার গৌরীদানের ফল হইবে, অক্ষয় স্বর্গ ভোগ হইবে। এরূপ লোভে কোন্ হিন্দুর মন না টলে? আর যদি তুমি লোভী না হও, যদি তোমার কর্ত্তব্য-জ্ঞান থাকে, তবে উপায়? শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য কিরূপে সফল হইবে? স্মার্ত্তবাগীশ মহাশয় চতুর কম নন, অমনি বলিলেন, দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইলে, যে ব্যক্তি কন্যার বিবাহ না দিবে, সে মাসে মাসে ঐ অনূঢ়া কন্যার রজোপান করিবে এবং সবংশে নরকে যাইবে। কি ঘৃণা! কি পাপ! কি বিড়ম্বনা! আমরা পূর্ব্বে যে সমস্ত আর্য্য-নারীর নাম উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদিগের পিতারা কি এ শাস্ত্র জানিতেন না? সে যাহা হউক, লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, ঘৃণা উৎপাদন করিয়া, পরবর্ত্তী স্মৃতি-প্রণেতারা অভীষ্ট সিদ্ধি করিয়াছিলেন। প্রশ্ন হইতে পারে, যাহাতে এত অনিষ্ট, ছলে ও কৌশলে তাহা প্রবর্ত্তিত করিয়া, মুনিদিগের কি স্বার্থ সাধিত হইয়াছিল? এ কথার উত্তর দেওয়া এখন বড় সহজ নহে। কিন্তু আমাদিগের অনুমান হয়, কোনও বিশেষ সাময়িক কারণ বশতঃ এই নৈমিত্তিক নিয়মের প্রবর্ত্তনা হইয়াছিল। সম্ভবতঃ, পরশুরামই হিন্দুকুলের কুঠার স্বরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার যুদ্ধে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়

বংশ বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। হইতে পারে, ঋষিগণ সত্বর সত্বর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য,বাল্যবিবাহ প্রচলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পরিণামে এই ঔষধি পীড়াপেক্ষা মারাত্মক হইয়াছে।

ইউরোপের পরিণতযৌবনা বালাদিগের স্বেচ্ছাচার পরিণয়ের কণ্টকময় ফল এবং অনূঢ়াদিগের পাপপ্রবণতা দৃষ্টে, অনেকে বালিকাবিবাহ, নীতি ও সুখ শান্তির নিকেতন বলিয়া বিশ্বাস করেন। কিন্তু আমরা বিবেচনা করি, যদি ইয়ুরোপের সমাজপ্রণালী অনুসারে স্ত্রী-পুরুষে অহরহ একত্রে উপবেশন, ভ্রমণ, আহার, বিহারাদি না করিত, যদি ইয়ুরোপীয় যুবতীগণ, হিন্দনারীদিগের ন্যায়, সদা স্বজন দ্বারা রক্ষিতা হইত; যদি বর কন্যার পরস্পরের নির্ব্বাচনের উপর বিবাহ নির্ভর না করিত; যদি ইয়ুরোপীয় বালিকাদিগকে আশৈশব উচ্চাটন, বশীকরণ, সংমোহন প্রভৃতির উপযোগিনী শিক্ষা না দেওয়া হইত, তবে ইউরোপের যৌববিবাহ দোষাবহ হইত না। কিন্তু হিন্দুবালিকাদিগের শিক্ষা স্বতন্ত্র, তাহাদিগের কার্য্য-ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। সুতরাং প্রলোভন তাহাদিগের পক্ষে সুদূরপরাহত।

রজস্বলা হইবার পরে কন্যাদিগের বিবাহ হইবার প্রথা পূর্ব্বকালে এ দেশে প্রচলিত ছিল, তাহার দৃষ্টান্ত

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহার প্রমাণ আছে। এখন ঐ প্রথা অবলম্বন করিতে কোনও বাধা দৃষ্ট হয় না এবং ধর্ম্মহানিও নাই। যদি ইহাতে ঘুণাক্ষরেও ধর্ম্মহানির আশঙ্কা থাকিত, তবে আমরা ইহার অবতারণা করিতাম না। বর্ত্তমানকালের লৌকিক ব্যবহারের প্রতি দৃষ্টি করিলেও ইহা প্রতীত হইবে। আমাদিগের দেশে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের কন্যাগণের বিবাহ প্রায়শঃ অধিক বয়সে হয়। কুলীন ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সমাজ মধ্যে তাঁহাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা বেশি মান মর্য্যাদা! যদি রজস্বলা-কন্যা-বিবাহে ধর্ম্মতঃ দোষ হইত, তবে ইঁহাদিগের মধ্যে এই প্রথা প্রচলিত থাকিত না এবং সমাজ মধ্যেও ইঁহারা উচ্চাসন পাইতেন না।

তবে কন্যার বিবাহযোগ্য বয়ঃক্রম কত? আমরা বিজ্ঞান ও আয়ুর্ব্বেদের সাহায্যে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

"রজস্বলা" অধ্যায়ে আমরা বলিয়াছি যে, আমাদিগের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সাধারণতঃ ১২ বৎসর বয়সে বালিকারা রজস্বলা হয়। রজস্বলা হইবার পূর্ব্ব হইতে পরে দুই বৎসর পর্য্যন্ত বালিকাদিগের শরীর ও মনের মধ্যে নানাবিধ গুরুতর পরিবর্ত্তন

হয় এবং পৈতৃক ও ধাতুস্থ নানারোগ এই সময়ে প্রকাশিত হয়, ইহাও ঐ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা মৃতদেহ কর্ত্তন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, রজোদর্শনের পর হইতে, নারীদিগকে গর্ভধারণ-ক্ষম করিবাব জন্য, তাহাদিগের শরীরের অস্থি সকলের বিশেষ পরিবর্ত্তন হইতে থাকে। শরীরের অস্থিগুলি দৃঢ় ও কার্য্যোপযোগী হইবার জন্য সময়ের আবশ্যক করে। শীতপ্রধান দেশে ৫। ৬ বৎসরের মধ্যে এই শারীরিক পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণ হয়। আমাদিগের দেশে বালিকারা ষোড়ষ বর্ষ বয়সে গর্ভধারণ পক্ষে সম্পূর্ণরূপে উপযোগিনী হয়। তাহার পূর্ব্বে তাহাদিগের অস্থি ও বীর্য্য অপক্কাবস্থায় থাকে, শরীরের অবয়ব গুলি সম্পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হয় না, সুতরাং তাহারা সন্তান প্রসব করিবার উপযোগিনীও হইতে পারে না। পুরাকালে আর্য্যেরা ইহা উত্তমরূপে বুঝিতেন এবং তজ্জন্যই কন্যাদিগকে বয়স্থা করিয়া বিবাহ দিতেন। আমাদিগের আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও ইহার প্রমাণ আছে—

"ঊনষোড়শবর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিম্।
যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে॥
জাতো বা ন চিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ।
তস্মাদত্যন্তবালায়াং গর্ভাধানং ন কারয়েৎ"॥

" পঞ্চবিংশে ততো বর্ষে পুমান্ নারীতু ষোড়শে।
সমত্বাগতবীর্য্যৌ তৌ জানীয়াৎ কুশলো ভিষক্" ॥

(অর্থ) পঞ্চদশ বর্ষীয়া বালিকার গর্ভ্রে পঁচিশ বৎসরের কম বয়সের পুরুষ যদি গর্ভ্রাধান করে, তবে উদরস্থ সন্তান বিপদগ্রস্ত হয়; জন্মিলে বেশি দিন বাঁচে না এবং বাঁচিলেও দুর্ব্বল হয়। অতএব অত্যন্ত বালিকার, অর্থাৎ ষোড়শ বৎসরের কম বয়সের বালিকার, গর্ভ্রাধান করিবে না। পুরুষের পঞ্চবিংশতি বর্ষ এবং নারীর ষোড়শ বর্ষ বয়সে বীর্য্যের সমত্ব হয়, ইহা জ্ঞানী চিকিৎসক জানিবেন।

মনু বলেন, জ্ঞান, ধর্ম্ম, পবিত্রতা, মৃদুবাক্য ও নানা শিল্পবিদ্যায় পারদর্শিতা, উত্তম স্ত্রীর লক্ষণ। ইহা বালিকার পক্ষে সম্ভবপর নহে। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে, " কন্যা যত দিন পতিমর্য্যাদা ও পতিসেবা না জানে এবং ধর্ম্মশাসন অজ্ঞাত থাকে, তত দিন পিতা তাহার বিবাহ দিবেন না "। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে লিখিত আছে, "কন্যাকেও পুত্রের ন্যায় যত্ন সহকারে শিক্ষা দিবে ও পালন করিবে, এবং ধনরত্নে বিভূষিতা করিয়া বিদ্বান্ বরে সম্প্রদান করিবে"। যদি বালিকার স্বাস্থ্য, জীবন, সৌন্দর্য্য এবং ইহকালের সুখ তাহার পক্ষে মূল্যবান হয়, যদি তাহার সন্তানদিগের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা প্রার্থনীয় হয়, তবে বালিকা-

বিবাহ-প্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

বালিকাদিগের পক্ষে দাম্পত্য-সম্বন্ধ ক্লেশকর হইয়া উঠে। তাহাদিগের শরীরের স্নায়ুমণ্ডলী দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, শরীর নিস্তেজ এবং গর্ব্ভাশয় সম্বন্ধীয় নানাবিধ পীড়া উপস্থিত হয়। তাহাদিগের বংশে যক্ষ্মা, হাঁপানি প্রভৃতি শ্লেষ্মা ঘটিত কিংবা অন্যান্য উৎকট পীড়া থাকিলে, তাহা শীঘ্র প্রকাশিত হইয়া, নিরপরাধা অবলাকে অকালে কালভবনে প্রেরণ করে। যাহারা অল্প বয়সে বিবাহ করে, তাহারা অল্প বয়সে বৃদ্ধা হয়।

চিকিৎসকগণ সংখ্যানির্ব্বাচন দ্বারা দেখিয়াছেন যে, অল্প বয়সে সসত্ত্বা হইলে, প্রসবকালীন অতিশয় কষ্ট হয় এবং অনেক স্থলে জীবন সংশয় হয়। বালিকা ভার্য্যা, সাধারণতঃ, হয় বন্ধ্যা নয় বহুসন্তানপ্রসবিনী হয়। বহু-সন্তান যে সুখের কারণ নহে, তাহা কাহাকে বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। ঐ সমস্ত সন্তান, দুর্ব্বল, পীড়িত, খর্ব্বকায় হইয়া চিরকাল পিতামাতাকে অশেষ যন্ত্রণা দেয়। পৈত্রিক পীড়া তাহাদিগকে অচিরে আক্রমণ করে এবং তাহারা দীর্ঘজীবী হয় না।

খ্যাতনামা বিজ্ঞানবিশারদ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন, বাল্যবিবাহনিবন্ধন যে সমস্ত লোক

এদেশে জন্মগ্রহণ করে, তাহারা, বৈজ্ঞানিকের চক্ষে এবং আয়ুর্ব্বেদের মতে, গর্ভস্রাব ও অপরিপক্ক জীবমাত্র। এই সমস্ত জীব ঈদৃশ প্রতিকুল অবস্থায় জন্মগ্রহণ করায়, তাহাদিগের নিকট কি প্রত্যাশা করা যাইতে পারে? মানসিক ও নৈতিক প্রাধান্যের কথা দূরে থাকুক, দুরূহ জীবন-সমরে প্রতিদ্বন্দ্বী হওয়াও তাহাদিগের পক্ষে সুদূরপরাহত। শিক্ষার কথা আর কেন বল? শিক্ষা ঈদৃশ জীবের কি করিবে? যে হিন্দুজাতি পুরাকালে গৌরবান্বিত ছিল, তাহাকে পুনরায় গৌরবান্বিত দেখিতে যদি এদেশীয়দিগের বাসনা থাকে, যদি বর্ত্তমান হিন্দুগণ সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও উন্নতি কামনা করেন, তবে বাল্যবিবাহকে আত্মহত্যাকারিণীপ্রথা বলিয়া জ্ঞান করা কর্ত্তব্য*।

এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে, বালিকাদিগের বিবাহের উপযুক্ত বয়স ষোড়শ বৎসর। তাহার পূর্ব্বে বিবাহ হইলে যে সমস্ত অনিষ্টাপাত হয়, তাহা সবিস্তারে উপরে বর্ণিত হইয়াছে।

আমাদিগের এ দেশে পুরুষের বিবাহযোগ্য

---

* **Freely translated from the Calcutta Journal of medicine for July 1871.**

বয়স পঞ্চবিংশতি বৎসর। যদিচ স্ত্রী ও পুরুষের যৌবন-লক্ষণ প্রায় একই বয়সে হয়, কিন্তু পুরুষদিগের ধাতু পক্বতা প্রাপ্ত হইতে, স্ত্রীদিগের অপেক্ষা, অনেক বেশি সময় আবশ্যক করে। অপক্বাবস্থায় বৈবাহিক সম্বন্ধে প্রবিষ্ট হইলে, পুরুষগণ হীনবল ও অল্পায়ু হইয়া পড়ে। যাহাদিগের শরীরে স্বাভাবিক বলবীর্য্য অধিক পরিমাণে থাকে, তাহারা সহসা দুর্ব্বল না হইতে পারে, কিন্তু তাহাদিগের সন্তানগণ ক্ষীণকায় ও রুগ্ন হয়, তৎপ্রতি সন্দেহ নাই।

আমরা বিজ্ঞানের সহায়তায় দাম্পত্যসম্বন্ধের উপযুক্ত বয়ঃক্রম নির্ণয় করিলাম। ঐ সম্বন্ধ কিরূপ প্রণালীতে স্থাপিত হওয়া উচিত, এখন তাহার আলোচনা করিব। পূর্ব্বকালে আর্য্যমহিলাগণ প্রাপ্তযৌবনা হইয়া বিবাহ করিতেন। তাঁহারা মনোমত বর স্বয়ং বাছিয়া লইতেন। কন্যার সম্মতি ব্যতীত, পিতা স্বেচ্ছাচারী হইয়া, কন্যাদান করিতে পারিতেন না। কন্যার সম্মতি গ্রহণ করিয়া, উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করা তখনকার রীতি ছিল। বিবাহের মন্ত্র পাঠ করিলে তাহা বুঝা যায়। বিবাহকালে, প্রকাশ্য সভায়, বর, কন্যাকে জিজ্ঞাসা করেন, "তোমাকে কে দান করিতেছে? কন্যা উত্তর করেন, "আমাকে ইচ্ছা দান করিতেছে এবং ইচ্ছা গ্রহণ

করিতেছে, ইত্যাদি"। সাবিত্রী বনমধ্যে সত্যবানকে দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করেন। তিনি দেবর্ষি নারদের মুখে শুনিলেন যে, সত্যবান এক বৎসরের মধ্যে মরিবেন। এই নিদারুণ কথা শুনিয়াও তাঁহার মন বিচলিত হইল না। তাঁহাকে অন্য পাত্রস্থ করিবার জন্য, তাঁহার পিতা কত বুঝাইলেন, কিন্তু সাবিত্রী তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি বলিলেন, আমি যখন সত্যবানকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছি, তখন তিনি অল্পজীবী হউন আর দীর্ঘজীবী হউন, তিনিই আমার স্বামী, আমি তাঁহাকেই বিবাহ করিব।

রাজকুমারী মন্দোদরী মনোমত বর না পাইয়া আজীবন কুমারী ছিলেন। দময়ন্তী, শকুন্তলা, ইন্দুমতী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, রুক্মিণী প্রভৃতি আর্য্যবরবর্ণিনীগণ স্বেচ্ছানুরূপ বরের গলায় মালা দিয়াছিলেন। কেহ বরের গুণে মোহিত হইয়া, কেহ বীরত্বে মোহিত হইয়া, কেহ বা পাণ্ডিত্যে মোহিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিতেন। রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে পত্র লিখিয়াছিলেন "হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি কুল, শীল, রূপ, বিদ্যা, বয়ঃ, ধন, সম্পত্তি ও প্রভাব দ্বারা অনুপম এবং নরলোকের মনোভিরাম; তোমাকে কোন্ বুদ্ধিমতী, কুলবতী কন্যা পতিত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা না করে? অতএব

আমাতে দোষের শঙ্কা কি? হে বিভো! অমি সেই জন্য তোমাকে নিশ্চয় পতিত্বে বরণ করিয়াছি এবং তোমাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছি, অতএব তুমি এখানে আসিয়া আমাকে পত্নী স্বীকার কর।" বাল্মীকি রামায়ণ মধ্যে একস্থানে বর্ণন করিয়াছেন যে, রাম বনগমন করিলে, অযোধ্যা এরূপ নিরানন্দ হইয়াছিল যে, যে সকল উদ্যানে যুবক যুবতীগণ আমোদ ও পরস্পর সন্দর্শনার্থ গমন করিতেন, তাহা শূন্য হইয়াছিল। ইহাতে বোধ হয়, সেকালে যুবক যুবতীগণ পরস্পরকে দেখিয়া ও পরস্পরের স্বভাব চরিত্র জানিয়া, পিতা-মাতার অনুমতী ক্রমে বিবাহ করিত।

সে কালের বিবাহ প্রণালী এইরূপ ছিল। কিন্তু এখন এদেশে বর কন্যার ইচ্ছার উপর পরিণয় নির্ভর করে না। পিতা মাতা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে কন্যাদান করেন এবং যাহার ইচ্ছা তাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। ইহা দেখিয়া আমাদিগের মধ্যে অনেক উন্নতিশীল, কৃতবিদ্য যুবক ইংরাজদিগের বিবাহ-প্রণালী অনুকরণ করিতে ইচ্ছা করেন।

দেশীয় কোনও রীতি পরিবর্ত্তন করিয়া ভিন্ন-দেশীয় রীতি গ্রহণ, অথবা দেশের পূর্ব্বপ্রচলিত রীতি পুনরুদ্দীপিত করিতে হইলে, উভয় রীতির দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ড, ফ্রান্স,

জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশে*, পরিণয় পাশে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, যুবক ও যুবতী পরস্পরের সৌন্দর্য্য, স্বভাব, মনের গতি ও গুণগ্রামের পরীক্ষা করে। ইহার জন্য তাহারা অনেক সময়ে একত্রে স্বাধীনভাবে উপবেশন, ভোজন ও ভ্রমণ করে। কিন্তু বরকন্যার এই স্বাধীন নির্ব্বাচনের কি ফল আমরা দেখিতে পাই? ইংলণ্ডের সামাজিক ইতিহাস পাঠ করুন, দেখিবেন দাম্পত্য কলহ, স্ত্রীর প্রতি নিষ্ঠুর-ব্যবহার, বিশ্বাসঘাতকতা, গোপনে বহুবিবাহ, অবৈধরূপে পরপুরুষের সহিত পলায়ন, ভ্রূণহত্যা, পরস্ত্রীগমন, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে কত বেশী। পুলীশ আদালতে যান, দেখিবেন, কত স্ত্রী স্বামীর নামে নিষ্ঠুর ব্যবহারের জন্য নালীশ করিতেছে; বিবাহ সম্বন্ধীয় আদালতে যান, দেখিবেন, কত স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া এবং কত পুরুষ স্ত্রীকে কুলটা বলিয়া দাম্পত্য-সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য অভিযোগ করিতেছে। দাম্পত্য-সুখ এদেশ অপেক্ষা ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশে যে অধিকতর, তাহা আমরা কিছুতেই বিবেচনা

---

* ইংলণ্ড ভিন্ন ইয়ুরোপের অন্যান্য দেশে স্বাধীন-নির্ব্বাচনের প্রাবল্য কম। তথায় প্রায়শঃ, এদেশের ন্যায়, পিতা কর্ত্তৃক বর নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে।

করিতে পারি না, বরং আমাদিগের স্থিরবিশ্বাস এই যে, এতদ্দেশীয় দাম্পত্যজীবন সর্ব্বাপেক্ষা সুখময় ও নীতিপূর্ণ।

স্ত্রীপুরুষের স্বাধীননির্ব্বাচন একটী ভয়ানক ভ্রান্তি। যুবক-যুবতীর মন যৌবন-সুলভ উষ্ণতা ও চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ থাকে। একত্রে স্বাধীন ভাবে আলাপ, উপবেশন ও ভ্রমণ করায়, উভয়ের যৌবনসুলভ উষ্ণতাবশতঃ, ভ্রান্তি জন্মে। প্রেমিকের চক্ষু অন্ধ। পরস্পরের স্বভাব ও দোষগুণ পরীক্ষা আর হয় না। চক্ষুর তামসিক গবাক্ষদ্বার দিয়া, না কহিয়া না বলিয়া, মন পলায়ন করিয়াছে, যুবতী খুঁজিয়া দেখিলেন, তাঁহার পাণি-প্রার্থীদিগের মধ্যে ঐ সুন্দর, কন্দর্পসদৃশ যুবক তাঁহার মন হরণ করিয়াছে, গবাক্ষের দ্বার পুষ্প-বাণ দ্বারা ভগ্ন করিয়া মন কাড়িয়া লইয়াছে। স্বভাব পরীক্ষা আর কে করিবে! যুবতী যে তন্ময় হইয়া গিয়াছে! আহা কি সুখ! কি স্বর্গীয় মিলন! সোনায় সোহাগা! অথবা মহাদ্রাবকে কুইনিয়ান! বিবাহ হইল। সুখের মধুমাস সুখে অতিবাহিত হইল। রমণীর মনের উষ্ণতা, পুষ্পবাণের মোহনী শক্তি তিরোহিত হইল। তখন দেখিলেন, যাহাকে দেবতা জ্ঞান করিয়াছিলেন, সে দেবতা নহে, তাহার সহিত মনের মিলন নাই, স্বভাবের মিলন নাই, কিছুরই মিলন নাই।

হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিল, পলায়িত মন বিষন্নবদনে ফিরিয়া আসিল, জীবনের সুখ চিরদিনের জন্য তিরোহিত হইল। ইয়ুরোপে স্ত্রীপুরুষ সম্বন্ধে, অনেক স্থলে, এইরূপ ঘটিয়া থাকে। স্বাধীননির্ব্বাচনের ফল এই।*

আমাদিগের দেশে পূর্ব্বে কতক পরিমাণে স্বাধীন-নির্ব্বাচন প্রচলিত ছিল। ইতিহাসে যে কয়েকটী উন্নতমনা, ধর্ম্মপরায়ণা, পতিব্রতা নারীর উপাখ্যান

---

* Courtship is a state of *warfare*, the art and principles of which are diligently studied and vigilantly exercised during the whole of that interesting period of life. Each party carefully conceals the weak points and prominently portrays the strong, the amiable and the beautiful. Add to *this system of intentional deception*, the fact that love is blind and therefore cannot see defects. What is matrimony then but a lottery ; in which many draw blanks or worse, when they.expect great prizes. It is also tobe remembered that a *very great proportion* of matches are based on *purely mercenary* motives.

Economy of Health by Dr Johnson.

পাওয়া যায়, তদনুসারে সে কালের সাধারণ সমাজের নৈতিক অবস্থা অনুমিত হইতে পারে না। সাধারণ সমাজে নির্ব্বাচনপ্রণালী থাকিলেই তাহার ব্যভিচার হইবে। তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ইয়ুরোপ। তবে, এদেশের স্ত্রীলোকদিগের পতিভক্তি ও একনিষ্ঠতা চিরকালই প্রসিদ্ধ, তজ্জন্য হয়ত নির্ব্বাচনপ্রণালী দ্বারা ইয়ুরোপের ন্যায় বিভ্রাট উপস্থিত হইত না।

ইংলণ্ডের দাম্পত্যজীবন কণ্টকময় দেখিয়া সুবিখ্যাত ডাক্তার জনসন্ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বরকন্যার কেবলমাত্র চরিত্র ও অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, লর্ড চান্সেলার কর্ত্তৃক সমস্ত বিবাহ সম্পাদিত হউক। আমাদিগের দেশে এই প্রথাই এখন প্রচলিত আছে। পারিবারিক লর্ড চান্সেলর পিতা, নিজের বুদ্ধি বিবেচনানুসারে, কন্যার বিবাহ দেন। ইহার ফল, সাধারণতঃ, সুখময় দৃষ্ট হয়। হিন্দু পিতা কন্যার ভাবী-সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন, এমন কি কন্যাকে সুপাত্রস্থা করিবার জন্য অনেকে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকেন। তবে কোনও কোনও সম্প্রদায়ের মধ্যে কেহ কেহ কন্যা বিক্রয় করিয়া অর্থপিশাচের পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সাধারণ নিয়ম তাহা নহে। কন্যা বিক্রেতা নর-পশু সমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকেন।

প্রবাদ আছে, বিবাহে, "কন্যা বরয়তে রূপং মাতা বিত্তং পিতা শ্রুতং, বান্ধবাঃ কুলমিচ্ছন্তি মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ", অর্থাৎ, কন্যা রূপবান্ বর চাহে, মাতা ধনবান্ জামতা চাহেন, পিতা বিদ্বান্ জামতা চাহেন, বান্ধবেরা ভাল ঘর দেখেন এবং অপর লোকে ভোজন চাহে। ফলতঃ, পিতামাতা বরের রূপ, গুণ, সাংসারিক অবস্থা, কুলশীলাদি দেখিয়া কন্যার বিবাহ দিয়া থাকেন। তাঁহারা কেবল এই সমস্ত দেখিয়া সন্তুষ্ট হন না। বরের কোনও বিশেষ পীড়া আছে কি না, তাহাদিগের বংশে কোনও সংক্রামক পীড়া আছে কি না, তাহাদিগের বংশের লোক দীর্ঘায়ুঃ কি স্বল্পায়ুঃ ইত্যাদি অত্যাবশ্যক বিষয় গুলি তাঁহারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়া থাকেন এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে গ্রহ, রাশি, বর্ণ ইত্যাদি দেখিয়া, বরকন্যা মিলনযোগ্য হইলে বিবাহ দিয়া থাকেন। কন্যা স্বয়ং বর নির্ব্বাচন করিলে যে ইহার কিছুই হইতে পারে না তাহা বলা বাহুল্য।

চিন্তাশীল পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই প্রণালীতে, বরের রূপ গুণ ইত্যাদি সমস্তই পিতা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়; কিন্তু কন্যা মনের সুখে থাকিবে কি না তাহা তিনি কিরূপে জানিবেন? কন্যার মনোমত বর না হইলে, কিসে তাহার প্রকৃত সুখ

হইবে? এক কথায়, এরূপ বিবাহে সকলই আছে, কেবল প্রেম নাই। কথাটা আপাততঃ শুনিলে সঙ্গত বোধ হয়, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইয়ুরোপের নির্ব্বাচন প্রণালীতে শতকরা কজন দম্পতির মধ্যে প্রেম হইয়া থাকে? যদি স্বাধীন-নির্ব্বাচনই প্রেমের একমাত্র কারণ হয়, তবে ইয়ুরোপের বৈবাহিক জীবন এত দুর্দ্দশাপূর্ণ কেন? আগে মনের মিলন, পরে দেহের মিলন, ইহা আমরা স্বীকার করি না। আমাদিগের বিশ্বাস, প্রকৃত প্রেম বিবাহেব ফল ভিন্ন বিবাহের কারণ হইতে পারে না। যদি বিবাহের পূর্ব্বে কোনও রমণীর মন পুরুষ বিশেষের প্রতি একান্ত আকৃষ্ট হয়, তবে তাহা কবি-কল্পিত বিশুদ্ধ, কামগন্ধহীন, প্রেম বলিতে পারে না। সেই পুরুষ বিশেষকে দেহেন্দ্রিয় অর্পণ করিবার বলবতী ইচ্ছাই সেই আকর্ষণের মূলকারণ, তাহার সহিত গৌণভাবে আর যাহা থাকে থাকুক।

তবে প্রেম কি? প্রেমের দুইটি ভাব আছে; একটি দৈহিক, অপরটি আন্তরিক বা হৃদয়গত। যেমন পদ্মের মূল পঙ্কে, তেমনি প্রেমের মূল দেহে ন্দ্রিয়ে। একের বহুত্ব সাধন জন্য মনুষ্য প্রকৃতিতে যে একটি নৈসর্গিক বিধি আছে, বাসনা যাহার পরিচালক, স্ত্রীপুরুষ সংযোগ যাহার কার্য্য, সেই বিধি হইতে দাম্পত্যপ্রেমের উৎপত্তি।

পাঠক সিহরিবেন না, আমরা অজ্ঞের ন্যায় একটা অসংলগ্ন কথা বলিয়া ফেলি নাই। সকলেই জানেন মুশলমান পাতসাহগণ অন্তঃপুর রক্ষার জন্য কতকগুলি লোককে এইরূপে অঙ্গহীন করিত যে, তাহাদিগের সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতা থাকিত না। কিছুকাল পরেই তাহাদিগের হৃদয় হইতে বাসনাবায়ু তিরোহিত হইত এবং প্রেম অন্তধান হইত। চিকিৎসা সম্বন্ধীয় পুস্তকপাঠে জানা যায় যে, কোনও কোনও রোগ আরোগ্য করিবার জন্য অনেক সময়ে অনেক স্ত্রীলোকেব ডিম্বকোষ বাহির করিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পবেই তাহাদিগের অবয়ব, স্বর ও মনের অনেক পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। তাহাদিগের স্বর পুরুষের ন্যায় হইয়া যায় এবং চিরকালের জন্য তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে প্রেম বিদূরিত হয়। ইহার তাৎপর্য্য কি? ইহা দ্বারা কি বুঝা যায় না যে, সন্তানোৎপাদনের ক্ষমতার উপর প্রেম সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে?

আমরা ইহা দ্বারা বুঝাইতেছি না যে, প্রেম ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি-লালসা একই পদার্থ। পূর্ব্বোক্ত লালসা প্রেম নহে, কবি-কল্পিত কামগন্ধরহিত প্রেমও প্রেম নহে, প্রকৃত প্রেম এতদুভয় হইতে উচ্চতর। স্বামী যখন নবজাত শিশুকে অশ্রুপূর্ণলোচনে প্রণয়িনীর কোলে দেখিয়া আনন্দে ভাসিতে থাকেন; প্রণয়িনীর

পীড়া হইলে যখন তাঁহার হৃদয়ে অনির্ব্বচনীয় উদ্বেগ ও অশান্তির উদয় হয়; স্ত্রী যখন স্বামীর বিপদে সম্পদে এবং সুনামে দুর্নামে ছায়ার ন্যায় তাঁহার অনুগমন করেন, তখন তাহাদিগের মনের ভাব ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিলালসা হইতে কি উচ্চতর নহে, নখিত্ব অপেক্ষা গাঢ়তর নহে? এই উভয় হইতে সে মনের ভাব কি মহত্তর নহে? সেই মনের ভাবই প্রকৃত প্রেম।

হৃদয়ভরা, জীবন্ত প্রেমের দাতা ও গৃহীতা উভয়েই পরম সুখী। যেমন সূর্য্যরশ্মিতে বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়, মনুষ্য চরিত্র সেইরূপ প্রেম দ্বারা বর্দ্ধিত হয়। প্রেম ভিন্ন সুখ নাই, শান্তি নাই। প্রেমশূন্য জীবন, জলশূন্য নদীর ন্যায়। সুতরাং মনুষ্য-জীবনে প্রেম অত্যাবশ্যক পদার্থ।

বর ও কন্যার রূপ গুণ ইত্যাদি দেখিয়া তাহাদিগের পিতা মাতা তাহাদিগকে পরিণয়পাশে আবদ্ধ করেন। তাহারা দাম্পত্যজীবনে পদার্পণ করে, পরস্পরে সুখী হইতে শিখে, ক্রমে পরস্পরের গাঢ় সহানুভূতি হয়; যখন একের সুখে অপরের সুখ হয়, তখন স্বভাবতঃই একের দুঃখে অপরের দুঃখ হয় তাহারা বুঝিতে পারে যে, এজীবনের জন্য তাহারা একসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে; পরস্পরের সুখশান্তি পরস্পরের উপর নির্ভর করে। ক্রমেই নিকট সম্বন্ধ

হইতে থাকে; বাহ্য সুখ হইতে আন্তরিক সুখের বীজাঙ্কুরিত হইতে থাকে। স্নেহের কলি ক্রমে প্রস্ফুটিত হইয়া প্রেমে পরিণত হয়। স্থলবিশেষে ইহার বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে, কিন্তু হিন্দুসমাজের উপর দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে শতকরা নব্বুই জন এই সুখে সুখী।

বিবাহযোগ্য বর কন্যার লক্ষণ সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া আমরা এই অধ্যায় শেষ করিব। কন্যার লক্ষণ সম্বন্ধে মনু বলেন, যে স্ত্রী মাতার সপিণ্ডা ও পিতার সগোত্রা না হয়, তাহাকে বিবাহ করিবে। জাতকর্ম্মাদিসংস্কারবিহীন, কেবল কন্যামাত্রের জনক, বহুরোমযুক্ত, অর্শ, রাজযক্ষ্মা, মন্দাগ্নি, অপস্মার, শ্বিত্র অথবা কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত কুলে বিবাহ করিবে না। ঐ রূপ কুলে বিবাহ করিলে তাহাতে উৎপন্ন সন্তানগণ সেই সেই রোগাক্রান্ত হয়। যে স্ত্রীর মস্তকের কেশ পিঙ্গল বর্ণ, যাহার ছয় অঙ্গুলি প্রভৃতি অধিক অঙ্গ, যে চিররোগিণী, যাহার গাত্রে অল্পমাত্রও রোম নাই, যাহার গাত্রে অতিশয় লোম, যে নিষ্ঠুরভাষিণী ও যাহার পিঙ্গলবর্ণ নয়ন, তাহাকে বিবাহ করিবে না। যে স্ত্রী অঙ্গহীন নয়, যাহার নাম অতিসুখে উচ্চারণ করা যায়, হংস মাতঙ্গের ন্যায় যাহার মনোহর গমন, যাহার লোম ও কেশ মৃদুল এবং দন্ত ক্ষুদ্র, এমন কোমলাঙ্গিনীকে বিবাহ করিবে।

কন্যার যে ধাতু বরের সে ধাতু হইলে উপযুক্ত মিলন হয় না। পরস্পরের বিপরীত ধাতু হওয়া কর্ত্তব্য। শ্লেষ্মা প্রধান বরের সহিত বায়ুপ্রধান কন্যার বিবাহ হইলে উপযুক্ত মিলন হয়। এইরূপে ধাতুর মিলন করিয়া লইবে।

কন্যার কুলে যে সমস্ত রোগ থাকিলে বিবাহ নিষিদ্ধ, বরের কুলে সেই সকল দোষ থাকিলেও কন্যা-দান করিবে না। বরের কোনও সংক্রামক রোগ থাকিলে, কি মৃগী, যক্ষ্মা, হাঁপ, কঠিন চর্ম্মরোগ, ধাতু দৌর্ব্বল্যাদি রোগ থাকিলে তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ। যে মাদক দ্রব্য সেবন করে সেও উপযুক্ত পাত্র নহে। যে পুরুষের শরীর সুস্থ, মন সুস্থ এবং চরিত্র নির্ম্মল তাহাকে কন্যা দান করিবে। মনু বলেন "কন্যা ঋতুমতী হইয়া যাবজ্জীবন গৃহে থাকে সেও ভাল, তথাপি গুণ-হীন পুরুষকে কখনও কন্যা দান করিবে না"।

পঞ্চম অধ্যায়।

—০৫৩৫০—

গৃহিণী।

আমরা এখন নারীজীবনের দ্বিতীয় পর্ব্বে উপনীত হইলাম। আমাদিগের প্রস্তাবানুসারে স্ত্রীদিগের ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইতে এই পর্ব্ব প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু বর্ত্তমান সামাজিক রীতি সেরূপ নহে। এখন কন্যা, ঋতুমতা হইবার পূর্ব্ব হুইতেই, দাম্পত্যজীবনে প্রবিষ্ট হয়। এই প্রথা যে নিতান্ত অনিষ্টকর ও যুক্তিবিরুদ্ধ, তাহা আমরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছি। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ভরসা করি, এই কুরীতি অচিরে এ দেশ হইতে উঠিয়া যাইবে।

আমরা এই প্রস্তাবে পূর্ণাবয়ব, যৌবনসম্পন্না বালিকাকে নবপরিণীতা জায়া বলিয়া ধরিয়া লইলাম। যুবতী এখন নূতন জীবনে পদার্পণ করিয়াছেন; তাঁহার বালিকাত্ব ঘুচিয়াছে; নূতন সম্বন্ধের সহিত নূতন নূতন ভাব তাঁহার হৃদয়কন্দরে উদয় হইয়াছে; তাঁহার দায়শূন্য, স্বাধীন জীবন, এখন দায়পূর্ণ, অধীন জীবনে পরিণত হইয়াছে।

দাম্পত্যমিলনের প্রধান উদ্দেশ্য জীবের আবির্ভাব। সর্ব্বগ্রাসী কালের করাল-বদন হইতে সৃষ্টি রক্ষার নিমিত্ত, প্রকৃতি দেবী এই মধুময় সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। ভাবী জীব, নারীদেহে অঙ্কুরিত, পোষিত ও বর্দ্ধিত হয় বলিয়া, এই মহৎ কার্য্যে, পুরুষাপেক্ষা, নারীর দায়িত্ব অধিক। সুতরাং বৈবাহিক জীবনের প্রকৃতি ও দায়িত্ব সম্যকরূপে অবগত হওয়া নারীগণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। যাহার অজ্ঞতায় দৈহিক অনিষ্টাপাত ও নৈতিক অবনতির সম্পূর্ণ সম্ভব, সে বিষয়ে জুগোপিষা যুক্তি ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। আমরা ধর্ম্মজ্ঞানে,নারীজীবনের বৈজ্ঞানিক রহস্য গুলি, সংক্ষেপতঃ, প্রকাশ করিতেছি। পাঠিকাগণ জানিবেন,ইহাতে অজ্ঞতার ফল যন্ত্রণাভোগ, পীড়া ও অনেক স্থলে মৃত্যু।

দাম্পত্যসম্বন্ধ প্রথম স্থাপনের সময়ে, সচরাচর নারীদিগের স্থানীয় যন্ত্রণা, সামান্য রজঃস্রাব ও স্থানীয় স্ফীততা হয়। স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হইয়া শরীরে অসুখ হয় এবং মন অস্থির হইয়া পড়ে। এই সময়ে গর্ভাধান হইলে, এক পরিবর্ত্তনের উপর অপর পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইয়া, নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ উৎপাদন করে। তজ্জন্য প্রথম দাম্পত্য-মিলনে যাহাতে গর্ভাধান না হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

পুরাকালে এদেশে একটী সুনিয়ম প্রচলিত ছিল।

বিবাহের রাত্রি হইতে তৃতীয় রাত্রি পর্য্যন্ত স্ত্রীপুরুষ এক শয্যায় শয়ন করিত; কিন্তু কেহ কাহাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। উভয়ের মধ্যস্থানে এক খানি যষ্টি থাকিত। চতুর্থ দিবস রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর, বৈদিক মন্ত্র পাঠ দ্বারা ঐ যষ্টি স্থানান্তরিত হইত এবং তাহার পর বৈবাহিক সম্বন্ধ সম্পূর্ণ করা হইত।* প্রবাদ ছিল যে, বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব কন্যাদিগের অধিষ্ঠাতা দেবতা। সে বাল্যাবধি বিবাহের চতুর্থ দিন পর্য্যন্ত কন্যাকে অধিকার করিয়া থাকিত। চতুর্থ দিন রাত্রির শেষ যামে সে কন্যাকে ত্যাগ করিয়া যাইত, তদবধি নবপরিণীতার উপর স্বামীর স্বামীত্ব হইত। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, স্বামীর সহিত পরিচয় ও নবসম্বন্ধ জনিত মানসিক উদ্বেগ শান্তির জন্য, সে কালের ঋষিরা এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য সফল হইত বটে, কিন্তু গর্ভাধানের সাময়িক ব্যাঘাত হইত না।

প্রথম মিলনে গর্ভাধান নিবারণের একটী উত্তম

---

* বিবাহে চৈব নিবৃত্তে চতুর্থেঽহনি রাত্রিষু, একত্বমাগতা ভর্ত্তুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে॥ চতুর্থীহোমমন্ত্রেণ ত্বঙ্মাংসহৃদয়েন্দ্রিয়ৈরেকত্বমাগতা পত্যুঃ পিণ্ডে গোত্রে চ সূতকে॥

স্মৃতি।

উপায় আছে। ঋতুর দিবস হইতে ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত নারীদিগের গর্ভধারণ করিবার ক্ষমতা থাকে। বিবাহের পর, ঐ সময় অতিবাহিত করিয়া, অপর ঋতু হইবার পূর্ব্বে, কোনও এক দিবসে ফুলশয্যা করা কর্ত্তব্য। ষোড়শ দিবসের অব্যবহিত পরেই ইহা হওয়া উচিত; তাহা হইলে, নবপরিণীতার স্বাস্থ্য সম্পাদন জন্য একপক্ষ সময় পাওয়া যাইতে পারে।

দাম্পত্য ইন্দ্রিয়-লিপ্সা, নরনারীর হৃদয়-গত বিশুদ্ধ বাসনার ফল। সন্তানোৎপাদন মনুষ্যের একটী প্রধান কর্ত্তব্য। দণ্ড, চক্রাদি যেমন ঘটের কারণ, বাসনা তদ্রূপ সন্তানোৎপাদনের কারণ। ইহা প্রাকৃতিক, সুতরাং নীতি ও ধর্ম্মানুমোদিত। কিন্তু যেমন সকল কার্য্যেই অত্যন্ত কৃপণতা অথবা অমিতব্যয়িতা ভাল নয়, ইহাতেও সেইরূপ। স্বভাবসিদ্ধ ইন্দ্রিয়-লিপ্সা একেকালীন দমন করিলে, স্বভাবের গতিরোধ জন্য পাপ ও শরীর রুগ্ন হয়; আবার, অপরিমিত সম্ভোগে শুক্র ও শোণিত ক্ষয় হয়, শরীর দুর্ব্বল হয়, সন্তান সন্ততি ক্ষীণবল ও রোগী হয়, এবং অনেক স্থলে, সন্তানোৎপাদনের শক্তি একেকালীন নষ্ট হয়। এ কারণ, ইন্দ্রিয়সংযম করিয়া দাম্পত্য-ধর্ম্ম পালন করা কর্ত্তব্য। মনু এ সম্বন্ধে নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যে, ঋতুর প্রথম চারি রাত্রি, একাদশ ও ত্রয়োদশ

রাত্রি স্বামী-সহবাস নিষিদ্ধ, তদতিরিক্ত দশরাত্রি স্ত্রী-ধর্ম্ম পালনে প্রশস্ত। যিনি পূর্ব্বোক্ত নিন্দিত ছয় রাত্রি এবং অপর অষ্ট রাত্রি, এই চৌদ্দ রাত্রি বাদে, অবশিষ্ট দুই রাত্রিতে স্ত্রীসহবাস করেন, তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না। ইহা দ্বারা মনু বুঝাইয়াছেন যে, পুনঃ পুনঃ সহবাস কোনও ক্রমে বিধেয় নহে; ঋতুর ষোল দিবসের মধ্যে, যে ব্যক্তি কেবল দুই দিন মাত্র সহবাস করে, তাহার শরীর সুস্থ ও সবল থাকে।

গর্ভধারণ পক্ষে গ্রীষ্মকাল সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। এই কালে ইন্দ্রিয়-সুখ সম্ভোগে শরীর অত্যন্ত ক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল হয়। ইংলণ্ডের সংখ্যাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নির্ণয় করিয়াছেন, বসন্তকালে গর্ভধারণ করিলে, সন্তানের জীবনী শক্তি অধিক হয় এবং অকালে মৃত্যু হয় না।

যাহারা স্বভাবতঃ দুর্ব্বল এবং যাহাদিগের বক্ষ-যন্ত্র ক্ষীণ, তাহারা সতত ইন্দ্রিয়সেবা করিবে না। অধিক রক্তস্রাবের পর স্বামী সংসর্গে মৃত্যু হইবার সম্ভব। ঋতুর প্রথম চারি রাত্রি স্বামী সহবাস নিতান্ত গর্হিত, ইহা বিজ্ঞান ও ধর্ম্মশাস্ত্র এক বাক্যে বলিতেছেন।

জীব মাত্রেই ইন্দ্রিয়সেবায় দুর্ব্বল হয়। ইহাতে মন নিস্তেজ হয় এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়ে। সুতরাং, সন্তানোৎপাদনবিষয়ে সর্ব্বদা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, জীবন দিতে গিয়া যেন জীবন হারাইতে

না হয়। অত্যন্ত ইন্দ্রিয়সম্ভোগে বন্ধ্যাত্ব উৎপন্ন হয় এবং শরীর বলহীন ও সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। অনেক দিন পর্য্যন্ত অনিয়ম করিলে, ইন্দ্রিয়সকল শিথিল হয়, চক্ষুর জ্যোতিঃ কম হয়, স্মরণশক্তি হ্রাস হয়, গভীর চিন্তা করিবার ক্ষমতা থাকে না এবং পরিশেষে যক্ষ্মা, কাশ প্রভৃতি উৎকট রোগ হইয়া জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। যেমন অগ্নিতে যত ঘৃত দেওয়া যায় ততই জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ সেবাধিক্যে ইন্দ্রিয়-লিপ্সা অধিকতর বলবতী হয়। তাহার শোচনীয় ফল উপরে বলিয়াছি। সংযমনান্তে সম্ভোগই তৃপ্তিকর। অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তিদিগের ধর্ম্ম ও নীতি জ্ঞান লুপ্ত-প্রায় হয়। যিনি যাহা সর্ব্বদা ভাবনা করেন, তাঁহার মন তদ্ভাব হইয়া যায়। মনুষ্যের পশুভাব প্রবল হইলে, দেবভাবের অন্তর্দ্ধান হয়। সুতরাং দাম্পত্যজীবনেও ব্যভিচার আছে।

স্বামী কোনও মাদক দ্রব্য সেবন করিয়া উন্মত্ত হইলে, স্ত্রী তদবস্থায় কোনও ক্রমেই তাহার শয্যা-শায়িনী হইবে না। এই অবস্থায় গর্ভাধান হইলে সন্তান বিকৃতমনা হয়, তাহার শরীর চিরকাল খর্ব্ব ও দুর্ব্বল থাকে এবং বর্ব্বরের ন্যায় বুদ্ধি হয়।

পীড়িতাবস্থায় এবং পীড়া আরোগ্য হইবার সময়ে, দাম্পত্যসম্বন্ধ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা না

করিলে পীড়া বৃদ্ধি হইয়া জীবন সংশয় হয়। কত শত লোক যে এই দোষে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয় তাহা বলা যায় না। যদি শরীরে এমন কোনও রোগ থাকে, যাহা সংসর্গে বৃদ্ধি পায়, তবে ঐ পীড়া আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত, বিরত থাকা কর্ত্তব্য। ডাক্তারেরা বলেন, স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে কাহারও মনে অসুখ থাকিলে, শরীর অসুস্থ থাকিলে এবং স্নায়বিক দুর্ব্বলতা থাকিলে, যদি গর্ভাধান হয়, তবে শিশুকে ঐ সমস্ত দোষের কিছু না কিছু ভোগ করিতে হয়। সংক্রামক-পীড়া থাকিলে, স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ এককালীন ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে পুরুষানুক্রমে ঐ পীড়া সঞ্চালিত হইয়া, একের দোষে বহুসংখ্যক জীব, অশেষ বিশেষ যন্ত্রণা ভোগ করে। যদি সংসর্গ জন্য নারীদিগের ক্লেশানুভব হয়, তবে তাহা পীড়া বলিয়া জানিবে এবং সত্বর তাহার প্রতিবিধান করিবে।

স্ত্রী-পুরুষের শয়নসম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। কেহ বলেন পৃথক ঘরে, কেহ বলেন এক ঘরে পৃথক শয্যায় এবং কেহ বলেন একই শয্যায় শয়ন করা কর্ত্তব্য। ফলতঃ, নিদ্রা মনুষ্যের জীবসঞ্চারক ঔষধ। জাগ্রতাবস্থায় আমাদিগের যে জীবনী শক্তি ক্ষয় হয়, নিদ্রাকালে তাহা আমরা প্রাপ্ত হই। এই জন্য নিদ্রাকালে নির্ম্মল বায়ু সেবন করা নিতান্ত

প্রয়োজন। আমরা প্রশ্বাস দ্বারা যে বায়ু ত্যাগ করি, তাহা মনুষ্য জীবনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর নহে—প্রত্যুতঃ, ঐরূপ পরিত্যক্ত বায়ুঃ নিশ্বাস দ্বারা অধিক ক্ষণ দেহে পুনঃ প্রবিষ্ট হইলে, তাহার বিষতুল্য ফল হয়। দম্পতির শয়নসম্বন্ধে এই জন্য নানা মুনিব নানা মত।

আমরা বিবেচনা করি, যে ঘরে বায়ু চলাচলের ব্যাঘাত নাই, এইরূপ জানালাবিশিষ্ট প্রশস্ত ঘরে, শরীর সুস্থ থাকিলে, স্ত্রী-পুরুষ একত্রে শয়ন করিতে পারেন।

দম্পতির দেহ ও মন একীভূত করিবার জন্য একত্র শয়ন ও উপবেশন নিতান্ত প্রয়োজন। একত্রে কথা-বার্ত্তা, হাস্য কৌতুকাদি কবিলে পরস্পরের মনের মিলন হয়—এক মন, অন্য মনকে আকর্ষণ করিয়া প্রেমে পুলকিত হয়। দেহ সম্বন্ধেও ঐরূপ। এক-দেহের বিদ্যুৎ অপর দেহে সঞ্চালিত হইয়া, উভয় দেহ মধ্যে একত্ব সম্পাদন করে—একের দেহের পর-মাণু অপরের দেহে নীত হয়। এই জন্য দীর্ঘকাল স্ত্রীপুরুষ একত্রে বাস করিলে, তাহাদিগের বিলক্ষণ শারীরিক সাদৃশ্য জন্মে।

কথিত আছে, জুরিচ নামক নগরে, এক দম্পতি সর্ব্বদা কলহ করিত। যখন তাহাদিগের এক গৃহে বাস করা অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন তাহারা দাম্পত্য

সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য তথাকার বিচারপতির নিকট অভিযোগ করিল। বিচারপতি তাহাদিগের প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি হুকুম দিলেন যে, তিন দিবস পর্য্যন্ত ঐ দম্পতিকে একটী ঘরে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, তাহারা এক শয্যা, এক থালা এবং এক জলপাত্র ভিন্ন আর কিছু পাইবে না এবং অন্য কাহার সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিবে না। তিন দিবস পরে তাহাদিগকে বাহির করা হইল, কিন্তু তাহারা আর পৃথক হইতে চাহিল না।

আমাদিগের দেশে স্ত্রী, পুরুষের বামে শয়ন ও উপবেশন করে। শাস্ত্রেও ইহার বিধি আছে; তজ্জন্য স্ত্রীলোকের এক নাম বামা হইয়াছে। এই রীতিটী বিজ্ঞান-মূলক এবং ইহা অতি মঙ্গল-দায়ক। আমাদিগের শাস্ত্রানুসারে মনুষ্যের দক্ষিণ নাসিকায়, পিঙ্গলা নাড়ীর মধ্য দিয়া, পুং তাড়িত প্রবাহিত। এজন্য ইহাকে সূর্য্য-নাড়ী কহে। দক্ষিণ নাসিকার নিশ্বাস বাম নাসিকার নিশ্বাস অপেক্ষা উষ্ণ। বাম নাসিকায়, ঈড়া নাড়ীর মধ্য দিয়া স্ত্রী তাড়িত বহে, এই জন্য ঐ নাড়ীকে চন্দ্র নাড়ী কহে। এই নাসিকার নিশ্বাস অপেক্ষাকৃত শীতল। পুরুষ বাম পার্শ্বে অবনত হইয়া শয়ন করিলে, তাহার বাম নাসিকার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া, দক্ষিণ নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস

বহিতে থাকে। এইরূপে, স্ত্রীর স্ত্রীবিদ্যুতের সহিত পুরুষের পুংবিদ্যুৎ মিলিত হইয়া, উভয়ের দেহে একই তাড়িত স্রোত বহিতে থাকে। স্ত্রীর শরীরের পরমাণু ও মানসিক ভাব, পুরুষে এবং পুরুষের ঐ সমস্ত স্ত্রীতে এইরূপে সঞ্চালিত হয়। শিব শক্তির মিলন হয়—একের অভাব অপরে পূরণ করে।

অতএব, শরীর সুস্থ থাকিলে, প্রশস্ত গৃহে, স্ত্রী-পুরুষের একত্রে শয়ন বিধেয়। কিন্তু অতি যুবা ও অতি বৃদ্ধের পক্ষে, নিদ্রার সময়ে, পৃথক শয্যায় শয়ন করা উচিত, তাহা না হইলে স্বাস্থ্যের হানি হয়। স্ত্রী কিংবা পুরুষের ক্ষয়কাশ থাকিলে এক শয্যায় শয়ন করা বিধেয় নহে।

যে স্ত্রী স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিত তাহার জীবন বৃথা। ধন, জন, দাস, দাসী দ্বারা বেষ্টিতা এবং বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইলেও তাহার সুখ নাই। যেমন জল বিরহে পদ্মিনী শুকাইয়া যায়, তেমনি পতির ভালবাসায় বঞ্চিত হইলে রমণী জীবন-মৃতা হয়। এই জন্য, পতি বশ করিবার নিমিত্ত কোনও কোনও মূঢ়া রমণী নানাবিধ মন্ত্রৌষধ ব্যবহার করিয়া থাকে। কি ভ্রান্তি! কি মুর্খতা! কি পাপ! হৃদয় কি কখনও মন্ত্রৌষধ দ্বারা আয়ত্ত করা যায়? লাভের মধ্যে স্বামীকে ঔষধ সেবন করাইয়া, উৎকট রোগগ্রস্ত

করান হয়। আমরা শুনিয়াছি, কোনও কোনও রমণী স্বামী বশ করিতে গিয়া, অজানতঃ স্বামিঘাতিনী হইয়া পড়িয়াছেন।

স্বামীর বশীকরণ স্ত্রীর নিজহস্তে রহিয়াছে। তুমি যদি তোমার স্বামীকে প্রাণের সহিত ভালবাস, অবশ্যই তুমি স্বামীর হৃদয় পাইবে। প্রেম-জগতের এই নিয়ম। স্বামীর নিকটে কোনও বিষয় গোপন করিবে না, মনের সমস্ত ভাব তাহার নিকট প্রকাশ করিবে। স্বামীকে অন্ধের ন্যায় বিশ্বাস করিবে, ছায়ার ন্যায় তাহার অনুবর্ত্তিনী হইবে। হৃদয় খুলিয়া তাহার সহিত একত্রে ধর্ম্মালাপ, শিক্ষা বিষয়ক ও সংসার সম্বন্ধীয় আলাপ ইত্যাদি নানাবিষয়ক কথা-বার্ত্তা কহিবে। স্বামীকে সাধ্যানুসারে সৎপরামর্শ দিবে, কিন্তু তাহার উপর কর্ত্তৃত্ব প্রকাশ করিবে না, এবং তাহাপেক্ষা তুমি বুদ্ধিমতী এরূপ ভাব কদাচ প্রকাশ করিবে না। নিশ্চয় জানিও, পুরুষে, স্ত্রীর গর্ব্ব ও কর্ত্তৃত্ব, কখনও সহ্য করে না। দ্রৌপদী কিরূপে স্বামীর প্রণয়ভাগিনী হইয়াছিলেন তাহা সত্যভামাকে কথোপকথনচ্ছলে বলিয়াছিলেন। আমরা সেই সারগর্ভ উপদেশ পঠিকাদিগকে উপহার দিতেছি। "আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বদা পাণ্ডবগণ ও তাঁহাদের অন্যান্য স্ত্রী-

দিগের, সেবা করিয়া থাকি। অভিমানশূন্য হইয়া প্রণয়পূর্ণ মনে পতিদিগের চিত্তানুবর্ত্তন করি। আমি প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ পরিষ্কার, গৃহোপকরণ মার্জ্জন, রন্ধন, যথাসময়ে ভোজন প্রদান ও সাবধানে ধান্য রক্ষা করিয়া থাকি। দুষ্ট স্ত্রীদিগের সহিত কখনও সহবাস করি না; তিরস্কার বাক্য মুখেও আনি না; সকলের প্রতি অনুকূল ও আলস্যশূন্য হইয়া কাল যাপন করি। পরিহাস সময় ব্যতীত হাস্য, এবং দ্বারে বা অপরিষ্কৃত স্থানে কিংবা গৃহোপবনে সতত বাস করিয়া অতিশয় হাস ও রোষ, পরিত্যাগ পূর্ব্বক সত্যে নিরত হইয়া, নিরন্তর ভর্ত্তৃগণের সেবা করি। স্বামী স্থানান্তরে গমন করিলে, পুষ্প ও অনুলেপন পরিত্যাগ করিয়া ব্রতানুষ্ঠান করি। অনলঙ্কৃত ও প্রযত হইয়া স্বামীর হিতানুষ্ঠান করিয়া থাকি"।

যুবতীগণ, স্বামীর চিত্তরঞ্জন জন্য, সর্ব্বদা পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকিবে। সৌন্দর্য্য নারীদিগের স্বভাব-দত্ত শোভা; যাহাতে নিজ দোষে ঐ শোভা নষ্ট না হয়, সর্ব্বদা তাহাতে যত্নবতী হইবে।

পতিগৃহে শ্বশুর, শাশুড়ী, দেবর, ননদ প্রভৃতি স্বজনবর্গে পরিবৃতা হইয়া থাকিতে হয়। নবপরিণীতা বধূ, পিতৃগৃহ হইতে আসিয়া, সহসা একটী নূতন পরি-বার মধ্যে প্রবিষ্টা হন। যদিও ঐ গৃহ এইক্ষণ হইতে

তাঁহারই, তথাপি তাঁহাকে, যাহা আপন নয় তাহা, আপন করিয়া লইতে হইবে।

যাহারা পতির আপন, তাহারা আমারও আপন, বধূ ইহা মনে করিয়া লইবেন। শ্বশুর শাশুড়ীকে পিতা মাতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া, কায়মনোবাক্যে তাঁহাদিগের আজ্ঞাপালন করিবেন। দেবরকে ভ্রাতা ও ননদকে ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিবেন।

আমাদিগের দেশে অনেক শাশুড়ী ও ননদ, বধূকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়া থাকেন। এই নিষ্ঠুর ব্যবহার অত্যন্ত নিন্দনীয়। বধূ আদরের সামগ্রী—ইহার সুখ দুঃখের উপর পুত্রের সুখ দুঃখ, ও ভবিষ্যতে পারিবারিক শান্তির অনেকটা, নির্ভর করে। বধূকে স্নেহ করিলে, সে তোমাদিগকে স্নেহ ও সেবা করিবে। তোমরা যাহা ভাল বাসিয়া পাইতে পার, জোর করিয়া তাহা পাইবার চেষ্টা করিলে, তাহাতে তোমরা কৃতকার্য্য হও না, লাভের মধ্যে সংসারকলহ ও অশান্তিতে পূর্ণ হয়। ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, বধূর প্রতি কঠোর ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে, পুত্র কখনও সুখী হয় না।

স্ত্রীদিগের বুদ্ধির দোষে অনেক পরিবার উৎসন্ন গিয়া থাকে। অল্পবুদ্ধি নারীগণ, স্বামীকে বশীভূত করিয়া, অনেক সময়ে, গৃহ বিচ্ছেদ ঘটাইয়া থাকেন।

যে সংসার ধনে জনে পূর্ণ, তাহা,নারীদিগের কুমন্ত্রণায়, এক কালে উৎসন্ন যায় ; পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ উপস্থিত হইয়া মধুময় সম্বন্ধ বিষময় হইয়া উঠে। বধূগণ! তোমরা কি জান না যে, আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্রে বাস করার ন্যায় পারিবারিক সুখ আর নাই ; তোমরা কি জান না যে, ধনবল ও জনবল না থাকিলে ক্ষমতা ও সম্ভ্রম থাকে না এবং ক্ষমতা ও সম্ভ্রম না থাকিলে সমাজ মধ্যে অগণ্য হইয়া থাকিতে হয় ; তোমরা কি জান না যে, যে পরিবারে চারি জন একান্নবর্ত্তী, তাহা বিভক্ত হইলে ধনবল ও জনবল কমিয়া যায় ? তোমরা স্বার্থপর হইয়া স্বামীকে পৃথক করিয়া লইতে চাহ, কিন্তু বাস্তবিক তাহাতে স্বার্থসাধন হয় না। ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ উপস্থিত হইয়া, নিরর্থক কত টাকা যে অপব্যয় হয়, তাহা কি তোমরা জান না ? পরিশেষ, মোকদ্দমা চালাইবার জন্য তোমাদিগের গহনা পর্য্যন্ত বন্ধক দিতে হয়। ইহাতে তোমাদিগের কি সুখ হয় ? আর,তোমাদিগের কি হৃদয় নাই, ধর্ম্মজ্ঞান নাই ? সহোদর ভ্রাতার ন্যায় স্নেহের পাত্র মনুষ্যের আর নাই, তাহা তোমরা, নিজের ভ্রাতার বিষয় মনে করিলে, বুঝিতে পার। ভ্রাতৃবিচ্ছেদ করিয়া দিলে তোমাদিগের কি অধর্ম্ম হয় না, পাপ হয় না ? আমাদিগের বিশ্বাস যে, যাহা-

দিগের হৃদয়ে স্নেহ ও মমতা ও ধর্ম্মের লেশ মাত্র আছে, তাহারা এইরূপ নৃশংস কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।

দশের সহিত বাস করিতে হইলে, নিতান্ত স্বার্থপর ও নীচাশয় হইলে চলে না। দশের সুবিধার জন্য নিজের একটু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়; দশের সুখের জন্য নিজে একটু কষ্ট স্বীকার করিতে হয়। ইহা যে না পারে, সে পশু অপেক্ষাও অধম। তোমার স্বামী বেশি টাকা উপার্জ্জন করেন; পরিবারের মধ্যে তিনি সর্ব্বাপেক্ষা কৃতী ও উপার্জ্জনশীল। তুমি তাই বলিয়া গর্ব্বিতা হইও না। যে নত, সকলেই তাহাকে স্নেহ ও প্রশংসা করে।

অনেকে অলঙ্কারের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত; যেন তাহাদিগের মন প্রাণ অলঙ্কারময় হইয়া আছে; যেন স্নেহ, মমতা, উদারতা, দয়া, ধর্ম্ম তাহাদিগের হৃদয় হইতে পলায়ন করিয়াছে, কেবলমাত্র বসন ভূষণের বলবতী ইচ্ছা তাহাদিগের হৃদয় আচ্ছন্ন করিয়া আছে। এইরূপ বাহ্যভূষণপ্রিয় রমণীগণ অলঙ্কারের জন্য স্বামীকে ব্যতিব্যস্ত করেন, স্বামীর যথাসর্ব্বস্ব অলঙ্কারের পাছে গেলেও তাঁহারা তৃপ্তিলাভ করেন না। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন না যে, ইহা দ্বারা কত টাকা নষ্ট হয়। অতিরিক্ত গহনা প্রস্তুত করিলে স্বর্ণকারকে যে টাকা, পারিশ্রমিক দিতে হয়,

তাহা বৃথা ব্যয় হয়, এবং যে টাকা দ্বারা গহনা প্রস্তুত হয়, তাহা অলসভাবে গৃহে পড়িয়া থাকে, ঐ টাকা খাটাইলে তদ্দ্বারা অনেক টাকা উৎপন্ন হইতে পারে। বিশেষতঃ স্বর্ণকারের হস্তে সোণা দিলে তাহা নিষ্কৃত্রিম থাকে না, তাহাতেও অনেক টাকা অপব্যয় হয়। অবস্থানুসারে যাঁহার যে পরিমাণ অলঙ্কারের প্রয়োজন, তিনি তাহার অতিরিক্ত অলঙ্কার সঞ্চয়ের জন্য পারিবারিক ও দাম্পত্য সুখে জলাঞ্জলি না দেন, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। যুবতীগণ নিশ্চয় জানিবেন, বাহ্য-ভূষণের গর্ব্ব অতি অসার। প্রকৃতি দেবী যাহাকে সুন্দরী করিয়াছেন, ভূষণ দ্বারা তাহার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয় না। তোমার পতি যদি তোমাকে ভাল বাসেন, তবে তোমার ন্যায় সুন্দরী আর কে? তোমার আত্মা যদি জ্ঞান ও ধর্ম্মে উন্নত হইয়া থাকে, তবে তোমার ন্যায় সুন্দরী কেহ নাই।

দাস দাসীদিগকে কর্কশভাষা বলিও না। জননী স্বরূপে তাহাদিগকে পালন করিবে। দাসদাসীরা স্নেহের সহিত ব্যবহৃত হইলে, প্রভুর একান্ত অনুগত ও বাধ্য হয়। তাহাদিগকে সর্ব্বদা রূঢ়তার সহিত ব্যবহার করিলে, তাহারা ধূর্ত্ত ও কর্ত্তব্যকার্য্য করিতে শিথিলযত্ন হয়।

আমাদিগের দেশের অধিকাংশ ভদ্রলোকের

অবস্থা উন্নত নহে, তজ্জন্য গৃহিণীদিগকে স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিতে হয়। গৃহকার্য্য করা হেয় ও লজ্জাকর নহে; সীতা, দ্রৌপদী প্রভৃতি রাজরাণীগণও উহা শ্লাঘনীয় মনে করিতেন। তাঁহারা স্বহস্তে গৃহমার্জ্জন ও রন্ধনাদি করিতেন। গৃহিণীরা স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিলে, গৃহ যেরূপ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, দাস দাসী দ্বারা তদ্রূপ হয় না। স্বয়ং গৃহকার্য্য করিলে, শরীর বলিষ্ঠ ও নীরোগ থাকে। এই জন্য আমাদিগের দেশের মধ্যশ্রেণীর নারীদিগের স্বাস্থ্য পুরুষদিগের স্বাস্থ্য অপেক্ষা অনেক ভাল। যাহারা সর্ব্বদা গৃহকার্য্য করে, তাহাদিগের গর্ভাশয় সম্বন্ধীয় পীড়া কম হয় এবং সহজে প্রসব হয়। যাঁহারা আলস্যে কালযাপন করেন,তাঁহাদিগকে প্রায়ই ঐ সমস্ত পীড়ায়, এবং প্রসবকালীন, অতিশয় যন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। এজন্য, দাসদাসী থাকিলেও, সাধ্যানুসারে, গৃহকার্য্য স্বহস্তে করা কর্ত্তব্য।

যাঁহারা স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিতে নিতান্ত অক্ষম, তাঁহারা সর্ব্বদা দাসদাসীদিগের কার্য্য তত্ত্বাবধান করিবেন। ইহাদিগের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া থাকিলে, কোনও কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় না। রন্ধন নারীদিগের বিশেষ গুণপণার কার্য্য। যত্নের সহিত ভাল রন্ধন শিখিবে।

সংসারের আয় বুঝিয়া ব্যয় করিবে। আয়ের অধিক ব্যয় হইলে, কুবেরের ভাণ্ডারও শুষ্ক হইয়া যায়। এই কার্য্য বিশেষরূপে এবং দক্ষতার সহিত সম্পাদিত হইবার জন্য, ব্যয়ের ও তাহার হিসাব রক্ষার ভার, গৃহিণীদিগের হস্তে অর্পণ করা কর্ত্তব্য। আয় ব্যয় সম্বন্ধে গৃহিণীদিগকে দীক্ষিত না করিলে, সংসার বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। গৃহিণীরা যদি আয়ের পরিমাণ না জানিতে পান, তবে ব্যয়ের কোনও অনুমান করিতে পারেন না, সুতরাং অমিতব্যয়ী হন। সাধারণতঃ, পুরুষাপেক্ষা নারীগণ মিতব্যয়ী। ব্যয় ও সঞ্চয়ের ভার ইহাদিগের হস্তে ন্যস্ত হইলে, সংসার উন্নত হয়।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(১) গর্ভিণী।

আমরা প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে, তাহার আনুষঙ্গিক কয়েকটী বিষয় প্রসঙ্গক্রমে বিবেচনা করিব।

অপত্যোৎপাদন মনুষ্যের স্বাভাবিক বৃত্তি এবং তাহা নরনারীর ইচ্ছাধীন। কিন্তু প্রকৃতি দেবী সৃষ্টি প্রক্রিয়া রক্ষার জন্য, এই নিয়ম স্থাপন করিয়া, তাহার অনুশীলন জন্য নরনারীর হৃদয়ে যে বাসনাবায়ু প্রদান করিয়াছেন, তাহা দুর্দ্দম্য এবং তাহার অনুশীলনে অপূর্ব্ব সুখ-সম্ভোগ হয় বলিয়া, দুর্ব্বলান্তঃকরণ মনুষ্যের নিকট দাম্পত্য সম্বন্ধের তাহাই প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া প্রতীত হয়; যাহা বাস্তবিক আনুষঙ্গিক ও উত্তেজক কারণ, তাহাই মুখ্য কারণরূপে কার্য্যতঃ পরিণত হয়। সুতরাং দাম্পত্য সম্বন্ধ অনুশীলনে প্রায়সঃ নিয়ম ও আত্মসংযম নাই, স্বাভাবিক প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইলেই তাহা চরিতার্থ করা হইয়া থাকে। তাহার অনিবার্য্য ফল সন্তান সন্ততির বাহুল্য।

অধিক সংখ্যক সন্তান সন্ততি প্রার্থনীয় কি না,

এখন আমরা তাহারই আলোচনা করিব। ডাক্তা-রেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, বহুসন্তান প্রস-বিনীর শরীর এককালীন জীর্ণ হইয়া যায় এবং সন্তান-গণও দুর্ব্বল হয়। তাঁহারা বলেন, অনেক স্ত্রীলোকের গর্ভাশয় সম্বন্ধীয় পীড়া এই কারণে হয় এবং সন্তানগণ খর্ব্বকায়, রুগ্ন ও অল্পজীবী হয়। আমাদিগের দেশে বালিকা বিবাহ প্রচলিত থাকায়, অন্যান্য দেশবাসি-গণ অপেক্ষা, আমরা ইহার শোচনীয় ফল স্পষ্টাক্ষরে দেখিতে পাই। বালিকা ভার্য্যারা বহুসন্তান প্রস-বিনী হয়। তাহারা "কুড়িতেই বুড়ী" হইয়া পড়ে এবং সন্তানগণ প্রায়ই জীর্ণ শীর্ণ ও খর্ব্বকায় হয়।

স্থির বুদ্ধিতে বিবেচনা করিতে গেলে, বহু সন্তান পিতা মাতার সুখের কারণ নহে ; প্রত্যুতঃ, স্বভাবের নিয়মের ব্যভিচার জন্য, তাহারা যেন মর্ম্মভেদী জীবিত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া বোধ হয়। ইহারা সর্ব্বদা পীড়িত হইয়া পিতামাতাকে অশেষ যন্ত্রণা দেয় এবং তাহাদিগের হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া অকালে কালভবনে নীত হয়। চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "বরং এক গুণী পুত্র শ্রেয়ঃ কিন্তু শত মূর্খ পুত্র ভাল নহে"। আমরা বলি, বরং এক সুস্থকায়, দীর্ঘ-জীবী পুত্র ভাল, কিন্তু বহুসংখ্যক চিররোগী, অল্পায়ুঃ পুত্র ভাল নহে।

জীবন দানে জীবন হরণ প্রকৃতির স্বতঃসিদ্ধ নিয়ম। অতিরিক্ত সন্তানোৎপাদনে জনক জননীর স্বাস্থ্য ভগ্ন হইয়া যায়; কিন্তু জননীকে ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ ফলভোগ করিতে হয় বলিয়া তাঁহার শরীর এককালীন মাটি হইয়া যায়। যখন তাঁহার যৌবনের পূর্ণাবস্থা, তখন তাঁহার জীবন-সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ক্রমে হেলিতে থাকে। আমাদিগের দেশের নারী-দিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয় ব্যথিত হয়। তাহাদিগের জীবন এক সুদীর্ঘ দুঃখ-রজ্জু দ্বারা বাঁধা। বালিকার শরীর সুদৃঢ় হইতে না হইতে, তাহার অবয়বগুলি পূর্ণতা প্রাপ্ত হইতে না হইতে, মন বাল্যকালের চাঞ্চল্য ত্যাগ করিতে না করিতে, হৃদয়ে অপত্য-স্নেহের অঙ্কুর হইতে না হইতে, চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাকে মাতা হইতে হয়। যে রক্ত দ্বারা তাহার নিজের অস্থি সংগঠিত হইত, জীবনী-শক্তি বৃদ্ধি হইত, সেই রক্ত আর একটী জীবের পোষণ জন্য ব্যয় হইতে থাকে। বালিকাবয়সে এই গুরুতর ভার স্কন্ধে পড়ায়, ভয়ে, ত্রাসে বালিকার আত্মা শুষ্ক হয়। প্রসব যন্ত্রণায় তাহার অসম্পূর্ণ, অপক্ক, কোমল শারীরিক যন্ত্রগুলি যার পর নাই দুর্ব্বল হয়, এবং প্রসবের পর, দিন দিন স্তন্য দুগ্ধের সহিত, তাহার জীবন ক্ষীণ হইয়া যায়। তাহার পর, শরীর সুস্থ হইয়া উঠিতে না

উঠিতে, আবার সেই পুরাতন নাটকের অভিনয়! উর্ণনাভের জাল বয়নের ন্যায়,তাহার জীবনে বিশ্রাম নাই। এক দিকে জাল বুনন হইতেছে, অপর দিক্ হইতে ব্যাধি-কীট তাহা জীর্ণ শীর্ণ করিতেছে, যমদূত-রূপী প্রচণ্ড আর একটা কীট আসিয়া এত কষ্টের, এত দুঃখের সেই জালের কতকাংশ ছিঁড়িয়া লইয়া যাইতেছে।

অধিক সংখ্যক সন্তানোৎপাদনের হলাহল-পূর্ণ এই দোষ অপেক্ষা আরও গুরুতর দোষ আছে। পিতামাতা তাহাদিগকে উপযুক্তরূপে লালন পালন করিতে ও শিক্ষা দিতে পারেন না। এই জন্য, সেই সমস্ত দুর্ব্বল ও অশিক্ষিত শিশু বয়স্ক হইয়া সমাজের কলঙ্ক হইয়া উঠে। সমাজকে দৃঢ়কায়, সুশিক্ষিত ও সুনীতিসম্পন্ন সন্তান দ্বারা ভূষিত করা, প্রত্যেক মনুষ্যের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ; যিনি তাহা না করিয়া দুর্ব্বল, অশিক্ষিত ও দুর্নীতি সন্তান দ্বারা সমাজ হীন-বল ও কলুষিত করেন, তিনি সমাজের ঘোর শত্রু। মিল বলেন "ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কোনও ব্যক্তি মাতাল কিংবা ব্যভিচারী হইলে জন-সমাজে সে নিন্দনীয় হয় ; কিন্তু এ বিষয়ে অমিতাচারি-গণ নিন্দিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং সমাজ মধ্যে প্রশংসাভাজন হয়। যে পর্য্যন্ত মত্ততা প্রভৃতি আতি-

শয্যের ন্যায় এই আতিশয্য অন্যায় ও নিন্দনীয় বলিয়া পরিগণিত না হইবে সে পর্য্যন্ত নৈতিক উন্নতির আশা কম"। ইয়ুরোপের প্রধান চিন্তাশীল লেখক জন-ষ্টুয়ার্ট মিলের এই মত।

বহুসংখ্যক সন্তানোৎপাদনের ফল আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। প্রত্যেক নারী ইহার সত্যতা স্বীকার করিবেন। আমরা বিবেচনা করি, কেবল মাত্র তাঁহাদিগের উপর ইহার ভার থাকিলে, তাঁহারা, অন্ততঃ আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অনুরোধে, এই দুঃখ-ময় আতিশয্যে রত হইতেন না। ইহাতে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের দোষ অধিক; কিন্তু স্বামীগণ যদি একটু আত্মসংযম করেন, তবে এইরূপ অনিষ্টপাত হইবার সম্ভব কম হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্ত্রীদিগের ঋতুকাল মধ্যে এমন এক সময় আছে যখন তাহারা বন্ধ্যা থাকে। পুরুষেরা সেই সময়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিলে উভয় কুল রক্ষা এবং ইচ্ছানুরূপ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সন্তান হইতে পারে।

আমরা এখন শারীরিক ও মানসিক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিব। এ বিষয়টী অত্যন্ত কৌতুকা-বহ এবং জ্ঞানগর্ভ।

ডাক্তারদিগের মতে উত্তরাধিকার চারি প্রকার। প্রথমতঃ, মুখ্য উত্তরাধিকার—যাহাতে সন্তানগণ

পিতামাতার অবয়ব ও গুণ প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ, গৌণ উত্তরাধিকার—যাহাতে সন্তানগণ পিতা কিংবা মাতার গুণ প্রাপ্ত না হইয়া, মাতুল, পিতৃব্য প্রভৃতির ন্যায় হয়। তৃতীয়তঃ, ঊর্দ্ধতন উত্তরাধিকার—যাহাতে পিতামহ, মাতামহ, প্রভৃতি ঊর্দ্ধতন পুরুষদিগের অবয়ব ও গুণের সহিত সন্তানের সাদৃশ্য থাকে। কখনও কখনও এরূপ দৃষ্ট হয় যে, মাতামহের শ্মশ্রুর ন্যায় শ্মশ্রু কিংবা তাহার পুরুষজাতি-সুলভ পীড়া দৌহিত্রে উৎপন্ন হয়; রক্তের সম্বন্ধ এইরূপ অচিন্তনীয় ও অবিতর্ক্য। চতুর্থ শ্রেণীর উত্তরাধিকার আমাদিগের জাতি মধ্যে নাই। ইহাতে সন্তান পিতামাতার সদৃশ না হইয়া, তাহার মাতার পূর্ব্বস্বামীর ন্যায় হয়। ভুক্তা স্ত্রী পুনর্বিবাহ করিলে, তাহার পূর্ব্বস্বামীর যে সমস্ত দৈহিক চিহ্ন তৎসহবাসে প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা দ্বিতীয় স্বামীর ঔরসজাত সন্তানে সংক্রমিত হয়। *

পিতা মাতার শুক্র শোণিত সহ সঞ্চালিত হইয়া যে সমস্ত গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্ভিন্ন আর এক শ্রেণীর

---

* এই জন্য পূর্ব্বকালে ভুক্তা স্ত্রীর পুনর্ব্বিবাহ সাধু সমাজে প্রচলিত ছিল না এবং বৈদিক মন্ত্রপাঠ দ্বারা ঐরূপ বিবাহ সম্পন্ন হইত না। যাহারা ঐরূপ বিবাহ করিত, তাহারা যে শ্রেণীর লোক, তাহা হইতে অবনতি প্রাপ্ত হইত।

গুণ সন্তানে প্রাপ্ত হয়, তাহা কেবলমাত্র পিতা মাতার সাময়িক মানসিক অথবা শারীরিক অবস্থা হইতে উৎপন্ন। পিতা মাতা অথবা তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বর্ব্বর কিংবা অঙ্গহীন না হইলেও, গর্ভকালে মাতা কোনও মানসিক আঘাত প্রাপ্ত হইলে, ঐরূপ সন্তান হইতে পারে। আবার, উৎপাদন কালে পিতা কিংবা মাতা মাদকদ্রব্য সেবনে উন্মত্ত থাকিলে, সন্তান মৃগী রোগাক্রান্ত হইতে পারে।

পিতামাতার শারীরিক ও মানসিক দোষগুণ উভয়ই সন্তানে সঞ্চালিত হয়।

সৌন্দর্য্য।

কোনও কোনও বংশের সন্তান সন্ততিগণ পুরুষানুক্রমে সুন্দর। কলিকাতার বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গোষ্ঠী ইহার জীবিত দৃষ্টান্ত। টেরা চক্ষু, দীর্ঘ নাসিকা, ক্ষুদ্র অধর প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সংক্রমিত হয়।

গ্রীবা ও বাহু।

এ সম্বন্ধেও ঐ রূপ। পিতা মাতা দীর্ঘকায় হইলে সন্তান দীর্ঘকায় হয়; খর্ব্বকায় হইলে সন্তান খর্ব্বকায় হয়।

সাধারণতঃ, সন্তানের চেহারা, মস্তক ও হস্তপদের গঠন, ইন্দ্রিয় সকলের বিশেষতঃ, চর্ম্ম ও স্নায়ুমণ্ডলীর

অবস্থা পিতার অনুরূপ হয়। শরীরের অবয়ব ও ধাতু মাতার ন্যায় হয়। কিন্তু স্থল বিশেষে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইয়া থাকে।

চুল।

চুলের দৈর্ঘ্য, বর্ণ ও গঠন সন্তানে সঞ্চালিত হয়। টাক, বংশাবলিক্রমে চলিতে দেখা যায়।

ধাতু।

পিতা মাতার ধাতু বিপরীত হইলে সন্তানের মধ্যবর্ত্তী এক ধাতু হয়।

উৎপাদিকা শক্তি।

পিতা মাতা বহু সন্তান উৎপাদন করিলে, সাধারণতঃ, সন্তানগণও ঐরূপ উর্দ্ধরতা প্রাপ্ত হয়।

দীর্ঘ জীবন।

গর্দ্দভ, অশ্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী। ঐ উভয়ের সংযোগে খচ্চর উৎপন্ন হইলে, তাহার আকার অশ্বের ন্যায় হয়, কিন্তু সে গর্দ্দভের ন্যায় দীর্ঘজীবী হয়। কোনও কোনও বংশ দীর্ঘজীবী, কোনও কোনও বংশ স্বল্পজীবী হয়।

অঙ্গবৈষম্য।

পিতা মাতার অতিরিক্ত অঙ্গুলি থাকিলে অথবা আলজিহ্বা না থাকিলে, সন্তানও তদ্রূপ হইতে দেখা যায়।

ব্যক্তিগতবিশেষত্ব।

ভাব ভঙ্গি, চাল চালৃতি, কণ্ঠস্বর, হস্তলিপি প্রভৃতি অনেকগুলি ব্যক্তিগত-বিশেষত্ব সন্তান প্রাপ্ত হয়। আয়ুর্ব্বেদ মতে চুল, শ্মশ্রু, রোম, হাড়, নখ, দাঁত, শিরা, স্নায়ু, ধমনী, শুক্র প্রভৃতি স্থির পদার্থ পিতার বীর্য্য হইতে, এবং মাংস, রক্ত, মেদ, মজ্জা, হৃদয়, নাভি, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র, গুহ্যদেশ প্রভৃতি মৃদু পদার্থ মাতার রক্ত হইতে, উৎপন্ন হয়।

সুন্দর সন্তান উৎপাদনের উপায়।

পিতা মাতা সুন্দর হইলে সন্তানও সুন্দর হয়। কিন্তু সকল স্থানে এরূপ সংযোগ ঘটিয়া উঠে না। অথচ, সকলেই সুন্দর সন্তান প্রার্থনা করে। তবে কি কোনও উপায় দ্বারা, ইচ্ছা করিলে, সুন্দর সন্তান উৎপাদন করিতে পারা যায়? বিজ্ঞান বলেন তাহা পারা যায়। তাহার কারণ এই যে, মাতার মনের ভাব দ্বারা গর্ভস্থ সন্তানের শরীর ও অবয়ব সংগঠিত হইতে পারে। যদি মাতার মন সর্ব্বদা সুখময় কল্পনা

ও মনোহর মূর্ত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে, তবে সন্তান অবশ্যই সুন্দর হইবে। গ্রীসদেশে প্রকাশ্য উদ্যানে সুন্দর সুন্দর দেব দেবীর অসংখ্য মূর্ত্তি থাকিত। উদ্যানে ভ্রমণকারিণীরা সর্ব্বদা ঐ সমস্ত মনোহর মূর্ত্তি দেখিতেন এবং তাহা তাঁহাদিগের হৃদয়ে জাগরূক থাকিত। তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততি ঐ সমস্ত দেবদেবীর ন্যায় সুন্দর হইত। এই উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য, উভয়ের সুস্থ শরীরে, বসন্ত কালে মাসিক রজোদর্শনের চারি পাঁচ দিবস পরে, উভয়ে এক মন হইয়া সন্তানোৎপাদন করা কর্ত্তব্য। স্বামী সুশ্রী হইলে, স্ত্রী এক মনে. স্বামীর রূপ ভাবিবেন। আর স্ত্রী রূপবতী হইলে, নিজ রূপ ধ্যান করিবেন। গর্ভিণীর সম্মুখে সর্ব্বদা সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি রাখিলেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে। তিনি কুশ্রী পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোক দেখিবেন না, তাহাদিগের বিষয় ভাবিবেনও না। যাহাতে কোনও আঘাত প্রাপ্ত না হন কিংবা ভয় না পান, এইরূপ সাবধানে থাকিবেন। পুষ্টিকর দ্রব্য ভোজন করিবেন। সর্ব্বদা বেশভূষা করিয়া সুখ-শয্যায় শয়ন উপবেশন করিবেন। যাহাতে দেখিতে মন্দ দেখা যায়, এরূপ ভাব ভঙ্গি করিবেন না। সর্ব্বদা প্রশান্ত চিত্তে থাকিবেন এবং ক্রোধাদি দ্বারা মনের শান্তিভঙ্গ করিবেন না।

মানসিক উত্তরাধিকার।

পিতা মাতার সন্তানোৎপাদনকালীন মনের ভাবের সহিত ভবিষ্যৎ সন্তানের মানসিক প্রবৃত্তির বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। অতএব, এই সময়ে মন হইতে কুটিল ভাবনা ত্যাগ করিয়া, সরল ও প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ে থাকা কর্ত্তব্য।

পিতা মাতা তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও শিক্ষিত হইলে, সন্তানও বুদ্ধিমান্ হয়; অজ্ঞদিগের সন্তানগণ নির্ব্বোধ হয়। এই জন্য, এই দেশে মুসলমানজাতির অধিকাংশ অদ্যাপি উন্নত হইতে পারে নাই। ইহাদিগের কোনও পুরুষেও বিদ্যাচর্চ্চা ছিল না; এখন গবর্ণমেন্ট ইহাদিগের শিক্ষার নানা উপায় করিয়া দিয়াছেন; তথাপি ইহারা সুশিক্ষিত হইতে পারিতেছে না। কিন্তু ইহার পর-পুরুষ বর্ত্তমান পুরুষাপেক্ষা উন্নত হইবে। সুবর্ণবণিক জাতি সম্বন্ধেও ঐরূপ। ইহাদিগের শারীরিক সৌন্দর্য্য ও মানসিক অন্ধকার, প্রায়শঃ, সমভাবে সন্তানে সঞ্চালিত হয়। আবার, যোড়াসাঁকোর ঠাকুর বংশ ও রামবাগানের দত্ত বংশের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ইহারা পুরুষানুক্রমে বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত। ইহাদিগের পরিবার মধ্যে, স্ত্রী পুরুষে শিক্ষা লাভ করে; এইজন্য ইহাদিগের পুরুষ-পরম্পরায় বুদ্ধিমত্তার গৌরব রক্ষা

হইয়া আসিতেছে। যেখানে স্ত্রীরা অশিক্ষিতা, সেখানে এই গৌরব স্থায়ী হয় না। স্থলবিশেষে, পিতা মাতা তীক্ষ্ণবুদ্ধি হইলেও, কোনও পূর্ব্বপুরুষের বর্ব্বরতা সন্তানে প্রকাশ পাইয়া থাকে; কিন্তু মোটের উপর ইহা নিশ্চয় যে, বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত পিতা মাতার সন্তান বুদ্ধিমান্ হয়।

বিষয়বিশেষের নৈপুণ্য পুরুষানুক্রমে চলিয়া থাকে। দার্শনিকের বংশে দার্শনিক, স্মার্ত্তের বংশে স্মার্ত্ত, গায়কের বংশে গায়ক, রাজমন্ত্রীর বংশে রাজমন্ত্রী জন্মিয়া থাকে। কিন্তু রোজার বেটা বনগোরু হইবার কারণ আছে; মাতা অজ্ঞ ও নির্ব্বোধ হইলে ঐরূপ হইতে পারে, অথবা কোনও নির্ব্বোধ পূর্ব্বপুরুষের মানসিক বৃত্তি পরবর্ত্তী সন্তানে সঞ্চালিত হইতে পারে।

সাধারণতঃ, কন্যা পিতার ন্যায় এবং পুত্র মাতার ন্যায় হয়। কন্যার মস্তকের আকৃতি, বক্ষ ও হস্তের গঠন পিতার ন্যায় হয়; শরীরের নিম্নভাগ মাতার ন্যায় হয়। পুত্র সম্বন্ধে ঠিক ইহার বিপরীত। তাহাদিগের উপরের অঙ্গ মাতার ন্যায় এবং নিম্নের অঙ্গ পিতার ন্যায় হয়। সুতরাং মাতা বুদ্ধিমতী হইলে পুত্র বুদ্ধিমান্ এবং গুণবান্ পিতার কন্যা গুণবতী হয়।

পিতা মাতার মানসিক দোষ সন্তান প্রাপ্ত হইলে,

শিক্ষা দ্বারা তাহা অনেক পরিমাণে অপনীত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, শিক্ষাভাবে, পিতা মাতার সদ্গুণ বিলুপ্ত হইয়া, সন্তান দুর্নীত হইয়া থাকে।

পিতা মাতার অনেকগুলি রোগ সন্তানে সঞ্চালিত হয়। এমন কি, পূর্ব্বপুরুষের কোনও কোনও রোগ পরপুরুষে প্রকাশিত হয়; মধ্যে দুই তিন পুরুষ বাদ যাইতে দেখা যায়। ক্ষয়কাশ, হৃদ্রোগ, গলরোগ, চর্ম্মরোগ, হাঁপানি, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডলীর রোগ, বাত, ক্ষত, মেদরোগ প্রভৃতি পুরুষানুক্রমে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ, মাতার রোগ কন্যা এবং পিতার রোগ পুত্র প্রাপ্ত হয়। সন্তানদিগের মধ্যে পৈত্রিক কোনও রোগের চিহ্ন দেখিবামাত্র উপযুক্ত চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; সময় থিরে, সুনিয়মে ও সুচিকিৎসার অধীনে রাখিতে পারিলে, রোগ এককালীন দূরীভূত না হউক, প্রবল হইতে পারে না।

ইচ্ছানুসারে পুত্র কিংবা কন্যা উৎপাদিত হইতে পারে কি না?

পুত্র অথবা কন্যা জন্মিবার কারণ অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। ইহা স্বভাবের একটী গুহ্য প্রক্রিয়া; মনুষ্যের জ্ঞানের অগম্য কি না তাহা আমরা বলিতে পারি না;

তবে, মনুষ্যের বুদ্ধি অদ্যাপি এই রহস্য ভেদ করিতে সক্ষম হয় নাই। ইদানীন্তন ডাক্তারেরা এই প্রশ্নে মনোনিবেশ করিয়াছেন ; তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, মধুমক্ষিকা প্রথমে যে ডিম্ব প্রসব করে, তাহা হইতে স্ত্রী এবং পরে যে ডিম্ব প্রসব করে, তাহা হইতে পুরুষ মক্ষিকা উৎপন্ন হয়। মুরগী সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহারা ইহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, গাভী যখন প্রথম "গরম" হয় (অর্থাৎ উৎপাদিকা-শক্তি পরিচালনের ইচ্ছা প্রকাশ করে), তখন গর্ভবতী হইলে বক্‌না বাছুর এবং শেষাবস্থায় গর্ভবতী হইলে এঁড়ে বাছুর হয়। এক জন ডাক্তার * লিখিয়াছেন যে, ঋতুকালের প্রথমার্দ্ধে গর্ভ হইলে কন্যা এবং শেষার্দ্ধে গর্ভ হইলে পুত্র হয়। আব এক জন ডাক্তার লিখিয়াছেন যে, ঋতু জন্য স্রাব বন্ধ হওয়ার পর দুই হইতে ছয় দিবস মধ্যে গর্ভ হইলে কন্যা এবং নয় হইতে ১২ দিবস মধ্যে গর্ভ হইলে পুত্র-সন্তান হয়।

আয়ুর্ব্বেদের মতের সহিত এই মতের ঐক্য নাই। সুশ্রুত বলেন, শুক্র বাহুল্যে পুত্র এবং আর্ত্তব বাহুল্যে কন্যা হয় †। ঋতুর দিবস হইতে চতুর্থ, ষষ্ঠ, অষ্টম,

---

* Dr. F. J. W. Packman of Wimborne, in "Lancet."

† শুক্রবাহুল্যাৎ পুমানিতি। আর্ত্তববাহুল্যাৎ স্ত্রীতি।

দশম এবং দ্বাদশ প্রভৃতি দিবসে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে শুক্র বাহুল্য হেতু পুত্র হইবার সম্ভব। এই সকল দিবসে শোণিত অপেক্ষাকৃত কম থাকে। পঞ্চম, সপ্তম, নবম, প্রভৃতি দিবসে শুক্রাপেক্ষা শোণিতের ভাগ বেশী থাকে; এজন্য এই সকল দিবসে গর্ভ হইলে কন্যা হইবার সম্ভব।

আমরা আয়ুর্ব্বেদের মতই অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বলিয়া অনুমান করি। কারণ, পুত্র অথবা কন্যা হইবার অন্য যে কারণই থাকুক, স্ত্রীপুরুষেব বীর্য্যের ন্যূনাতিরেক যে ইহার একটী প্রধান কাবণ, তাহা সহজে বোধগম্য হয়।

(২) গর্ভিণী।

আমরা এখন নারীজীবনের তৃতীয় অবস্থায় উপনীত হইতেছি। গৃহিণী এযাবৎ পতির প্রণয়িনী এবং পরিবারবর্গের আদরিণী ছিলেন; এখন তাঁহার জীবন নব-সম্বন্ধ ধারণ করিতে যাইতেছে; এখন তিনি বিশ্ব-জননীর প্রতিকৃতি রূপে গৃহ উজ্জ্বল ও আনন্দময় করিতেছেন। পরিবারের মধ্যে তাঁহার মর্য্যাদা বাড়িয়াছে—সকলেই তাঁহার সুখ, স্বাচ্ছন্দের বিধান করিতেছে; যাহাতে তাঁহার কোনওরূপ শারীরিক বা মানসিক উদ্বেগ না হয়, তজ্জন্য সকলেই

ব্যস্ত। তাঁহার রুচি অনুসারে আহারের ব্যবস্থা হইতেছে এবং সাধ করিয়া তাঁহাকে "সাধ" ভক্ষণ করান হইতেছে। সংসারে নূতন জীবের আবির্ভাব হইবে, কি আনন্দ, কি পুলক!

কিন্তু এই সময়ে গর্ভিণীকে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিতে না পারিলে, সমস্ত আনন্দ, সমস্ত পুলক, বিষাদসাগরে মগ্ন হয়। আমাদিগের দেশে ধাত্রী-বিদ্যার অনুশীলন না থাকায়, কত গর্ভবতী নারী যে বিষম সঙ্কটে অথবা অকালে কালগ্রাসে পতিত হন; কত সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ব্বে অথবা ভূমিষ্ঠ হইয়াই মানবলীলা সম্বরণ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ধাত্রী-বিদ্যা সম্বন্ধে পুস্তক লেখা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তবে যে সমস্ত নিয়ম পালন করিলে গর্ভিণী নিরাপদে প্রসূতী হইতে পারেন, সংক্ষেপে তাহা বলিব।

গর্ভ লক্ষণ।

১। মাসিক ঋতু বন্ধ হইলে, তাহা সাধারণতঃ গর্ভলক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। কিন্তু অনেক অবস্থায় ইহা সন্তান ধারণের অকাট্য প্রমাণ নহে।

অনেক অল্পবয়স্কা যুবতী গর্ভবতী হইয়াও দুই তিন মাস পর্য্যন্ত রজোদর্শন করিয়া থাকে; এমন কি,

কেহ কেহ গর্ভাবস্থায় নিয়মিতরূপে রজস্বলা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ, সুস্থ শরীরে রজোবোধ হইলে তাহাকে গর্ভের লক্ষণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে।

২। বিবমিষা, অর্থাৎ বমনের ইচ্ছা। কেহ কেহ গর্ভধারণ করিবামাত্র, কেহ বা দুই তিন মাস পরে, সর্ব্বদা বমন করেন। বৈকাল অপেক্ষা সকালে শরীর অধিক বমি বমি করে এবং বমন করিলে আরাম বোধ হয়। ইহা গর্ভের একটী সুলক্ষণ। কিন্তু যদি বমন জন্য বিশেষ ক্লেশ অনুভব হয় তবে তাহার চিকিৎসা আবশ্যক।

৩। স্তনের অবয়ব। গর্ভাবস্থায় স্তন পূর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও দৃঢ় হয়। স্তনের বোঁটা স্ফীত হয় এবং স্তনের উপরস্থ শিরা সকল নীলবর্ণ হইয়া ভাসিয়া উঠে। বোঁটের চতুর্দ্দিকের চর্ম্ম অপেক্ষাকৃত ঘোর এবং আয়তনে বৃদ্ধি হয়। কাহারও দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে, কাহারও বা দুই তিন মাস পরে, এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায়।

৪। সঞ্চলন। গর্ভের চারি মাস হইতে পাঁচ মাসের মধ্যে সন্তান উদরের মধ্যে অঙ্গ সঞ্চালন করে। তাহা গর্ভিণী অনায়াসে অনুভব করিতে পারেন। কিন্তু সন্তান অতিশয় দুর্বল হইলে ঐরূপ সঞ্চলন অনুভূত হয় না।

৫। তলপেট। গর্ভধারণের প্রথম দুই মাসে তলপেট প্রশস্ত ও নীচ হয়। নাভি নীচ হইয়া উদরের মধ্যে বসিয়া যায়। তৃতীয় মাসে তলপেটের নিম্নভাগ স্ফীত হয় কিন্তু চতুর্থ মাসে কমিয়া যায়। ইহার পর হইতে উদর ক্রমে স্ফীত ও কঠিন হইতে থাকে। উদরী প্রভৃতি রোগে উদর যেরূপ আকারে স্ফীত হয় ইহা সেরূপ নহে। গর্ব্ভাবস্থায় উদরের আকার পেয়ারার ন্যায় হয়। নাভি ক্রমে ঠেলিয়া উঠে।

৬। গর্ভের দুই তিন মাসে, অখাদ্য ভোজনেচ্ছা, মুখে অধিক লালা, বুক জ্বালা, ক্ষুধা মান্দ্য প্রভৃতি হইয়া থাকে। তাহার পর ক্ষুধা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। দাঁত বেদনা, পেটের পীড়া, দক্ষিণ দিকে বেদনা ইত্যাদিও হইয়া থাকে। অখাদ্য ভোজনেচ্ছা এত বলবতী হয় যে, গর্ভিণীরা পোড়া মাটি, ভাঙ্গা কলসীর টুকরা প্রভৃতি খাইয়া থাকে।

৭। গর্ভাবস্থায়, সাধারণতঃ, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়; কাহারও বা শরীরের চর্ম্ম শিথিল হইয়া বৃদ্ধের ন্যায় দেখা যায়। যাহাদিগের সর্ব্বদা ঘর্ম্ম হয়, তাহাদিগের আর ঘর্ম্ম হয় না এবং যাহাদিগের সর্ব্বদা ঘর্ম্ম হয় না, তাহাদিগের শরীর ঘর্ম্মে সিক্ত হয়। চক্ষুর নীচে নীলবর্ণ গোল দাগ পড়ে।

৮। এই অবস্থায় মনের ভাবও পরিবর্ত্তিত হয়।

কেহ কেহ চঞ্চল ও খিটখিটা হয়; কেহ বা ধীর ও গম্ভীর মূর্ত্তি ধারণ করে।

গর্ভিণীকে আহার ব্যবহার সম্বন্ধে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এই অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উপর আর একটী জীবন নির্ভর করে। তাচ্ছিল্য করিয়া, নিজের শরীর যত্নের সহিত পালন না করিলে, গর্ভস্থ শিশু রুগ্ন, অঙ্গহীন ও বুদ্ধিহীন অথবা গর্ভমধ্যেই বিনষ্ট হইতে পারে। গর্ভপাতের সংখ্যা কম নহে; গর্ভিণীদিগের অনিয়মেই ইহার অধিকাংশ ঘটিয়া থাকে।

যদি সুস্থ, সুগঠিত ও বুদ্ধিমান সন্তান প্রার্থনীয় হয়, তবে গর্ভস্থ শিশু যাহাতে উত্তমরূপে ও নিরাপদে পুষ্টিলাভ করিতে পারে, তাহা করা কর্ত্তব্য। গর্ভাবস্থায় শরীর সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং পূর্ব্বে যে নিয়মে থাকা যায়, তাহাও সেই সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন করিয়া, সময়ানুক্রমে ব্যবস্থা না করিলে, ভাবী সন্তান খর্ব্বকায় ও দুর্ব্বল হয়। অনেক সময়ে মাতার দোষে সন্তান বুদ্ধিহীন, জড় ও বর্ব্বর হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। যত মূক, অন্ধ, অঙ্গহীন ও বর্ব্বর দৃষ্ট হয়, তাহার অধিকাংশ গর্ভকালে মাতার শারীরিক ও মানসিক বিকার হইতে উৎপন্ন। এ কারণ, গর্ভিণীগণ গর্ভাবস্থায় বিশেষ সাবধানের সহিত থাকিবেন।

গর্ভাবস্থায় কম করিয়া খাওয়া উচিত নহে। যাহা পরিপাক করিতে কষ্ট না হয়, এরূপ পুষ্টিকর দ্রব্য উদর পূরণ কবিয়া ভোজন করা কর্ত্তব্য। দিবা-রাত্রিতে যে কয়েকবার আহার অভ্যাস থাকে, আবশ্যক হইলে তদপেক্ষা বেশী বার খাওয়ায় কোনও দোষ নাই, কিন্তু অধিক তৈলযুক্ত (বড় মাছের পেটি, পোলাও ইত্যাদি), লবণাক্ত অথবা অতি মিষ্ট দ্রব্য ভোজন কবিলে যদি অসুখ হয় তবে খাইবে না। যাহা সুস্বাদু তাহা খাইবে, কিন্তু তাহা বলিয়া অস্বাস্থ্যকর ও অখাদ্য পদার্থ খাইবে না। পাকা ফল খাওয়ায় কোনও দোষ নাই। অতিরিক্ত অম্ল কি ঝাল খাইবে না। ছয় মাসের পর আহারের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবে এবং অধিক পরিমাণে দুগ্ধ, লুচি, মোহনভোগ ইত্যাদি খাইবে।

এই অবস্থায় কটিদেশে কাপড় কসিয়া পরিবে না। যাহাতে উদর সহজভাবে থাকে এইরূপে কাপড় পরিবে। শীতকালে গরম কাপড় দিয়া সর্ব্বদা শরীর ঢাকিয়া রাখিবে, খালি পায়ে হিমের মধ্যে বেড়াইবে না।

এই সময়ে শারীরিক পরিশ্রম বিশেষ উপকারী। যাঁহারা সর্ব্বদা গৃহকার্য্য করেন, তাঁহাদিগের শরীর সুস্থ থাকে এবং সুখ-প্রসব হয়; কিন্তু যে সমস্ত

গৃহকার্য্যে অধিক পরিশ্রম ও ক্লেশ হয়, তাহা করা কর্ত্তব্য নহে। যাঁহারা গৃহকার্য্য করেন না, তাঁহারা গর্ভাবস্থায় বাটীর মধ্যে পরিষ্কার স্থানে পরিষ্কার বায়ুতে প্রত্যহ ২।৩ ঘণ্টা হাটিয়া বেড়াইবেন। পল্লিগ্রামে রমণীরা নদী কিংবা পুষ্করিণী হইতে কক্ষে কলসী করিয়া জল আনিয়া থাকেন, তাহাতে শরীরের একপার্শ্ব উচ্চ ও এক পার্শ্ব মাটির দিকে ঝুলিয়া পড়ে; ইহাতে গর্ভস্থ সন্তানের অনিষ্ট হইতে পারে, অতএব গর্ভাবস্থায় ঐ রূপে জল আনয়ন করা কর্ত্তব্য নহে। যে পাত্র হাতে করিয়া আনা যায়, তাহাতে করিয়া জল আনিলে হইতে পারে। গর্ভাবস্থায় গাড়ী, পালকী, রেলগাড়ী প্রভৃতি যানে আরোহণ করিয়া দূরস্থানে যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। বিশেষতঃ, প্রথম কয়েক মাসে দূরস্থানে যাওয়া গর্হিত, তাহাতে রক্তস্রাব হইয়া গর্ভপাত হইতে পারে! গর্ভাবস্থায় যদি নিতান্তই কোনও স্থানে যাইতে হয়, তবে ছয় মাস পরে নৌকা-পথে যাওয়াই ভাল। প্রথম গর্ভবতীর পক্ষে এই নিয়ম বিশেষ রূপে পালন না করিলে, নিশ্চয়ই বিপদ উপস্থিত হয়।

যে ঘরে নির্ব্বিঘ্নে বায়ু চলাচল করিতে পারে, এ রূপ জানালাবিশিষ্ট প্রশস্ত ঘরে পরিষ্কার শয্যায় শয়ন করিবে এবং অন্ততঃ ৮।৯ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। এই

অবস্থায় সুনিদ্রার বিশেষ আবশ্যক। দিবসেও দুই এক ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া মন্দ নয়। অতিশয় গরম কিংবা অতিশয় শীতল শয্যায় শয়ন করিবে না।

শারীরিক সুস্থতাপেক্ষা মানসিক শান্তি অধিক প্রয়োজনীয়। প্রথম গর্ভিণীদিগের মনে ভয়ের উদয় হইয়া থাকে। এবং তাঁহারা নিজের অবস্থা সম্বন্ধে ভীত হইয়া বিষণ্ণ হইয়া থাকেন। গর্ভিণীর এইরূপ মানসিক অবস্থা গর্ভস্থ সন্তানের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্ট-কর। একারণ, যত্ন পূর্ব্বক ভয় ত্যাগ করিবে। গর্ভ, পীড়া নহে; ইহা সকল রমণীরই হইয়া থাকে। এই অবস্থায় মনে ভয় হইলে, অকালে, অসম্পূর্ণ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে পারে।

এই অবস্থায় অধিক মানসিক পরিশ্রম করা কর্ত্তব্য নহে। মন যাহাতে সর্ব্বদা সন্তুষ্ট, স্ফূর্ত্তিযুক্ত ও শান্ত থাকে, এইরূপ বিষয় পাঠ ও চিন্তা করা বিধেয়। জননীর গর্ভকালীন মানসিক গতি সন্তানে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। বুদ্ধিমান অথবা নির্ব্বোধ, ক্রূর অথবা সরল, ধার্ম্মিক অথবা অসৎ সন্তান লাভ করা, মাতার উপর অনেকটা নির্ভর করে। গর্ভধারণ কালে, গর্ভা-বস্থায় ও স্তন্যদান সময়ে, মাতার শরীর ও মন যেন গলিয়া সন্তানের শরীর ও মন গঠন করে। সুতরাং গর্ভাবস্থায় মন উন্নত বিষয়ে সর্ব্বদা নিবিষ্ট রাখিলে,

ধর্ম্মচিন্তা করিলে, লোকের সহিত নম্রতা ও সরলতার সহিত ব্যবহার করিলে, দীন দরিদ্রের দুঃখে দুঃখিনী হইয়া তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিলে, ধার্ম্মিক ও বুদ্ধিমান সন্তান হওয়ার সম্ভব। বড় বড় বীরদিগের জীবনচরিত পড়; তাঁহাদিগের অধ্যবসায়, সাহস, ধৈর্য্য, বীর্য্য, স্বদেশের জন্য আত্মবিসর্জ্জন ইত্যাদি মহৎ গুণের বিষয় পাঠ করিয়া,হৃদয় বিস্ময় ও ভক্তিতে পূর্ণ কর; সাহস ও স্বদেশানুরাগ মনে উদ্দীপিত কর; সম্ভবতঃ তোমার বংশে আর "ভীরু বাঙ্গালী" জন্মগ্রহণ করিবে না। কুন্তী স্বীয় পুত্রদিগকে এই রূপ বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, "হে কেশব! তুমি ভীম ও অর্জ্জুনকে কহিবে যে, ক্ষত্রিয়কন্যা যে জন্য গর্ভধারণ করে, তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব, তোমরা যুদ্ধ না করিলে অতিঘৃণাকর কার্য্য করা হইবে"। সিংহীর পুত্র সিংহ! এই সময়ে বৃথা কল্পনাপূর্ণ অথবা কামোদ্দীপক নবন্যাসাদি গ্রন্থ পাঠ করিবে না। কোনও দুশ্চিন্তায় মন নিবিষ্ট করিবে না। যাহা দেখিলে কি ভাবনা কবিলে, মনে ভয়, ঘৃণা, ক্রোধ, গ্লানি, শোক, বিষণ্ণতা ইত্যাদির উদয় হয়, তাহা দেখিবে না ও ভাবিবে না।

মাতার মানসিক ভাবের উপর সন্তানের সৌন্দর্য্য অনেক পরিমাণে নির্ভর করে, ইহা আমরা স্থানান্তরে

বলিয়াছি। গর্ভাবস্থায় কুৎসিত অথবা ভয়ানক কোনও পদার্থ দেখিবে না। কথিত আছে, ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুইর ভার্য্যা, মেরী থেরেসী, গর্ভকালীন হঠাৎ এক জন কুৎসিত, কৃষ্ণবর্ণ, নিগ্রো জাতীয় ভৃত্য দেখিয়াছিলেন। তাঁহার গর্ভে নিগ্রোর ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

কোনও দুর্গন্ধ অথবা অতিশয় তীব্র সুগন্ধ গ্রহণ করিবে না। সংক্ষেপতঃ, যাহাতে শরীর ও মন সুস্থ, সন্তুষ্ট, আনন্দময় ও হৃষ্ট থাকে তাহাই করিবে। গর্ভিণীদিগের অভিভাবিকাগণ এই সমস্ত উপদেশের প্রতি বিশেষরূপে মনোযোগিনী হইবেন।

সংসারে কোনও সুখই নির্ব্বিঘ্নে ভোগ করা যায় না। প্রকৃতি দেবী সুখ দুঃখ মিশ্রিত করিয়া সংসার-বস্ত্র বয়ন করিয়াছেন। যাহাতে বড় সুখ হয়, তাহার জন্যে বড় দুঃখ ভোগ করিতে হয়! পার্থিব সমস্ত সুখের মধ্যে, সন্তান হওয়া একটী প্রধান সুখ, ইহা সকল জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয়। কিন্তু ইহার সূচনা হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিপদের সীমা নাই। আমরা গর্ভকালীন অনেক অনিষ্টাপাতের উল্লেখ করিয়াছি এবং তাহা নিবারণের উপায়ও বলিয়াছি। কিন্তু গর্ভপাত সেই সমস্ত অপেক্ষা গুরুতর। ইহা দুরদৃষ্টক্রমে সংঘটন হইলে, গর্ভিণী নানাবিধ পীড়ায় আক্রান্ত হয়, অবস্থা-

বিশেষে তাহার জীবনও সংশয় হয়। কিন্তু ইহার সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয় অবস্থা এই যে,ইহা দ্বারা বর্ষে বর্ষে সহস্র সহস্র জীব উদরমধ্যেই জীবনযাত্রা শেষ করে। গর্ভপাতের সংখ্যা কম নহে ; গর্ভধারণক্ষম স্ত্রীদিগের মধ্যে, প্রায় শতকরা নব্বই জনের গর্ভপাত হয়। ইহার আর এক বিপদ এই যে, একবার গর্ভপাত হইলে, বারম্বার হইবার বিলক্ষণ সম্ভব।

গর্ভের প্রথম হইতে তৃতীয় মাস মধ্যে অধিকাংশ গর্ভপাত হয়। ষষ্ঠ মাসেও এই দুর্ঘটনা ঘটিয়া থাকে। যাহাদিগের গর্ভপাত হইয়াছে, তাহারা, পূর্ব্বে যে সময়ে ঐ ঘটনা হইয়াছিল, পরের গর্ভাবস্থাতেও ঠিক সেই সময়ে, উহার শোচনীয় ফল অনুভব করে।

বালিকা এবং বৃদ্ধা গর্ভিণীদিগের গর্ভপাতের আশঙ্কা অধিক। নারীদিগের পূর্ণযৌবনাবস্থায়, এই বিপদ কমই ঘটিয়া থাকে। আবার, প্রথম গর্ভিণীর পক্ষে এ আশঙ্কা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

নানাবিধ কারণে গর্ভপাত হইয়া থাকে। অতিরিক্ত স্বামিসহবাসে ইহা অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে ; মলবদ্ধাবস্থায় বেশি বেগ দিয়া মল নির্গত করিলে ইহা হয়। গর্ভাবস্থায় সন্তানকে স্তন্যপান করান ইহার একটী প্রধান কারণ। নারীরা গর্ভিণী হইবামাত্র কোলের সন্তানকে স্তন্য হইতে বিরত করিবেন।

অতিরিক্ত পরিশ্রম, অতিরিক্ত ক্লান্তি, ভারবস্তু উত্তোলন, আঘাত, পতন, অত্যন্ত উত্তেজনা, ক্রোধ, অধিক আনন্দ, ভয়, দ্রুত গমন, দৌড়ান, পালকী ও গাড়ীতে দূরে গমন, জোলাপ দ্বারা অধিক ভেদ করান, উদর সম্বন্ধীয় কোনও পীড়া, হাম, বসন্ত অথবা শারীরিক দুর্ব্বলতা গর্ভপাতের কারণ। গর্ভাবস্থায় যাহাতে এই সমস্ত না হয়,তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য।

গর্ভ না হইলে মাসের যে যে দিনে রজোদর্শন হইত, সেই সেই দিনে বিশেষ রূপে সাবধানে থাকা কর্ত্তব্য; তখন স্বামিসহবাস উচিত নহে। নব-গর্ভবতী সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক না হইলে, গর্ভপাতের আশঙ্কা অধিকতর; যদি প্রথম বারে উহা ঘটে, তবে বারম্বার ঘটিবার সম্ভব, এ কারণ, প্রথম গর্ভিণীকে সুসাবধানে রাখিবে এবং যে সমস্ত কারণে এই অনিষ্টাপাত হইয়া থাকে, তাহা যাহাতে উপস্থিত না হইতে পারে, সাধ্যমত তৎপক্ষে যত্ন করিবে। নব গর্ভিণীকে কোনও ক্রমে, পঞ্চম মাস অতীত না হইলে, স্বামিসহবাস করিতে দিবে না। পঞ্চম মাসের পর এই বিপত্তির সম্ভব কম।

গর্ভপাতের পূর্ব্বলক্ষণ বেদনা ও রক্তস্রাব। এই লক্ষণ প্রকাশ হইবামাত্র চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন।

গর্ভপাত অস্বাভাবিক ঘটনা; সুতরাং উহাতে জননেন্দ্রিয় আহত হয় এবং সচরাচর গর্ভাশয়ের পীড়া উপস্থিত হইয়া থাকে। এ কারণ, এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে, নারীদিগকে অন্ততঃ এক মাস বিশ্রাম দেওয়া কর্ত্তব্য। এই ঘটনার পর, দুই এক ঋতু অতীত না হইলে, গর্ভাধান করা কর্ত্তব্য নহে।

সাধারণতঃ, ছয় মাস পূর্ণ না হইয়া সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে, তাহার জীবন রক্ষা হইতে পারে না; ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রেই মরিয়া যায়। কিন্তু যদি জীবিত থাকে, তবে তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করা কর্ত্তব্য। কারণ, ডাক্তারেরা বলিয়াছেন যে, তদ্রূপ দুই চারিটি সন্তান বাঁচিয়াছে।

গর্ভমধ্যে যমজ সন্তান হইয়াছে কি না, ইহা নিশ্চয় করা সহজ নহে। তবে, উদর অসাধারণরূপে স্ফীত হইলে, অথবা দুই ভাগে বিভক্ত হইলে কিংবা সন্তানের অঙ্গসঞ্চালন উদরের দুই পার্শ্বে একই সময়ে অনুভূত হইলে, যমজের অস্তিত্ব অনুভব করা যাইতে পারে।

সসত্ত্বাবস্থায় স্বামিসহবাস, সাধারণতঃ, অনিষ্ট-কর নহে। সন্তান-সম্ভবা না হইলে যে সময়ে মাসিক রজোদর্শন হইত, সেই সময় ভিন্ন অন্য সময়ে, ধৈর্য্য ও সতর্কতার সহিত, প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তী হওয়া যাইতে

পারে। ঐ সময়ে ইন্দ্রিয়-পরবশ হইলে, গর্ভপাতের সম্ভব। প্রথম গর্ভধারিণীর পক্ষে, বিশেষতঃ প্রথম বারে গর্ভপাত হইয়া থাকিলে, পঞ্চম মাস পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত এক গৃহে বাস করা কর্ত্তব্য নহে।

প্রকৃতি দেবীর স্থিতিশক্তি এই কালে নারীদিগের অধিষ্ঠাত্রী হইয়া জীবনীশক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেয়। গর্ভাবস্থাসুলভ কতকগুলি বিশেষ পীড়া এই সময়ে কোনও কোনও নারীকে আক্রমণ করে, কিন্তু স্বাস্থ্যরক্ষায় ঔদাস্য প্রযুক্তই, প্রধানতঃ, তাহারা উৎপন্ন হয়। এই সময়ে নারীদিগের শরীরে অধিকতর বল বীর্য্য সঞ্চার করাই প্রকৃতির নিয়ম। অন্যান্য সময়াপেক্ষা গর্ভকালীন নারীদিগের শরীর অধিকতর সুস্থ থাকে। এমন কি, শরীরস্থ অনেক পীড়া এইকালে মুমূর্ষু হইয়া থাকে অথবা এক কালে তিরোহিত হয়। চর্ম্মরোগ, গর্ভাশয় এবং ডিম্বকোষ সম্বন্ধীয় রোগ, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সম্বন্ধীয় রোগ এবং অন্যান্য অনেক পীড়া এই সময়ে সারিয়া থাকে। কিন্তু তাই বলিয়া যেন গর্ভিণীরা স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে অমনোযোগিনী না হন। এই কালে বিশেষ সতর্কতার সহিত শরীর পালন না করিলে, বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইতে পারে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বিশদরূপে বলিয়াছি।

গর্ভের স্থিতিকাল নির্ণয় করা নিতান্ত প্রয়োজন। উহা নিশ্চিতরূপে স্থিরীকৃত না হইলে, প্রসবকালীন নানাবিধ গোলযোগ উপস্থিত হয়। গর্ভিণী কোন্ দিনে প্রসূতী হইবেন, ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলে, পূর্ব্ব হইতেই প্রসব সম্বন্ধীয় আয়োজন করিয়া রাখা যায়। চিকিৎসকেরা বহুদর্শন দ্বারা স্থির করিয়াছেন, গর্ভের স্থিতিকাল ২৮০ দিন অর্থাৎ ৯ মাস দশ দিন (ত্রিশ দিনে এক মাস ধরিলে)। শেষ ঋতু-স্নানের দিন হইতে এই সময় গণনা করিতে হয়। কোনও কোনও বিশেষ স্থলে ইহাপেক্ষা অধিক দিন পর্য্যন্ত গর্ভস্থায়ী হয়; ডাক্তারেরা ৩১৯; ৩২৪; ৩৩২; ৩৩৬; ৩৫৬ এবং ৪২০ দিন পর্য্যন্ত গর্ভের স্থায়িত্ব দৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ইহার দৃষ্টান্ত অতিশয় বিরল।

কিন্তু কি কারণে, স্থলবিশেষে, গর্ভ দীর্ঘকাল-স্থায়ী হয়, তাহা চিকিৎসকেরা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন না। অনেকের বিশ্বাস এই যে, সন্তান দীর্ঘ-কায় হইলে, গর্ভ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়; কিন্তু এই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; কারণ, দীর্ঘকালস্থায়ী-গর্ভোৎ-পন্ন-সন্তান, নিয়মিত সময়ে প্রসূত শিশু অপেক্ষা, দীর্ঘকায় অথবা পুষ্ট হয় না।

সপ্তম অধ্যায়।

প্রসূতী।

সাধারণতঃ, প্রসবের ১৪। ১৫ দিবস পূর্ব্বে, তাহার সূত্রপাত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে উদর ধসিয়া পড়ে। উদরের উপরের অংশ, নাভির উপর হইতে, নীচে নামিয়া পড়ে এবং তলপেট পূর্ব্বাপেক্ষা ছোট হয়। পাকস্থলী ও ফুস্‌ফুস্ পূর্ব্বে যেমন চাপা দেওয়া বোধ হইত, নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট হইত, এখন আর তাহা হয় না। গর্ভিণী এখন সহজে নিশ্বাস প্রশ্বাস করিতে পারেন এবং কোনও রূপ কষ্টানুভব করেন না। জননেন্দ্রিয় পূর্ব্বাপেক্ষা স্ফীত হয় এবং সাদা জলীয় পদার্থ নির্গত হয়। শেষোক্ত লক্ষণ ভাল, তাহাতে জানা যায় যে সুপ্রসব হইবে।

প্রসববেদনা উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে অথবা পরে, ঈষৎ রক্তযুক্ত এক প্রকার পদার্থ নির্গত হয়। প্রথমতঃ, অর্দ্ধ কি এক ঘণ্টা অন্তর, থাকিয়া থাকিয়া বেদনা উপস্থিত হয়। প্রকৃত বেদনা পৃষ্ঠের দিক হইতে উরুর দিকে যাইতেছে, এইরূপ অনুভব হয়।

যে বেদনা প্রকৃত নহে, তাহা তলপেটমধ্যে অনুভূত হয় এবং প্রায়ই তাহার বিরাম থাকে না। প্রসবের কিছু পূর্ব্বে, ক্ষণে ক্ষণে মলমূত্র ত্যাগের ইচ্ছা হয়, গা ন্যাকার ন্যাকার করে ও বমন হয়। শরীরে কম্প হয়, কিন্তু শীত হয় না; পরিশেষে " পানিমুচি" ভাঙ্গিয়া জল নির্গত হয়।

এ সম্বন্ধীয় অবশ্যজ্ঞাতব্য বিষয়গুলি ডাক্তার যদু নাথ মুখোপাধ্যায়ের ধাত্রীশিক্ষা নামক পুস্তকে অতি সুন্দররূপে, সরল ভাষায় বিবৃত আছে। আমরা, তজ্জন্য, অতি সংক্ষেপে ইহার উপসংহার করিয়া, প্রসূতী এবং নবজাত সন্তানের বিষয় বিশদরূপে বলিবার চেষ্টা করিব।

সাধারণতঃ, দুই ঘণ্টা হইতে ১৮ ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রসববেদনা থাকে। কিন্তু বেদনা থাকিয়া থাকিয়া হয় বলিয়া, এই দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া তাহার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। যন্ত্রণাভোগের কাল, সুতরাং, অপেক্ষাকৃত অল্প। প্রথম গর্ভিণী অপেক্ষাকৃত অধিক কাল বেদনা ভোগ করে। কন্যাপেক্ষা পুত্রপ্রসবে অধিক কাল বেদনা ভোগ করিতে হয় এবং সন্তান বেশী ভারি হইলে বেদনা বেশী কাল স্থায়ী হয়।

পরিষ্কার ও উচ্চস্থানে সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করা কর্ত্তব্য। এ দেশে সচরাচর অতি অপরিষ্কার ও

ভিজা স্থানে সামান্য আবরণ দিয়া সূতিকাগৃহ প্রস্তুত করা হইয়া থাকে। ঐ গৃহে শীত, সূর্য্যের তাপ, বৃষ্টি ও বায়ু নিবারিত হয় না। এই সমস্ত কারণে,অধিকাংশ স্থলে, প্রসূতী ও সন্তান পীড়িত হয়। সূতিকাজ্বর, উদারাময়, "পেঁচোয় ধরা" প্রভৃতি অনেক রোগ এই কারণে উৎপন্ন হয়। আমাদিগের কুসংস্কার সম্ভূত এই দোষে, কত শিশু যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, তাহার সংখ্যা নাই। সূতিকাগৃহ যেরূপ স্থানে প্রস্তুত করা উচিত, তাহা আমরা বলিয়াছি। উহা সর্ব্বতোভাবে বাসগৃহের ন্যায় হওয়া আবশ্যক। সূতিকা-গৃহ এইরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত হওয়া উচিত যে, তাহাতে আলোক ও বায়ু অতিরিক্ত পরিমাণে প্রবেশ করিতে না পারে, অথচ বায়ু গমনাগমনের ব্যাঘাত না হয়।

প্রসববেদনা উপস্থিত হইলে, সূতিকাগৃহে অধিক লোক যাইতে দেওয়া ভাল নহে; তাহাতে বায়ু দূষিত হইয়া, প্রসূতির কষ্ট হয় এবং কথাবার্ত্তার গোলযোগে, প্রসূতির মন চঞ্চল হইয়া পড়ে, সুতরাং প্রসব হইতে অধিক কাল বিলম্ব হয়।

প্রসবের পর, প্রসূতীকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য। অপরিষ্কার জন্য অনেক রোগ উৎপন্ন হয়। জননেন্দ্রিয় ৪।৫ ঘণ্টা অন্তর উষ্ণ জল দিয়া

পরিষ্কার করিয়া দিবে। ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত প্রসূতীকে শয্যা হইতে উঠিতে দিবে না।

সন্তানের শরীর পরিষ্কার করা একটী অত্যাবশ্যক-কার্য্য। সাবান ও জল অপেক্ষা চরবী ব্যবহার করা ভাল। হাতের তালুতে চরবী ফেণাইয়া সন্তানের গায় ঘসিয়া দিবে, তাহাতে নবজাত শিশুর শরীর উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হয়। সাবানে তদ্রূপ হয় না। মুখ পরিষ্কার করিবার জন্য সাবান ব্যবহাব করা যাইতে পাবে, কিন্তু চক্ষু ও নাসিকার মধ্যে যাহাতে সাবানের জল প্রবেশ না করে, তৎ পক্ষে সাবধান হইবে।

তাহার পর, নাড়ী কাটিয়া, সন্তানকে স্তন্য পান করাইতে হইবে।

সূতিকাগারে প্রথম আট দিন, পরে পৃথক গৃহে অশৌচাবস্থায় বাইশ দিন, পর্য্যন্ত প্রসূতীকে রক্ষা করার যে নিয়ম আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহা অতীব মঙ্গলজনক। প্রসবের পর অন্ততঃ এক মাস, শারীরিক বিশ্রাম নিতান্ত প্রয়োজনীয়। উদরের স্ফীততা গত হইয়া, উদর স্বাভাবিক অবস্থায় পরিণত হইতে, অন্ততঃ ছয় সপ্তাহ কাল আবশ্যক। ইহার মধ্যে প্রথম দুই সপ্তাহ সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকা কর্ত্তব্য। তৎ পরে তিন চারি সপ্তাহ মধ্যে গৃহকার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। এই সময়ে বিশ্রামের

নিতান্ত প্রয়োজন। উদর স্বাভাবিক আয়তন প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে, গৃহকার্য্যে নিবিষ্ট হইলে জরায়ুকোষ সম্বন্ধীয় পীড়া হইবার সম্পূর্ণ আশঙ্কা থাকে এবং উদ-রও শীঘ্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় না। গর্ভাশয় স্ফীত হইয়া ক্ষতও হইয়া থাকে। অতএব, প্রসবের পর, অন্ততঃ এক মাস পর্য্যন্ত, শরীর সঞ্চালন ও পরিশ্রম করিবে না।

আমাদিগের প্রসূতীরা শরীর পালনে নিতান্ত অমনোযোগিনী হওয়ায়, তাঁহাদিগকে কেবল যে রোগ শোকে অভিভূত হইতে হয় এমত নহে, তাঁহাদিগের শারীরিক সৌন্দর্য্যও সেই সঙ্গে তিরোহিত হয়। যাঁহারা দুই তিন বার প্রসব করিয়াছেন, তাঁহাদিগের উদরের নিম্নদেশ বৃহৎ ও অসমান হইয়া, শরীর এক কালীন হতশ্রী করিয়া ফেলে। ইহা নিবারণের প্রধান উপায় এই, প্রসবের পর অন্ততঃ দুই সপ্তাহ সর্ব্বদা শয়ন করিয়া থাকিবে এবং উদর স্বাভাবিক না হওয়া পর্য্যন্ত, প্রত্যহ জলের সহিত স্পিরিট্ (Spirit) মিশ্রিত করিয়া তলপেটে মৃদুভাবে মালিস করিবে।

প্রসূতী এখন অন্নপূর্ণা হইয়াছেন। তিনি যখন পীযুষপূর্ণ পয়োধর শিশুর মুখে দেন, তখন তিনি প্রকৃতই বিশ্বপালিনী আদ্যাশক্তির রূপ ধারণ করেন —যেন শিবঘরণী অম্বিকা বিশ্বরূপী গণেশকে স্তন্য-

পান করাইতেছেন! নয় মাস দশ দিন নানা কষ্ট সহ্য করিয়া, প্রসব সময়ে অব্যক্ত যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, নূতন জীব সূর্য্যালোকে আনীত হইল; কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রসূতীর দায়িত্ব হ্রাস না হইয়া বরং অধিকতর বৃদ্ধি হইল—তাঁহার রক্তে পোষিত, রক্তে বর্দ্ধিত নবজাত শিশুকে, রক্তের রূপান্তর স্তন্য পানকরাইয়া জীবিত রাখিতে হইবে। এখনও তাঁহার জীবনে শিশুর জীবন, তাঁহার পীড়ায় শিশুর পীড়া, তাঁহার স্বাস্থ্যে শিশুর স্বাস্থ্য।

প্রসবের ২।৩ ঘণ্টা পরেই সন্তানকে স্তন্যপান করিতে দিবে। ইহার গুণ ত্রিবিধ। প্রথমতঃ, ইহা দ্বারা প্রসূতীর অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ হয়; দ্বিতীয়তঃ, দুগ্ধজ্বর নিবারিত হয় এবং তৃতীয়তঃ, ইহা দ্বারা সন্তানের কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া উদরস্থ দীর্ঘসঞ্চিত মল নির্গত হইয়া যায়। সন্তান যদি স্তন গ্রহণ না করে, তবে দুগ্ধের সহিত চিনি মিলাইয়া স্তনের বোঁটে লেপিয়া দিবে।

প্রথম প্রসূতীদিগের মধ্যে অনেকের স্তনের বোঁট বসিয়া যায়, এজন্য তাহারা শিশুকে স্তন্যপান করাইতে পারে না। বোঁট উন্নত করিবার সহজ উপায় এই; বোঁটের উপর তামাক খাইবার পাইপ (Pipe) লাগাইয়া মুখ দ্বারা টানিলে হইতে পারে; অথবা

একটী বোতলে গরম জল পূরিয়া, ঐ জল ফেলিয়া দিবে এবং তৎক্ষণাৎ বোতলের মুখ স্তনের বোঁটে লাগাইয়া দিবে। বোতল যত শীতল হইতে থাকিবে, বোঁট তত উঠিতে থাকিবে। বড় ছেলে দ্বারা স্তন টানাইলেও বোঁট উঠিতে পারে।

স্তনের বোঁটে ক্ষত হইলে, যাবৎ ক্ষত আরোগ্য না হয়, তাবৎ সন্তানকে স্তনে মুখ দিতে দিবে না।

প্রসূতীর জ্বর কিংবা উদরাময় হইলে, যাবৎ আরোগ্য না হয়, তাবৎ স্তন্যপান করিতে দিবে না। এই অবস্থায় সন্তানকে স্তন দিলে, তাহারও ঐ সমস্ত পীড়া হয়।

কিন্তু প্রসূতীর ক্ষয়কাশ, রক্তহীনতা, রক্তদুষ্টতা ও মুহুর্ম্মুহুঃ কাশ থাকিলে এবং শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইলে, স্তন্যপান এক কালীন বন্ধ করা প্রয়োজন। এরূপ অবস্থায় ধাত্রী নিযুক্ত করা বিধেয়। মাতৃদুগ্ধ সন্তানের জীবন; তাহার অভাব অন্যের দুগ্ধ অথবা অন্য প্রকার খাদ্য দ্বারা পূরণ হয় না। মাতৃদুগ্ধাভাবে কৃত্রিম খাদ্য ব্যবহার করা কিছুতেই সঙ্গত নহে। উহা শিশুদিগের পক্ষে বিষতুল্য। অন্যের স্তন্য দুগ্ধ তদপেক্ষা অনেক ভাল; কারণ কৃত্রিম খাদ্য নিবন্ধন যত শিশু মারা যায়, তাহার সংখ্যা, ধাত্রীস্তন্য পানকরিয়া মৃত শিশুদিগের সংখ্যাপেক্ষা, অনেক বেশী। অতএব

যে স্থানে মাতৃদুগ্ধ দ্বারা সন্তানের পীড়া হয় অথবা স্তন্যপান করাইলে মাতার জীবনী শক্তি হ্রাস হয়, কেবল সেই স্থলেই মাতৃস্তন্য বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

সন্তান কাঁদিয়া উঠিলেই প্রসূতী তাহার মুখে স্তন দিয়া থাকেন। ইহা নিতান্ত অন্যায়। অতিরিক্ত স্তন্যপান অথবা অতিশয় ক্ষুধা, এই উভয়বিধ কারণে কিংবা বাহ্য অন্য কোনও কারণে সন্তান ক্রন্দন করিতে পারে। ক্রন্দনের কারণ উত্তমরূপে নিশ্চয় করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। দিবসের মধ্যে এক কি দেড় ঘণ্টা অন্তর এবং সমস্ত রাত্রি মধ্যে দুইবার স্তনদিলেই নবজাত শিশুর অভাব পূরণ হয়। রাত্রিতে অধিক বার স্তন দিলে শিশুর উদরাময় হয় এবং প্রসূতীও সুনিদ্রা যাইতে পারেন না। একটু চেষ্টা করিলেই শিশুর ইহা অভ্যস্ত হইয়া যায়। যদি প্রসূতীর শরীর সবল না থাকে, তবে রাত্রি যোগে স্তন্যপান না করাইয়া, ২।১ বার গোদুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে।

মাতার আহারের উপর স্তন্য দুগ্ধের গুণাগুণ নির্ভর করে। যে সমস্ত দ্রব্য আহার করিলে উত্তম-রূপে পরিপাক হয় না এবং উদরে অম্ল জন্মে, তাহাতে দুগ্ধ অম্লত্ব প্রাপ্ত হয়। ঐ রূপ অম্ল দুগ্ধ পান করিলে শিশুর পেট কামড়ানী ও পেটের ব্যারাম হয়।

স্তনে অধিক ক্ষণ সঞ্চিত দুগ্ধ থাকিলে, তাহা

জলের ন্যায় তরল হয় এবং তাহার পুষ্টিকারিতা কমিয়া যায়! স্তনের দুগ্ধ কম হইলে শিশুকে বার-ম্বার স্তনদিলে দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

প্রসবের পর, সাধারণতঃ, নয় মাসের মধ্যে ঋতু হয় না। কখনও কখনও ছয়, সাত মাস পরে ঋতু হইয়া থাকে এবং কোনও কোনও বিরল স্থলে ৫।৬ মাসেও হইতে দেখা যায়। শিশু যাবৎ কঠিন খাদ্য আহার করিতে শিক্ষা না করে এবং দন্ত দ্বারা চর্ব্বণ করিতে সক্ষম না হয়, তাবৎ স্তন্য দুগ্ধই তাহার জীবন। কেবলমাত্র গোদুগ্ধ অথবা অন্য তরল খাদ্য তাহার অভাব পূরণ করিতে পারে না। বরং তদ্দ্বারা শিশু রুগ্ন হইয়া পড়ে। একারণ, যাবৎ শিশুর স্তন্যপানের আবশ্যক থাকে, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত, ঋতু হইলে, প্রথম ষোল দিবস স্বামিসহবাস করিবে না। তাহার পর স্বামিসহবাসে গর্ভ হইবার সম্ভব নাই।

গর্ভস্থ সন্তানের উপর গর্ভিণীর মানসিক প্রবৃত্তি কি রূপে কার্য্য করে, তাহা আমরা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি। স্তন্যদান কালেও মাতার মানসিক অবস্থার সহিত শিশুর বিলক্ষণ ঘনিষ্ঠতা আছে। মাতার রাগ, শোক, দুঃখ, দুর্ভাবনা, মানসিক চঞ্চলতা, উদ্বেগ প্রভৃতি হইলে, সন্তানকে কখনও স্তন্য দেওয়া কর্ত্তব্য

নহে। সেই সময়ের দুগ্ধ, সন্তানের পক্ষে বিষতুল্য হইয়া, উদরাময়, উদরবেদনা, জ্বর, মৃগী, অঙ্গক্ষেপ প্রভৃতি পীড়া উৎপাদন করে; এবং অনেক স্থলে, ঐ বিষ পান করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যে শিশুর জীবন নষ্ট হয়। শিশুকে স্তন্য দিবার সময়, মন, শান্ত ও হৃষ্ট রাখা কর্ত্তব্য। কোনও কোনও প্রসূতীর স্তনে এতাধিক দুগ্ধ হয় যে, তদ্দ্বারা বস্ত্র সিক্ত হইয়া যায়। ইহা দ্বারা প্রসূতীর অসুখ এবং শিশুর পোষণের বিঘ্ন হয়; কারণ, ঐ দুগ্ধ অত্যন্ত তরল এবং তাহার পুষ্টিকারিতা কম। ইহা নিবারণের উপায় এই; অতি অল্প পরিমাণে জলপান করিবে এবং জলীয় দ্রব্য আহার করিবে না। এক খণ্ড বস্ত্র শীতল জলে ভিজাইয়া নিঙ্গড়াইবে, পরে ঐ ভিজা কানি স্তনের বোঁটের চারি পার্শ্বে দিয়া রাখিবে। উহা গরম হইবা মাত্র উঠাইয়া ফেলিবে এবং পূর্ব্বের ন্যায় ভিজাইয়া পুনরায় লাগাইয়া দিবে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলেও যদি উপশম না হয়, তবে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

অনেক কারণে প্রসূতীদিগের স্তনের দুগ্ধ কমিয়া যায়। যদি তাহা পীড়া বশতঃ হয়, তবে চিকিৎসা ভিন্ন প্রতীকার হয় না; আর যদি অন্য কারণে হয়, তবে শিশুকে বারম্বার স্তনদান করিলে দুগ্ধের পরিমাণ বৃদ্ধি হইতে পারে। ভেরাণ্ডার পাতা চূর্ণ করিয়া

তাহার পুলটীশ স্তনে দিলেও দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। স্তন্য দুগ্ধ কম হইলে, অধিক পরিমাণে গাভীদুগ্ধ, মাগুর মৎস্যের ঝোল ইত্যাদি দুগ্ধকর বস্তু আহার করিবে।

প্রসূতীর ক্ষয়কাশ, গণ্ডমালা, ক্ষত, চর্ম্মরোগ ইত্যাদি থাকিলে,স্তন্যপানের নিমিত্ত ধাত্রী নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সুদক্ষ চিকিৎসক দ্বারা ধাত্রী নির্ব্বাচিত না হইলে, শিশুর সঙ্কটের সীমা থাকে না। ধাত্রী নিযুক্ত করা আবশ্যক হইলে, চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিয়া লইবে। যাঁহারা ধাত্রী নিযুক্ত করিতে অক্ষম হন, তাঁহারা শিশুকে গর্দ্দভদুগ্ধ এবং তদভাবে গো-দুগ্ধ পান করাইবেন। আগ্রায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাত্রী পাওয়া যায়। তাহারা তথাকার সিবিল সার্জনের তত্ত্বাধীনে থাকে। তাঁহাকে পত্র লিখিলে, তিনি ভাল ধাত্রী পাঠাইয়া দিয়া থাকেন।

অষ্টম অধ্যায়।

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবন।

আমরা এযাবৎ নারীজীবনের বাহ্যতম অবস্থার আলোচনা করিয়াছি। নারী-জীবনের প্রথম তরঙ্গ রজো-দর্শন; ইহার পূর্ব্বরূপ হইতেই নারীর নারীত্ব প্রাপ্তি হয়; এই সময় হইতে, স্থূল জগতে, তাঁহারা চিরকালের জন্য নরপ্রকৃতির বৈষম্য প্রাপ্ত হন। নারীজীবনের দ্বিতীয় তরঙ্গ বিবাহ, এই তরঙ্গ তাঁহাদিগের ইহজীবনের সুখ দুঃখের পরিমাপক—যাহাদিগের অদৃষ্ট-বায়ু প্রসন্ন, তাহারা অনুকূল তরঙ্গে পতিত হইয়া, সুখ সাগরে সন্তরণ করিতে থাকে; যাহারা দুরদৃষ্ট ক্রমে ঝঞ্ঝা-বাত মধ্যে এই তরঙ্গে পতিত হয়, তাহারা হাবিডুবি খাইয়া মরে। আমরা যাহাকে অনুকূল তরঙ্গ বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা পাঠিকাদিগের গোচর করিয়াছি। তৃতীয় তরঙ্গ দাম্পত্য-সম্বন্ধ; নারীজীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য ইহাতে পর্য্যাপ্ত হয়। চতুর্থ তরঙ্গ গর্ভধারণ এবং পঞ্চম তরঙ্গ প্রসব; এই দুইটী তরঙ্গ, বিশ্বজননীর অনাদি, অনন্ত, বিরাট তরঙ্গের ক্ষুদ্রতম প্রতিকৃতি।

আমরা একাল পর্য্যন্ত নারীদিগের শারীরিক স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়াছি বলিয়া, পাঠিকাগণ যেন মনে না করেন যে, তাঁহাদিগের জীবনের কেবল মাত্র উদ্দেশ্য শরীর-পালন, স্বতন্ত্র ইন্দ্রিয়-সুখভোগ, গর্ভধারণ, সন্তান পালন ইত্যাদি। তবে যে আমরা এই ক্ষুদ্রগ্রন্থে ভৌতিক জীবনকে শ্রেষ্ঠস্থান দিয়াছি, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্যজীবনের যতগুলি উদ্দেশ্য আছে, তাহার একটীও, রুগ্ন ও ক্ষীণ-শরীরে, সম্পন্ন হইতে পারে না। আমাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, ইহার কিছুই নীরোগী না হইলে সম্পন্ন হইতে পারে না। দীর্ঘজীবী না হইলে, কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহাতে কৃত-কার্য্য হওয়া যায় না। বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলন করিয়া মানসিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে, শারীরিক সুস্থতার প্রয়োজন, নতুবা বুদ্ধি স্থির ও স্থায়ী হয় না, এবং মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, কোনও বিষয়ে দীর্ঘ-চিন্তা করিতে পারা যায় না। ধনবান হইবার ইচ্ছা হইলেও সুস্থতার আবশ্যক; কারণ, স্বাস্থ্য বিনা শ্রমশীল হওয়া যায় না এবং পরিশ্রম বিনা অর্থো-পার্জ্জন হয় না। বিকলেন্দ্রিয়, দুর্ব্বল ব্যক্তিরা মিথ্যা-বাদী, ক্রূর, ভীরু, চঞ্চলমতি ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়, তাহাদিগের আত্মসম্ভ্রম ও আত্মসংযমের ক্ষমতা থাকে

না। ঈশ্বরপরায়ণ হইতে হইলেও, সুস্থ ও সবল শরীরের প্রয়োজন; কারন, সমুদয় যন্ত্রগুলি ও মস্তিষ্ক সবল ও সুস্থ না থাকিলে, মন, প্রাণ ও আত্মা একাগ্র করিয়া, পরমাত্মার ধ্যান করা যায় না।

যখন ভারতবর্ষ স্বাধীন ছিল, তখন এদেশীয় লোকের বিদ্যা, বুদ্ধি, বল, বীর্য্য ও সাহস ছিল এবং মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়াছিল। তখন ক্ষত্রিয় বীরদিগের শৌর্য্য ও বীর্য্যে ভারতমাতা স্বাধীনতার রত্ন-সিংহাসনে উপবিষ্টা ছিলেন। তখন বীরমাতারা তাঁহার পরিচর্য্যা করিতেন; রাজমাতারা তাঁহার আহার যোগাইতেন; মনীষিণী জননীরা তাঁহার সম্মুখে দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক জগতের গুহ্যতম দ্বার উদ্ঘাটন করিতেন; আধ্যাত্মিকা প্রসূতীরা তাঁহাকে স্বর্গের সোপান ও মোক্ষের গুহা দেখাইয়া দিতেন। কিন্তু এখন আমরা বীর্য্যহীন, সুতরাং পরপদ-দলিত। যদি ভারতের ভাবী জননীগণ বলবান, বীর্য্যবান ও সাহসী সন্তান উৎপাদন করিতে পারেন, তবে কি আমাদিগের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না?

আমরা এই সমস্ত কারণে নারীদিগের বাহ্য জীবনকে এই পুস্তকে শীর্ষস্থান দিয়াছি। এইক্ষণ

তাঁহাদিগের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের বিষয় সংক্ষেপে বলিব।

ধর্ম্ম ও নীতি দ্বারা মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সম্পাদিত হয়। আমাতে ও পশুতে বিভিন্নতা কি? কোনও মুনি বলেন "আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন পশুরও যেরূপ মনুষ্যেরও সেইরূপ, মনুষ্যের অধিকন্তু ধর্ম্ম-জ্ঞান আছে। যাহাব তাহা নাই সে পশুতুল্য"। পুরাকালে আমাদিগের দেশে এমত এক সময় ছিল, যখন ধর্ম্ম, হিন্দুমহিলাদিগের জীবনের জীবন ছিল। তখন ব্রহ্মবাদিনীরা সাংসারিক সুখ তুচ্ছ করিয়া, ঈশ্বরে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিতেন। গৃহিণীরা সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন বটে, কিন্তু এক মুহূর্ত্তও ঈশ্বরকে ভুলিতেন না। তাঁহারা পিতার নিকট, স্বামীর নিকট অথবা পুত্রের নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিতেন। শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্তকে বলিয়াছিলেন, "সত্য প্রতিজ্ঞা পালন করাই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম"। গান্ধারী আপন পুত্রগণের অধর্ম্মাচরণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন "ধর্ম্মের জয় হয়, অধর্ম্মের জয় হয় না"। কুন্তী বলিয়াছিলেন "দুঃখভোগ করিলে পাপক্ষয় হয়, পরে পুণ্যের ফলস্বরূপ সুখ সম্ভোগ হইয়া থাকে"। গার্গী ও মৈত্রেয়ী নারীধর্ম্ম-জীবনের আদর্শ-স্বরূপ ছিলেন।

ধর্ম্মালোচনা করিতে যে যে গুণ প্রয়োজন, তাহা স্বভাবতঃ পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীদিগের অধিক। বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম, একাগ্রতা, নম্রতা, সরলতা নারীদিগের হৃদয়ের অমূল্য ধন। উপাসনায় এই গুলিরই বিশেষ আবশ্যক। বাল্যাবধি যাহাতে নারীদিগের এই সমস্ত বৃত্তির সুচর্চ্চা হয়, অভিভাবিকাগণ তৎপ্রতি মনোযোগিনী হইবেন।

ধর্ম্ম ব্যতীত আর কিছুতেই স্থায়ী সুখ নাই। যৌবনের উন্মত্ততা, ধনের গর্ব্ব, পুত্রকন্যাজনিত আনন্দ, দাম্পত্য সুখ, সকলই ক্ষণস্থায়ী, আজ আছে, কাল নাই। ইহারা, তোমার জীবনরূপ পদ্মপত্রে ক্ষণকালমাত্র চঞ্চল ভাবে অবস্থিতি করিয়া, পলায়ন করে। কিন্তু যদি তোমরা তোমাদিগের জীবন ধর্ম্মময় করিতে পার, তবে এই সমস্ত অস্থায়ী উপাদান তোমাদিগের সুখ দুঃখের একমাত্র পরিমাপক হইতে পারে না। সংসারের ক্ষণিক জীবন হইতে অনন্ত জীবনের প্রতি দৃষ্টি কর; ঈশ্বরে বিশ্বাস কর; তোমার এই নশ্বর শরীর হইতে মনকে বিভিন্ন কর; শরীরের নাশ হইলে তুমি বিনষ্ট হইবে না, তোমার আত্মা অজর ও অমর, তোমার প্রিয়তম স্বামী, প্রাণাধিক পুত্র মৃত হয় নাই, তাহারা দেহান্তর ধারণজন্য দেহত্যাগ করিয়াছে, ইহা দৃঢ়রূপে বিশ্বাস কর; তুমি কর্ম্মানুসারে ফল ভোগ করিবে,

নিশ্চিতরূপে জান, দেখিবে এই সংসার তোমার নিকট নূতনভাবে প্রতীয়মান হইবে; এখন তুমি যাহাতে সুখে ভাস বা দুঃখে ডুবিয়া যাও, তাহা তোমাকে আর ভাসাইতে বা ডুবাইতে পারিবে না। তুমি সুখ, দুঃখ, শোক, সন্তাপ, সকল অবস্থাতেই শান্তি লাভ করিবে।

যদ্দ্বারা মনুষ্যের পশুভাব বিদূরিত হইয়া আত্মভাব প্রকাশ পায় তাহাই ধর্ম্ম। আমরা বাহ্য জগৎ দ্বারা পরিবৃত হইয়া, আপনাকে আপনি ভুলিয়া থাকি। আমাদিগের মন অহরহঃ বাহ্যজগতে আকৃষ্ট রহিয়াছে, আমরা বাহ্যজ্ঞান দ্বারা আবৃত আছি। কিন্তু বাহ্য জগৎ নশ্বর। সুতরাং বাহ্যজ্ঞান দ্বারা আত্মজ্ঞান হয় না। শরীর, ইন্দ্রিয় ও রূপজগৎ হইতে চিত্তবৃত্তিগুলিকে আকর্ষণ করিয়া, একাগ্রতা সহকারে উপাস্য দেবতার ধ্যান করিতে করিতে আত্মভাব প্রকাশ হয়। এই আধ্যাত্মিক ভাবই মনুষ্যের যথার্থ ভাব। মনুষ্য যখন পশুভাব হইতে এই ভাবে উপনীত হয়, তখনই সে মনুষ্য নামের যোগ্য পাত্র। রিপুর অধীনতা ত্যাগ পূর্ব্বক, সুনীতিসম্পন্ন হইয়া, শুদ্ধ, শান্ত ও নির্ম্মল চিত্তে ঈশ্বরপ্রতিপাদক গ্রন্থপাঠ ও কীর্ত্তন শ্রবণ; যুক্তি দ্বারা অনবরত ঈশ্বরে মনঃস্থাপন; জড় জগতের মোহ পরিষ্কার করিয়া, মনোনিবেশ পূর্ব্বক ধারাবাহিক রূপে

ঈশ্বরচিন্তা—এই সমস্ত আধ্যাত্মিক জীবনের প্রথম শিক্ষা। জ্ঞান, ভক্তি ও প্রেম ইহার গুরু।

ধর্ম্মের মূলমন্ত্র চারিটী (১) ঈশ্বরে দৃঢ়বিশ্বাস, (২) আত্মার অমরত্ব, (৩) কর্ম্মফল, ও (৪) আত্মার ক্রমিক উন্নতাবস্থা প্রাপ্তি। দেহের সহিত আত্মার বিনাশ হয় না। আত্মা যখন এই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করে, তখন আমরা "মানুষ মরিয়াছে" বলি। বস্তুতঃ, আত্মা, পরকালে, আপন ভাল মন্দ কর্ম্মের ফালানুসারে, সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া, নানাবিধ রূপান্তর ও অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়। আত্মা, মনুষ্যদেহ ধারণের পূর্ব্বে ছিল, পরেও থাকিবে। ইহা অজর, অমর ও অব্যয়।

কর্ম্মই আমাদিগের নরক, কর্ম্মই আমাদিগের স্বর্গ। আমরা এই কর্ম্মবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া সুখ দুঃখ ভোগ করি। যাহা করা যায় তাহাই কেবল কর্ম্ম নহে, তুমি গোপনে বসিয়া যাহা ভাবিয়া থাক তাহাও কর্ম্ম। এই কর্ম্ম ছায়ার ন্যায় আমাদিগের সঙ্গে থাকে এবং আমাদিগকে সুখ দুঃখ ভোগ করায়। যাহা দুষ্কর্ম্ম তাহাকে আমরা পাপ ও যাহা সুকর্ম্ম তাহাকে পুণ্য বলিয়া থাকি। কর্ম্মফল এক জন্মে শেষ হয় না, ইহা জন্ম জন্মান্তরে আমাদিগের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। পূর্ব্বজন্মের কৃতকার্য্যের ফল এই জন্মে এবং এই

জন্মের কৃতকর্ম্মের ফল পর জন্মে ভোগ হইতে পারে। আবার, এই জন্মের কতক কর্ম্মফল এই জন্মেই পাওয়া যায়। অতএব, সাবধান, যাহাতে পরিণামে দুঃখময় ফল ভোগ করিতে হয়, এরূপ কর্ম্ম করিও না।

আনন্দই আত্মার উন্নতি। যে অবস্থাতে আত্মাকে দুঃখভোগ করিতে না হয়, তাহাই আত্মার নির্ম্মল আনন্দের অবস্থা। যাঁহারা সংসারের ক্ষণস্থায়ী সুখে চরিতার্থ এবং দুঃখে নিষ্পেষিত হন না, যাঁহারা সর্ব্বদা অনন্ত সুখের ভিখারী, তাঁহাদিগের আত্মাই উন্নতিশীল।

কিন্তু ধর্ম্মসাধন করিতে হইলে, অগ্রে নীতিসাধন করিতে হয়। ভণ্ড ধার্ম্মিককে বিশ্বাস করিও না। যে ব্যক্তি প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করে, গঙ্গামৃত্তিকা দ্বারা সর্ব্বাঙ্গ হরিনামাঙ্কিত করে, বাহ্য প্রক্রিয়া দ্বারা সর্ব্বদা শুচি থাকে, রাশি রাশি ফুল বিল্বপত্র দ্বারা পূজা করে, কিন্তু ছলনা দ্বারা পরধন অপহরণ করে, মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা আত্মহিত ও পরের অনিষ্ট সাধন করে, দরিদ্রের দুঃখ মোচনার্থ একটী পয়সা ব্যয় করে না কিন্তু আপন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করে, তাহাকে ক্ষণকালের জন্যও ধার্ম্মিক বলিয়া জানিও না। তাহার অন্তর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি মলে পরিপূর্ণ

রহিয়াছে, গঙ্গাজলে তাহা ধৌত হয় না; তাহার মনে, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, ক্রূরতা প্রভৃতি, অগ্নির অক্ষরে মুদ্রিত রহিয়াছে, মাটির শরীরে মাটি দিয়া হরিনাম লিখিলে কি হইবে? সুধু গাছের ফুল, গাছের পাতায় পূজা করিলে কি হইবে? তাহার মনের ফুল কোথায়? অমারা, অনহঙ্কার, অরাগ (অর্থাৎ পার্থিব পদার্থে আসক্ত না হওয়া), অমদ (অর্থাৎ ধনাদির জন্য উৎসুক না হওয়া) অমোহ, দম্ভহীনতা, দ্বেষহীনতা, ক্ষোভশূন্যতা, মাৎসর্য্যহীনতা, লোভশূন্যতা, অহিংসা, ইন্দ্রিয়দমন, দয়া, ক্ষমা, সত্যানুরাগ এবং জ্ঞান প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা শুদ্ধচিত্ত, নির্ম্মলাত্মা ধার্ম্মিকেরা স্বীয় উপাস্য দেবতার পূজা করিয়া থাকেন। প্রত্যুতঃ, যেমন মলপূর্ণ-জলে সূর্য্যের রশ্মি প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ নীচ প্রবৃত্তি ও পাপ দ্বারা কলুষিত মন কখনও ঈশ্বরোপাসনার যোগ্য হইতে পারে না। ঈশ্বরকে প্রেম, অনুরাগ, একাগ্রতা ও চিন্তা দ্বারা উপাসনা করিতে হয়; দ্বেষ, হিংসা, অহঙ্কার, কাম ক্রোধাদির বশীভূত হইলে, বিশুদ্ধ প্রেম ও একাগ্রতা প্রভৃতি হয় না।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, এই ছয়টী মনুষ্যের পরম শত্রু। ইহাদিগকে আপন বশে না রাখিতে পারিলে, ইহারা মনুষ্যকে পশু অপেক্ষাও

অধম করিয়া তুলে। সূর্পনখা রাক্ষসী যেমন মনোহারিণী রূপ ধারণ করিয়া, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ লক্ষ্মণকে পাপ-কূপে নিমগ্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সেইরূপ এই সমস্ত সুন্দর, মনোহর, বন্ধুরূপী-শত্রুগণ চিরন্তন মনুষ্যকে বিপথগামী করিবার জন্য ব্যগ্র। ইহারা মনুষ্যদিগকে জ্ঞান ও বিবেক রাজ্য-ভ্রষ্ট করিয়া, কাল্পনিক সুখ-রাজ্যে লইয়া যায়; তখন মনুষ্য হিতাহিত বিচারশূন্য হইয়া, ইহাদিগের কুহকে মজিয়া, বিবেচনা করে যে, ইহাদিগকে সেবা করিলেই অপার সুখভোগ হইবে। যেমন বিষবিশেষ আস্বাদে মধুর কিন্তু প্রাণনাশক, ইহাদিগের প্রদত্ত সুখও তদ্রূপ। রিপুর বশীভূত হইয়া যে কার্য্য করা যায়, তাহা আপাততঃ সুখকর বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে তাহা হলাহল অপেক্ষাও ভয়ানক। সৎসঙ্গ, সদালাপ, সৎকথাশ্রবণ ও সৎচিন্তা দ্বারা ইহাদিগকে মন হইতে দূরীভূত করিতে হয়। সর্ব্বদা এই সমস্ত বিষয়ে ব্যাপৃত থাকিলে, ইহারা মনে স্থান পায় না। ইহাদিগকে বশীভূত করিবার জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। ইহাদিগের কেহ মনে উদয় হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহার অনুগমন না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করা কর্ত্তব্য। কোনও এক মহাত্মার ক্রোধ হইলে, তিনি এক হইতে একশত পর্য্যন্ত গণনা করিতেন,

এবং তাহার পর দেখিতে পাইতেন যে, তাঁহার রাগের শান্তি হইয়াছে। ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া অন্য-মনস্ক হইতে পারিলে, রিপুগণ আমাদিগকে বশীভূত করিতে পারে না। তাহাদিগকে প্রশ্রয় দিলে, বানরের ন্যায়, মস্তকে উঠিয়া বসে।

দাম্পত্য-শয্যায় বৈধেন্দ্রিয় সেবা অন্যায় নহে। তাহা স্বভাবের অনুজ্ঞাত ধর্ম্ম। যে যে অবস্থায় তাহা অবৈধ, তদ্বৃত্তান্ত আমরা এই পুস্তকের "গৃহিণী" শীর্ষক প্রস্তাবে বিশদরূপে বলিয়াছি, তদ্দ্বারা উপলব্ধি হইবে যে, দাম্পত্য সম্বন্ধেও আতিশয্য আছে। যাহা কিছু অতিশয়, তাহাই গর্হিত, সেইজন্য চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন, "অতিশয় কোন কর্ম্ম না করিও ভাই"। যাহার অভাব, তাহা পাইবার ইচ্ছার নাম কাম। যেমন, ধন, যশ, মান ইত্যাদি পাইবার ইচ্ছা; শারীরিক অথবা মানসিক সুখভোগ ইচ্ছা ইত্যাদি। এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিতে গেলে, যদি ধর্ম্ম ও বিধির লঙ্ঘন না হয়, এবং শারীরিক কি মানসিক বিকারের সম্ভব না থাকে, অথবা মুখ্য কি গৌণভাবে তদ্দ্বারা অন্য ব্যক্তির অহিত না হয়, তবে সেই ইচ্ছা অর্থাৎ কামনা অসৎ নহে। পরের অনিষ্ট করিয়া এবং আপন ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া ছলে, বলে, কৌশলে এবং মিথ্যা ব্যবহার দ্বারা ধন, মান, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি

কিছুই উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে। যদি কাহারও স্বামী, মূঢ়তা বশতঃ, এইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, ধর্ম্মশীলা রমণী তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। ক্রোধ ও লোভ সম্বন্ধেও এইরূপ জানিবে।

মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য এই তিনটী রিপুর কোনও রূপ সদ্ব্যবহার নাই। জ্ঞানশূন্য হইয়া কোনও বিষয়ে আসক্ত হইবার নাম মোহ; বৃথা গর্ব্বের নাম মদ এবং অন্যের ভাল দেখিতে না পারার নাম মাৎসর্য্য। ইহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবে। ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য ভুলিয়া, সাংসারিক ক্ষণস্থায়ী সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে একান্ত অনুরক্ত হইলে, মোহ উপস্থিত হয়। ধন, জন ও বস্ত্রালঙ্কারাদি বিষয়ে গর্ব্বে স্ফীত ও মত্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। তোমার এই সমস্ত নাই, তোমার প্রতিবাসিনীর আছে, তজ্জন্য ঈর্ষাপরবশ হওয়া উচিত নহে। নারীদিগের যে সমস্ত দোষ আছে তন্মধ্যে এইগুলি বড় মন্দ।

ধর্ম্ম কাহাকে বলে, ইহার উত্তর এক কথায় দিতে হইলে বলিতে হয়, 'সত্যই ধর্ম্ম'। কাশীর রাজবাটীর ভিত্তির উপরে লিখিত আছে, "সত্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম নাই"। যাহা জগতের অনন্ত নিয়মের ভিত্তিতে অনন্তাক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, যাহা মনুষ্যান্তঃকরণের অন্তস্তম প্রদেশে প্রকৃতিদেবী স্বহস্তে অঙ্কিত করিয়া

দিয়াছেন, জ্ঞান-কাশীর প্রতিকৃতি (যদিচ এখন তাহা নাই) মর্ত্ত্যকাশীর মনুষ্য রাজা তাহাই স্বীয় ভিত্তিতে লিখিয়া রাখিয়াছেন। আমরা যেখানে সর্ব্বদা শয়নোপবেশন করি, তথায় স্বর্ণাক্ষরে এই কথাটী লিখিয়া রাখা কর্ত্তব্য। জগন্নাথের পট, হরগৌরীর পট, কৃষ্ণ-রাধার পট ভিত্তিতে রাখিয়া, ত্রিসন্ধ্যা ভক্তিভাবে, যাঁহারা প্রণাম করেন, তাঁহারা সত্যের পট খানি বিস্মৃত হইবেন না। জগন্নাথ, হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণ সত্যের অধীন। মন সত্যময় করিতে না পারিলে, তাঁহাদিগকে পাওয়া যায় না। অতএব, সর্ব্বদা সত্য কথা কহা ও সত্য ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, মিথ্যাব্যবহার ও কপটতা, সত্যের পরম শত্রু। ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ হইয়া ইহাদিগের সঙ্গত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

কদাচ পরনিন্দা করিবে না। যাহার নিন্দা করা যায়, তাহার অনিষ্ট হউক বা না হউক, যে নিন্দা করে তাহার মন অতি নীচ হইয়া যায়। কাহার অপবাদ দেওয়া, কি পারিবারিক গুহ্য ঘটনা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য নহে; তাহাতে প্রকাশকের কোনও ফল হয় না, কিন্তু যাহার বিষয় ব্যক্ত করা যায় সে অত্যন্ত গ্লানি ও অপমানগ্রস্ত হয়। সকলকেই নিজের ন্যায় জ্ঞান করিয়া, উদার হওয়া কর্ত্তব্য। যদি কোনও

অন্যায় ও অনুচিত ঘটনা, তোমার কি তোমার আত্মীয় সম্বন্ধে ঘটিত, তবে তাহা ব্যক্ত হইলে তোমার মন কিরূপ হইত? যাহা তুমি নিজে ভাল না বাস, তাহা পরের প্রতি আচরণ করিও না।

যাহাতে কাহার অনিষ্ট হয়, এরূপ পরামর্শ দিবে না। সত্য কথা বলিবে; যাহাতে লোকে অসন্তুষ্ট হয়, এরূপ সত্য কথা বলিবে না, কিন্তু লোকের মনস্তুষ্টির জন্য মিথ্যা কথাও বলিবে না।

যাহা তোমার নাই, তাহা পাইবার জন্য অধীর হইবে না। সদুপায়ে পাইবার চেষ্টা করিবে। অধীর হইলে, সদসৎ-জ্ঞানশূন্য হইতে হয়। ইহাও বিবেচনা করিবে যে, ইচ্ছা করিলেই কোনও বস্তু পাওয়া যায় না। এই পৃথিবীতে কাহারও অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর হয় না। অভিলষিত বস্তু পাইলে আহ্লাদে জ্ঞানশূন্য হইবে না এবং যাহা তোমার ভাগ্যে জুটে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে। যাহাদিগের মন কিছুতেই সন্তুষ্ট নহে, তাহারা জীবদ্দশায় নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে।

তোমার যেরূপ অবস্থা, তুমি সেই পরিমাণে চলিবে। অবস্থার বিপরীত চলিলে, অশেষ কষ্টভোগ করিতে ও জনসমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। তোমার বারাণসী সাড়ী নাই, ভাল অলঙ্কার নাই, তাহাতে দশ জনের সমক্ষে গ্লানি বোধ করিও না,

এবং টাকা কর্জ্জ করিয়া অথবা যৎসামান্য সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া ঐ সমস্ত ক্রয় করিও না। তাহাতে তোমার সাংসারিক কষ্ট দ্বিগুণ বাড়িবে এবং অবস্থার বিপরীত ব্যবহারে লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। তুমি যদি সতী সাধ্বী হও; দয়াশীলা, বিনীতা, পরোপকাররতা হও, কাহারও দ্বেষ, হিংসা, নিন্দা না কর, তোমার মুখে যদি সর্ব্বদাই মধুময় বাক্য থাকে, তবে তোমাপেক্ষা ভূষিতা রমণী আর কেহই নহে। তোমার এই সমস্ত গুণ থাকিলে গর্ব্বিতা রাজরাণীও তোমাকে সম্মান করিবে।

আপনার যশ আপনি করিবে না। কাহার উপকার করিয়া, সে কথা সকলের নিকট বলিয়া বেড়াইবে না। কোনও গোপনীয় কথা প্রাণান্তেও প্রকাশ করিবে না। অসৎ লোকেব সহিত মিত্রতা করিবে না।

কেহ অপরাধ করিলে, তাহাকে শাস্তি দিবার ইচ্ছা স্বাভাবিক; কিন্তু তাহাকে ক্ষমা করা স্বর্গীয় কার্য্য। যত দূর সাধ্য, ক্ষমা করাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

দয়া মনুষ্যহৃদয়ের অমূল্য নিধি। যাহার দয়া নাই, সে অসার পদার্থ, দ্বিপদ পশু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যে পরের সুখে সুখী হয়, পরের দুঃখে দুঃখী হয়, পরের দুঃখে যাহার চক্ষুর জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়; ক্ষুধার্ত্তকে যে আপনার অর্দ্ধভুক্ত অন্ন দেয়; যে পরেব

জন্য আত্ম জীবন উৎসর্গ করে—আহা! তাহার ন্যায় ধনী, তাহার ন্যায় সুখী কে? দয়ার কার্য্য পরের উপকার করা; তাহা অর্থ দ্বারা, বাক্য দ্বারা, শরীর দ্বারা ও মনের দ্বারা হইতে পারে। ইহার মধ্যে যাহার যাহা থাকে, সে তদ্দ্বারাই পরোপকার করিতে পারে।

সম্পদে জ্ঞানশূন্য হইও না; বিপদে ধৈর্য্যচ্যুত হইও না। জানিও, সম্পদ্ মনুষ্যকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারে না; তাহাব মধ্যেও অনেক দুঃখ আছে এবং তাহা চিরস্থায়ী নহে। আজ যদি তুমি সম্পদের গর্ব্বে ফাটিয়া পড়, কাল বিপদগ্রস্ত হইলে তোমার কি দুর্দ্দশা হইবে? বিপদে ভগ্নোৎসাহ না হইয়া, বরং দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত উদ্‌যোগ ও আশা করা কর্ত্তব্য; তাহা না করিলে, তুমি সে বিপদ হইতে কখনও উদ্ধার হইতে পারিবে না। সম্পদ ও বিপদে মনুষ্যের প্রকৃত স্বভাব জানা যায়। সম্পদে মনুষ্যের দোষ এবং বিপদে গুণ জানা যায়।

নারীদিগের পাতিব্রত্য ধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই। পতিই নারীর গতি, পতিই নারীর দেবতা। পক্ষান্তরে, পতিই নারীর সখা, পতিই নারীব সঙ্গী, পতিই নারীব প্রণয়ী। রাজা দশরথ কৌশল্যাকে উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সেই প্রিয়বাদিনী

আমার সেবার সময়ে কিঙ্করীর ন্যায়, রহস্যালাপে সখীর ন্যায়, ধর্ম্মাচরণে ভার্য্যার ন্যায়, সৎপরামর্শ দানে ভগিনীর ন্যায় এবং ভোজন কালে জননীর ন্যায় ব্যবহার করিয়া থাকেন"।

নবম অধ্যায়।

শিশুপালন।

ভূমিষ্ঠ হইবার পর, পশুশাবকাপেক্ষা, শিশুর অবস্থা অধিকতর নিঃসহায়। পশুশাবক অল্প সময় মধ্যে দাঁড়াইতে, হাটিতে ও স্বয়ং স্তন্যপান করিতে পারে; শিশুর এই সমস্ত শিক্ষা করিতে অনেক সময়ের প্রয়োজন হয়। এইজন্য পশুজননী অপেক্ষা নরজননীর দায়িত্ব অধিক। জড়তুল্য শিশুর আহার ও সমস্ত দৈহিক কার্য্য মাতার হস্তে ন্যস্ত। অতি-যত্নে ও সতর্কতার সহিত জড়কে মনুষ্য করিতে হইবে। ভূমিষ্ঠ হইবার পর, অন্ততঃ তিন বৎসর পর্য্যন্ত, তাহার জীবন সম্পূর্ণরূপে মাতৃ-স্তন্য ও মাতৃ-লালন পালনের উপর নির্ভর করে। অসতর্কতা ও অসাবধানতার ফল পীড়া ও মৃত্যু। জননীদিগের অজ্ঞতা ও তাচ্ছিল্য জন্য, কত শিশু যে অকালে কালসদনে প্রেরিত হয়, তাহা শুনিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়। এক শত শিশুর মধ্যে দশটী এক মাস বয়সে এবং চল্লিশটি দুই মাস বয়সে মৃত হয়। এক বৎসর বয়স মধ্যে শতকরা ১৫টী এবং দুই বৎসর হইতে পাঁচ

বৎসর মধ্যে ১২টী মৃত হয়। এইরূপে, যত শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, তাহার চতুর্থাংশের একাংশ পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যে কালগ্রাসে পতিত হয়। কি ভয়ানক, কি শোচনীয় অবস্থা! ইহার কারণ কি? এই শোচনীয় জীবন-ক্ষয় নিবারণের উপায়ই বা কি?

প্রত্যক্ষ ও অলক্ষিত এবং অনেক স্থলে অপরিজ্ঞাত নানাবিধ কারণে, এই লোমহর্ষণ ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে। সচরাচর যে গুলি জানা যায়, তাহা বলা যাইতেছে;—গর্ভমধ্যে অবস্থিতিকালীন শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও আভ্যন্তরিক যন্ত্রাদি বিসদৃশ ও অসম্পূর্ণরূপে গঠিত হইলে, শিশুর জীবন ক্ষণস্থায়ী হয়। গর্ভাবস্থায় মাতৃরক্তদোষে, অথবা শোক, দুঃখ, ভয় প্রভৃতি কারণে মাতার স্নায়ুমণ্ডলী উত্তেজিত হইলে, এইরূপ হইতে পারে।

নিদ্রাবস্থায় নাসিকায় কাপড় অথবা মাতার স্তন চাপা পড়িয়া, অনেক শিশুর জীবন সংহার হয়।

স্তন্য দুগ্ধের পরিবর্ত্তে, কোনওরূপ কৃত্রিম আহার ব্যবহারে অনেক শিশু গতায়ু হয়।

শিশুশরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কোমল। অতি সামান্য কারণে তাহাদিগের পীড়া হয় এবং পীড়া হইলে শিশুদিগের জীবনী শক্তি যত শীঘ্র হ্রাস হয়, যুবা কিংবা বয়ঃপ্রাপ্তদিগের তদ্রূপ নহে। এইজন্য,

অতি সাবধানে শিশুপালন করা কর্ত্তব্য। শিশুদিগের পীড়া হইবামাত্র চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসা করিবে। অনেক সময়ে, অমনোযোগ হেতু বিলম্ব প্রযুক্ত শিশুর পীড়া এত বৃদ্ধি হইয়া উঠে যে, চিকিৎসক আনিয়া চিকিৎসার সময় পান না।

পল্লীগ্রামাপেক্ষা নগরে শিশুদিগের মৃত্যুসংখ্যা অধিক দৃষ্ট হয়।

যে সমস্ত কারণে শিশুদিগকে স্তন্য দান করা কর্ত্তব্য নহে, তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ধাত্রী রাখিবার সঙ্গতি অনেকেরই নাই। তাঁহারা কাজেকাজে অন্যবিধ খাদ্য দ্বারা শিশুর শরীর পোষণ করিতে বাধ্য হন। গর্দ্দভদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ ও গোদুগ্ধ শিশুর পক্ষে উপযোগী। ছাগদুগ্ধে একরূপ দুর্গন্ধ আছে, তাহা শিশুদিগকে না দেওয়াই ভাল। অনেক চিকিৎসক বলেন, গর্দ্দভদুগ্ধ মাতৃস্তন্যের ন্যায়। কিন্তু অনেক স্থানে তাহা দুষ্প্রাপ্য এবং তাহার মূল্য এত অধিক যে, সামান্য গৃহস্থের পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত। এজন্য, আমরা গোদুগ্ধ মনোনীত করি। শিশুর তিন মাস বয়স পর্য্যন্ত গোদুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু আহার করিতে দিবে না। যে গাভী সদ্যপ্রসূতা হইয়াছে, তাহার দুগ্ধ স্তন্য দুগ্ধের ন্যায়; শিশুর পক্ষে তাহা সর্ব্বতোভাবে উপযোগী। যদি নিতান্ত পক্ষে তাহা অপ্রাপ্য

হয়, তবে পুরাতন গাভীর দুগ্ধ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহার সহিত সম পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শিশুর পানীয় দুগ্ধ অধিক পরিমাণে জ্বাল দিয়া ঘন করা অথবা তাহার উপর সর পড়িতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। দুগ্ধে এক বলক উঠিবামাত্র তাহা নিম্নে নামাইয়া, ক্রমাগত আবর্ত্তন করিবে, এবং ঈষৎ উষ্ণ থাকিতে শিশুকে খাইতে দিবে। শিশুর মল যদি সবুজ বর্ণের হয় এবং তাহার শরীর শীর্ণ হয় ও সর্ব্বদা বমন হয়, তবে দুধে আরও অধিক জল মিশাইয়া দিবে এবং বারে বসাইয়া দিবে। যদি তাহাতেও অপকার দূর না হয়, তবে দুধের সর ফেলিয়া দিয়া, সেই দুগ্ধের সহিত সমভাগে জল মিশাইয়া গরম করিয়া দিবে।

তিন মাস পরে দুগ্ধের সহিত বার্লি মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। সাত আট মাস বয়স হইলে দুগ্ধের সহিত ভাতের মাড় মিশাইয়া দেওয়া যাইতে পারে; কিন্তু শিশু যাবৎ উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিতে না পারে, তাবৎ কোনও কঠিন দ্রব্য খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে।

কিন্তু শিশুকে স্তন্যদুগ্ধ হইতে বঞ্চিত করিবার প্রচুর কারণ বিদ্যমান না থাকিলে, বিলাসিতা প্রযুক্ত তাহাকে স্বভাবদত্ত, একমাত্র পুষ্টিকর আহার হইতে

বঞ্চিত করা কোনও ক্রমে কর্ত্তব্য নহে। প্রসূতির শরীর সুস্থ এবং স্তনে প্রচুর দুগ্ধ থাকিলে, সন্তানের কুকরে মাড়ির দাঁত না উঠা পর্য্যন্ত, তাহাকে স্তন দেওয়া কর্ত্তব্য। সাধারণতঃ, দেড় বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুর ঐ দন্ত উঠিয়া থাকে। যদি স্তনে অধিক দুগ্ধ না থাকে, তবে এক বৎসর পরেই ক্রমে ক্রমে স্তনত্যাগ করান ভাল।

গ্রীষ্মকালে কিংবা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে শিশুকে স্তন ছাড়ান ভাল নয়। এইকালে, সাধারণতঃ, উহাদিগের উদরাময় হয়, এজন্য অন্য ঋতুতে এই কার্য্য করিবে। আমাদিগের দেশে প্রসূতিরা শিশুদিগকে স্তনত্যাগ করান না। যাবৎ পুনরায় সন্তানের লক্ষণ না হয়, তাবৎ ছয় সাত বৎসর বয়স্ক হইলেও, বালক স্তন্যপান করিয়া থাকে। এই প্রথা ভাল নহে। উহাতে বালকের কোনও উপকার হয় না, কিন্তু প্রসূতির শরীর শীর্ণ ও রুগ্ন হয়। যে কাল পর্য্যন্ত চর্ব্বণোপযোগী দন্ত না উঠে, তত দিন দুগ্ধই শিশুর একমাত্র আহার; কিন্তু দেড় বৎসর বয়সে কুকুরে মাড়িসহ চর্ব্বণোপযোগী ষোলটী দাঁত হয়, সুতরাং সেই সময় হইতে স্তন্য দুগ্ধের আর প্রয়োজন হয় না।

শিশুকে হঠাৎ স্তন্য হইতে বিরত করা কর্ত্তব্য নহে। সপ্তাহে সপ্তাহে, ক্রমে ক্রমে, স্তন্য দান কমাইবে, পরে

রাত্রিতে স্তন দেওয়া বন্ধ করিবে। শিশুর চারি মাস বয়ঃ ক্রমের সময় হইতে, একটু একটু গোদুগ্ধ দিবে; ছয় মাস পরে, বার্লি কিংবা ভাতের মাড় দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। স্তন্য দুগ্ধ যে পরিমাণে কমিতে থাকে, সেই পরিমাণে অন্য আহার বৃদ্ধি করিয়া দিবে। এক বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শিশুকে কঠিন দ্রব্য (ভাত, ফল ইত্যাদি) খাইতে দিবে না।

শিশুর দেড় বৎসর বয়সের সময়েও যদি কোনও প্রসূতির স্তনে অধিক পরিমাণে দুগ্ধ থাকে, তবে উপায় অবলম্বন করিয়া তাহা শুষ্ককরা কর্ত্তব্য। এই সময়ে প্রসূতি অল্প পরিমাণে জলপান করিবেন এবং যে সমস্ত দ্রব্যে জলীয় ভাগ অধিক তাহা আহার করিবেন না। হাতায় করিয়া নারিকেলের তৈল লইয়া, তাহা আগুণের উপর ধরিবে, ক্রমে ঐ তৈলমধ্যে কর্পূর গুঁড়া করিয়া দিবে, যত কর্পূর ঐ তৈল শোষণ করিতে পারে তাহা দিবে। পরে ঐ কর্পূরবাসিত তৈল দিনের মধ্যে সাত আট বার স্তনের উপর মালিস করিবে। পাঁচ ছয় দিন এইরূপ করিলে স্তনের দুগ্ধ শুষ্ক হইয়া যাইবে।

সাধারণতঃ, পাঁচ ছয় মাস বয়সে শিশুদিগের দাঁত উঠিতে আরম্ভ হয়, কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও দাঁত উঠিয়া থাকে। এমন কি, কোনও কোনও বালক ভূমিষ্ঠ

হইলেই, তাহার দাঁত দেখা যায়। আমাদিগের দেশে, ইহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া লোকে বিশ্বাস করে। কিন্তু তাহা কুসংস্কার মাত্র। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় রিচার্ড* এবং ফ্রান্সের রাজা চতুর্দ্দশ লুই দন্তসহ ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।

দাঁত উঠিবার সময়ে শিশুদিগের নানারূপ পীড়া হইয়া থাকে; কিন্তু যাহাদিগের দাঁত উঠিতে অধিক বিলম্ব না হয়, তাহারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ থাকে।

আগে নীচের পাটীর দাঁত উঠে, তাহার দুই তিন মাস পরে উপরের পাটীর দাঁত উঠে।

শিশুদিগের দুধে দাঁত কুড়িটী; তাহা নিম্ন লিখিত প্রণালীতে উঠিয়া থাকে:—

(১) নীচের পাটীর সম্মুখের মাঝের দুইটী দাঁত, প্রায় এক সময়ে, চারি মাস হইতে আট মাস বয়সের মধ্যে, উঠে।

(২) আট মাস হইতে দশ মাস বয়সের মধ্যে উপরের পাটীর সম্মুখের পাঁচটী দাঁত উঠে।

(৩) বার মাস হইতে ষোল মাস বয়সের মধ্যে উপর্য্যুপরি ছয়টী দাঁত উঠে। উপরের পাটীর যে দাঁত

---

* Marry, they say my uncle grew so fast,
That he could gnaw a crust at two hours old;
'Twas two full years ere I could get a tooth.
Shakespeare.

পূর্ব্বে উঠিয়াছে তাহার কিছু দূরে সম্মুখের দুইটী মাড়ী দাঁত উঠে; পরে নীচের পাটীতে পূর্ব্বে যে দুইটী দাঁত উঠিয়া ছিল, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী উঠে এবং পরিশেষে নীচের সম্মুখে দুইটী মাড়ী উঠে।

(৪) ১৮ হইতে ২৪ মাসের মধ্যে কুকুরে মাড়ী উঠে।

(৫) তিন বৎসর বয়সের মধ্যে আর চারিটী মাড়ী দাঁত উঠে।

প্রথম দন্তোদ্গমের এই পর্য্যন্ত শেষ। পাঁচ হইতে দ্বাদশ বৎসর বয়সের মধ্যে এই সমস্ত দাঁত পড়িয়া, ক্রমে ক্রমে স্থায়ী দাঁত উঠে। পরে ষোল হইতে চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে "আক্কেল মাড়ী" (জ্ঞান দন্ত) উঠিয়া মনুষ্যের দন্তোদ্গম শেষ হয়।

শিশুদিগকে পাঁচ ছয় মাস বয়সের মধ্যে টিকা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইংরাজী মতের টিকাই ভাল। ইহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

এদেশের শিশুদিগের স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রধান কারণ আহারের অনিয়ম। যাবৎ শিশু স্তন্যপান করে, তাবৎ প্রসূতির এমত কোনও দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য নহে, যাহাতে শিশুর জ্বর, উদরাময় প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে। এই কালে প্রসূতি সুপাচ্য ও পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিবেন; ঝাল ও অম্ল দ্রব্য, আবশ্যক হইলে, অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহার

করিবেন। এ বিষয়ে বঙ্গীয় প্রসূতিদিগের উদাসীনতা এত অধিক যে, বোধ হয়, তাঁহাদিগের মধ্যে শতকরা নব্বই জন, আপন আহারের সহিত শিশু-জীবনের কোনও সম্বন্ধ আছে কি না তাহা আদৌ জানেন না। এজন্য, আমরা পুনরায় বলিতেছি, শিশুকে সুস্থ রাখিতে হইলে, জননী নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন।

এক বৎসর বয়সের মধ্যে শিশুদিগকে স্তন্যদুগ্ধ ব্যতীত অন্য কোনও দ্রব্য আহার করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু তাহাদিগের এই স্বাভাবিক আহার কোনও কারণে অপ্রচুর হইলে, গোদুগ্ধ দ্বারা অভাব পূরণ করা যাইতে পারে। শিশুদিগের ৬।৭ মাস বয়সের পরে, গোদুগ্ধের সহিত বার্লি ও অল্প চিনি মিশ্রিত করিয়া ২।১ বার দেওয়া যাইতে পারে। এক বৎসর বয়সের পর সুপক্ক ও সুমিষ্ট ফল খাইতে দেওয়া যাইতে পারে।

যাবৎ মাড়ীর দাঁত না উঠে, তাবৎ কোনও শক্ত জিনিষ খাইতে দেওয়া উচিত নহে। চর্ব্বণোপযোগী দাঁত না উঠিলে ভাত খাইতে দেওয়া অকর্ত্তব্য; অচর্ব্বিত অন্ন উদরে গিয়া উদরাময় উৎপাদন করে।

শিশুদিগকে অধিক পরিমাণে মিষ্টান্ন খাইতে

দেওয়া নিতান্ত অন্যায় ; তাহাতে অপাক হইয়া, শিশু দুর্ব্বল হয় ও ক্রিমিরোগ হয়। শিশুদিগকে মিষ্টান্ন এককালীন না দেওয়াই ভাল ; তবে আবশ্যক মতে একটু একটু মিছরী দেওয়ায় ক্ষতি নাই।

পল্লিগ্রামে চিড়া, খই, গুড়, এবং সহরে সন্দেশ, জিলাপী, ইত্যাদি বাজার হইতে ক্রয় করিয়া, শিশুদিগকে সকালে বিকালে দেওয়া হইয়া থাকে। পাঁচ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে চিড়া ও গুড় কোনও ক্রমে শিশুদিগকে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। এই দুইটী জিনিষ দুষ্পাক্য, ইহা পরিপাক করা তিন চারি বৎসরের শিশুর পক্ষে অসম্ভব। তিন বৎসর বয়সের পর, শিশুদিগকে খৈ, মুড়ী এবং মিছরী অল্প পরিমাণে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহাও প্রত্যহ দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। খৈ চূর্ণ করিয়া চিনি কিংবা মিছরীর সহিত মিশ্রিত করিয়া দেওয়া সর্ব্বাপেক্ষা ভাল। জিলাপী প্রভৃতি বাজারজাত মিঠাই নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর। শিশুদিগকে চারি বৎসর বয়সের মধ্যে ঐ সমস্ত দুষ্পাক্য দ্রব্য খাইতে দিবে না। চারি বৎসর বয়সের পর গৃহজাত মিঠাই দেওয়া যাইতে পারে। এক বৎসর বয়সের পর শিশুদিগকে মোহনভোগ খাইতে দেওয়া যাইতে পারে ; ইহা বলকর ও সুপাক্য।

আমাদিগের দেশে শিশুদিগের পীড়ার প্রধান কারণ আহারের অনিয়ম। শিশুগণ যখন ইচ্ছা করে তখনই তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে পরিপাকের যন্ত্রগুলি দুর্ব্বল হইয়া উদরাময় ও অন্যান্য পীড়া উৎপাদন করে। একারণ, শিশুদিগকে নিয়মিতরূপে আহার দেওয়া কর্ত্তব্য। যেরূপ নিয়মে স্তন্যদান করা উচিত, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শিশু যখন ভাত প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য খাইতে শিখে, তখনও একটা নিয়ম করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক। প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সন্ধ্যায় এই তিন সময়ে ভিন্ন অন্য সময়ে শিশুদিগকে অন্নাহার করিতে দিবে না। কিন্তু তিনবার আহার শিশুদিগের পক্ষে প্র[illegible] নহে। তাহাদিগের শরীর সংবর্দ্ধন জন্য, যুবাপেক্ষা, অধিক বার আহার করা আবশ্যক; সর্ব্বশুদ্ধ পাঁচবার আহার করিলেই তাহাদিগের অভাব পূরণ হইতে পারে। তিনবার অন্ন, দুগ্ধ, উত্তম মৎস্যের ঝোল প্রভৃতি এবং দুইবার মুড়ি, খৈ, ভাল ফল, মোহনভোগ অথবা লুচি দেওয়া যাইতে পারে।

শিশুদিগকে শয়ন করিয়া খাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। হাতের উপর মস্তক রাখিয়া দুগ্ধপান করাইবে এবং আহারান্তে শয্যায় শয়ান করাইবে।

আহারান্তে শিশুদিগকে নাচান কিংবা দোলান উচিত নহে।

শৈশব ও কৈশোরাবস্থায় অধিক পরিমাণে নিদ্রার আবশ্যক হয়। মনুষ্যজীবনের এই কালে, শারীরিক যন্ত্র ও অবয়বগুলি বিকশিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে এবং চঞ্চলতা প্রযুক্ত দৈহিক পরমাণু সকল শীঘ্র শীঘ্র ব্যয়িত হইতে থাকে; এজন্য প্রচুর নিদ্রার প্রয়োজন। শিশুরা দিবা রাত্রির অধিকাংশ নিদ্রায় অতিবাহিত করে। ছয় বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দিবাভাগে দুই এক ঘণ্টা ও রাত্রিতে বার ঘণ্টা নিদ্রা যাওয়া শিশুদিগের পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন। ছয় বৎসরের পর দিনের নিদ্রা বন্ধ করা যাইতে পারে; কিন্তু দশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে রাত্রির নিদ্রা হ্রাস করা কর্ত্তব্য নহে। দশ বৎসরের পর ষোল বৎসর পর্য্যন্ত, রাত্রিকালে দশ ঘণ্টা এবং ষোল বৎসরের পর হইতে আট ঘণ্টা নিদ্রা গেলেই প্রচুর হয়।

শিশু, প্রাতে যাবৎ স্বয়ং না জাগিবে, তাবৎ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিবে না। ইচ্ছাধীন তাহাকে ঘুমাইতে দিবে, তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইলে সে আপনিই জাগিবে।

এদেশে, সাধারণতঃ, প্রসূতিরা শিশুদিগকে অধিক বয়স পর্য্যন্ত ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করেন; আবার, আঢ্য পরিবারদিগের মধ্যে অনেক প্রসূতি শিশু-

দিগকে রাত্রি কালে ধাত্রীর নিকট রক্ষা করেন। ইহার কোনও প্রথাই ভাল নহে। তিন চারি মাস বয়স পর্য্যন্ত, জননী শিশুকে আপন ক্রোড়ের নিকট রাত্রিকালে রাখিবেন; কিন্তু যাহাতে কাপড় কিংবা বালিস চাপা না পড়ে ও নিশ্বাস বন্ধ না হয়, তৎপক্ষে সাবধানে থাকিবেন। শিশু যাবৎ স্তন্যপান করে, তাবৎ জননীর নিদ্রা যাওয়া কর্ত্তব্য নহে; শিশুর স্তন্যপান হইলে, তাহাকে উপযুক্তরূপে শয়ান করাইয়া নিদ্রা যাইবে। জননীর বিপরীত দিকে শিশুর মুখ রাখিবে, তাহা হইলে কোনও প্রকারে চাপা লাগিয়া নিশ্বাস বন্ধ হইবার আশঙ্কা থাকে না। তিন চারি মাস পরে শিশুকে একই পর্য্যঙ্কে পৃথক্ শয্যা করিয়া দিবে।

শিশুর শয্যা প্রত্যহ জলে ধৌত করিয়া উত্তমরূপে শুষ্ক করিবে। ভিজা ও মূত্রাদি জন্য দুর্গন্ধময় শয্যায় শয়ন করিলে, শিশুদিগের পীড়া হয়।

দক্ষিণ দিকে মস্তক দিয়া শয়ন করা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। নিতান্ত পক্ষে পূর্ব্বদিকে; কিন্তু উত্তর ও পশ্চিমদিকে মস্তক রাখিয়া কোনও ক্রমেই শয়ন করিবে না।

শিশুদিগকে প্রত্যহ ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করান কর্ত্তব্য। আমাদিগের দেশের চিরপ্রচলিত প্রথানুসারে তাহাদিগকে, স্নানের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে,

উত্তম সরিষার তৈল মাখাইবে। সময়ে সময়ে মাখনও মাখান যাইতে পারে। দুই তিন দিন অন্তর কাঁচা হলুদ মাখান কর্ত্তব্য। কিন্তু সাবান মাখান উচিত নহে; তাহাতে চর্ম্মরোগ হওয়ার বিলক্ষণ সম্ভব। সাবানের পরিবর্ত্তে ব্যাসন অর্থাৎ ছোলার গুঁড়া জলে গুলিয়া মাখান যাইতে পারে, তাহাতে শরীরের ময়লা উত্তমরূপে দূরীভূত হয়।

নির্ম্মল বায়ু সেবন, শিশুদিগের স্বাস্থ্য বিধান পক্ষে, বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইহাতে শরীর সুস্থ ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হয়। প্রসবের পর আট দিবস পর্য্যন্ত শিশুদিগকে আতুড় ঘরে রাখা কর্ত্তব্য; ঐ ঘরে অধিক পরিমাণ বায়ু অথবা আলোক প্রবেশ করিতে দিবে না। তাহার পর তিন সপ্তাহ, অপেক্ষাকৃত অধিক আলোক ও বায়ুবিশিষ্ট গৃহে শিশুকে রাখিবে। এইরূপে এক মাস অতীত হইলে, প্রত্যহ সকালে বৈকালে শিশুকে কোলে করিয়া বাহিরে লইয়া যাইবে এবং নির্ম্মল বায়ু সেবন করাইবে। কিন্তু বৃষ্টির সময়ে অথবা অধিক বায়ু বহিতে থাকিলে শিশুকে বাহির করিবে না। শীত কালে শিশুকে উত্তমরূপে বস্ত্র দ্বারা আবৃত করিয়া, প্রাতে রৌদ্র উঠিলে এবং অপরাহ্ণে সূর্য্য অস্তে যাইবার পূর্ব্বে, বাহির করিবে।

দশম অধ্যায়।

শিশুশিক্ষা।

এই শিক্ষা ত্রিবিধ; শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক। ইহার এক কি দুইটী ত্যাগ করিয়া, অবশিষ্টের অনুশীলন করিলে, প্রকৃত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শিক্ষা হয় না। আমাদিগের দেশে এখন বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহা, এইজন্য, অসম্পূর্ণ ও অসার। এ দেশে শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায়, বিদ্যালয়ে বালক বালিকাদিগকে কেবল মাত্র মানসিক শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যায়ামাভাবে বালকদিগের শরীর ক্ষীণ ও দুর্ব্বল হয়; তাহার উপর, অসাধারণ মানসিক পরিশ্রম নিবন্ধন বালকদিগের অম্লরোগ, শিরোরোগ ও চক্ষুরোগাদি নানাবিধ পীড়া উৎপন্ন হইয়া, তাহারা অল্পকাল মধ্যে বৃদ্ধ হইয়া পড়ে, বহু শ্রম ও অধ্যবসায়সাধ্য কোনও কার্য্য করিতে অক্ষম হয় এবং মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও স্থিরচিত্ত হইতে পারে না। বিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণ শিক্ষা-প্রণালী সংশোধন করিবার উপায় আমাদিগের নাই, কিন্তু বালকগণ আশৈশব

পিতামাতার নিকট এই ত্রিবিধ শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, অনায়াসে এই অভাব দূর ও ক্ষতিপূরণ হইতে পারে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার অসম্পূর্ণত্ব না থাকিলেও পিতা মাতার হস্তে শৈশব কাল হইতে শিক্ষার সূত্রপাত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয়। কারণ, কোমলপ্রকৃতি শিশুদিগকে যাহা শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাই তাহাদিগের অন্তরে চিরদিনের জন্য নিহিত হইয়া থাকে। বাল্যসংস্কার কিছুতেই দূরীভূত হয় না। শৈশবকাল হইতে, বালক বালিকা দিগের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় গুলি প্রস্ফুটিত হইতে থাকে। চক্ষু, কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা নূতন নূতন পদার্থ অনুভব করিয়া, তাহাদিগের মন সর্ব্বদা চঞ্চল ও জিজ্ঞাসু হয়। ইহা কি, উহা কি, ইহা কিজন্য, উহা কিজন্য, এবম্বিধ প্রশ্ন সর্ব্বদাই শিশুর মুখে শুনা যায়। প্রতিমুহূর্ত্তে নূতন নূতন পদার্থের সহিত তাহাদিগের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ হওয়ায়, স্বভাবতঃ তাহাদিগের অনুসন্ধিৎসা জন্মে। এই কল্যাণকর; নৈসর্গিক অনুসন্ধিৎসা মানসিক শিক্ষার অঙ্কুর স্বরূপ। পিতা মাতার হস্তে ইহা পরিপোষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইলে, বালকদিগের জ্ঞানলালসা ক্রমে বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু পিতা মাতা যদি বালকের প্রশ্নের সদুত্তর না দেন এবং অন্যান্য সহজ সহজ বিষয়ে তাহা-

দিগের চিত্তাকর্ষণ না করেন, তবে তাহাদিগের চিত্ত-বৃত্তিগুলি অনুশীলনাভাবে হততেজ হইয়া যায়। শারীরিক চাঞ্চল্য বালকের আর একটী স্বভাব। দৌড়াদৌড়ি, লাফ ঝাঁপ ভিন্ন সে থাকিতে পারে না। এমন কি, শয্যাস্থ সদ্যোজাত শিশুও হস্তপদ আলোড়ন দ্বারা ক্রীড়া করিয়া স্বভাবের এই নিয়মের সাক্ষী দেয়। সুস্থ থাকিবার প্রধান উপায় শারীরিক যন্ত্রাদির ব্যায়াম; স্বভাব বাল্য কালেই তাহা দেখাইয়া দেয়। কিন্তু এদেশের পিতামাতাগণ এই হিতকর স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি অমনোযোগী হওয়ায়, আমাদিগের এই দুর্দ্দশা হইয়াছে। নীতি সম্বন্ধেও স্বভাব বালহৃদয়ে আপন প্রভুত্ব প্রকাশ করে। সুকুমারমতি বালক মিথ্যা কথা ও কপটতা কাহাকে বলে তাহা জানে না। পিতা মাতার শাসনে ও ভয়প্রদর্শনে, এবং অসৎসঙ্গে মিশিয়া, তাহারা মিথ্যাবাদী ও কপট হইয়া উঠে। বালক যদি শৈশব কাল হইতে পিতা মাতার নিকট সত্য ও সরলতা প্রভৃতি সুনীতির গৌরব শিক্ষা করে, তবে বয়োবৃদ্ধি হইলে তাহার বিপথগামী হইবার সম্ভব কম থাকে।

আমরা উপরে যাহা বলিলাম, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, সন্তানদিগকে আশৈশব ত্রিবিধ শিক্ষা দেওয়া পিতা মাতার নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। দুর্ভাগ্য-

বশতঃ, আমাদিগের দেশে এই গুরুতম বিষয়ে কাহার মনোযোগ নাই। এদেশের জনক জননীরা বিবেচনা করেন যে, সন্তানের পঞ্চম বর্ষ বয়সের পর, তাহাকে গুরুর হস্তে অর্পণ করিতে পারিলেই তাঁহারা সন্তানের শিক্ষার দায় হইতে অব্যাহতি পান। কিন্তু শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষাভাবে এ দেশীয় যুবকদিগের যে নিরতিশয় দুর্দ্দশা হইতেছে, তাহা চক্ষুকর্ণবিশিষ্ট ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করিবেন। অতি শৈশবে বালককে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া, তাহার শারীরিক ও নৈতিক স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দেওয়া হইতেছে, তাহাও, তাঁহারা দেখিয়া দেখেন না। বিদ্যালয়ের জনতাপূর্ণ, বায়ুকৃচ্ছ্র ক্ষুদ্র গৃহে শিশুর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়; শিক্ষকদিগের বিভীষিকায় ও শাসনে তাহাদিগের মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া যায় এবং বিভিন্ন স্বভাবের বালকদিগের সংসর্গে তাহাদিগের অন্তরে দুর্নীতির সঞ্চার হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালীর এই সমস্ত দোষ অপরিহার্য্য; তথাপি, বালকদিগকে, অন্ততঃ সাত বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, গৃহশিক্ষা দিয়া, পরে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিলে অপেক্ষাকৃত ভাল হইতে পারে।

অতএব, বালকজীবনের প্রথম সাত বৎসর ক্রীড়া ও আমোদের উৎসবে উৎসর্গিত হওয়া কর্ত্তব্য।

ইহাতে শরীরের পেশী সমস্ত সঞ্চালিত হইয়া চিরসুস্থতার সূত্রপাত হয় এবং মন স্ফূর্ত্তি ও আনন্দময় করে। কিন্তু অনেক প্রজ্ঞাভিমানী জনক জননী বালক-বালিকাদিগকে ক্রীড়া ও আমোদ হইতে বিরত করেন; তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, তদ্দ্বারা তাহারা ভবিষ্যতে অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইবে। তাঁহারা অজ্ঞতা বশতঃ, এইরূপে, বালকের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার মূলে কুঠারাঘাত করেন।

কিন্তু বিজ্ঞ পিতা মাতার চক্ষে ক্রীড়া বালশিক্ষার প্রথম সোপান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কতকগুলি খেলনা দ্বারা স্মরণ শক্তির অনুশীলন ও মনঃসংযম শিক্ষা হইতে পারে; কতকগুলি খেলনা দ্বারা সৌন্দর্য্য-জ্ঞান, ভক্তি, প্রীতি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; কতকগুলি খেলনা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তি উত্তেজিত করিয়া, কৌশল উদ্ভাবন শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে এবং কতকগুলি খেলনা দ্বারা সহজ সহজ বৈজ্ঞানিক সত্য শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। যদিচ সমুদয় শিক্ষা ক্রীড়ায় পরিণত করা যাইতে পারে না, কিন্তু সমুদয় ক্রীড়া শিক্ষায় পরিণত করা যাইতে পারে। পিতামাতাগণ এই সত্যটীর প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইবেন।

বালকদিগকে দৌড়াদৌড়ী, ডুডু প্রভৃতি ব্যায়ামে উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। যাহাতে তাহাদিগের শারীরিক

যন্ত্রগুলির ক্রিয়া হইয়া, পেশী কঠিন ও শরীর সবল হয়, তৎপ্রতি যত্নবান্ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

অনেকগুলি ক্রীড়া ও ব্যায়াম বালক ও বালিকা-দিগের পক্ষে স্বতন্ত্র। বালকের পথে বালককে এবং বালিকার পথে বালিকাকে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

কথায় বলে "ময়লা যায় ধুলে, আর স্বভাব যায় ম'লে"; কিন্তু স্বভাবের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অভ্যাসও স্বভাবের অনুগামী। বরং শিক্ষা দ্বারা স্বভাব অনেক পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে, কিন্তু যাহা বাল্যাবধি অভ্যাস করা যায়, তাহা কিছুতেই অপনীত হইবার নহে। এজন্য, সংস্কারশূন্য বালককে যাহা অভ্যাস করান যায়, তাহা প্রস্তরের রেখার ন্যায় চিরকাল তাহাতে অঙ্কিত থাকে। অতএব, বালক-দিগের যাহাতে সুসংস্কার জন্মে, তৎপ্রতি মনোযোগী হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

বালকদিগের প্রথম সংস্কার আহার। শিশুদিগকে উপযুক্ত সময়ে স্বাস্থ্যকর দ্রব্য আহার করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। এ দেশে বালকদিগের আহারের কোনও নিয়ম নাই; তাহারা সময়ে,অসময়ে যাহা ইচ্ছা তাহা ভোজন করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে স্বাস্থ্য-কর দ্রব্য আহার না করায়,প্রায়শঃ তাহাদিগের অজীর্ণ, উদরাময়, বমন, ক্ষুধামান্দ্য, উদরবেদনা প্রভৃতি হয়।

বালকদিগকে, সুস্থ শরীরে, প্রত্যহ স্নান করিতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। ইহাতে শরীর সুস্থ ও স্ফূর্ত্তি-যুক্ত হয়।

প্রত্যহ প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠিয়া, মল মূত্র ত্যাগ ও দন্ত মার্জন করা শিশুদিগের আর একটী কর্ত্তব্য কার্য্য।

শিশুদিগকে সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা শিক্ষা দিবে।

আজ কাল অধিকাংশ লোকের চক্ষুর জ্যোতিঃ হীনতেজ হইয়া গিয়াছে। অনেক যুবক দূরস্থ কোনও পদার্থ দেখিতে পান না। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বাল্যকালে দর্শনেন্দ্রিয়ের সুস্থতা সম্বন্ধে অমনোযোগই এই অনিষ্টের মূল। পাঠ্য পুস্তকের ছাপার অক্ষর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র; রাত্রিতে অতি সামান্য আলোকবিশিষ্ট প্রদীপের সমীপে বসিয়া অথবা ক্ষুদ্র বাতায়ন দ্বারা অর্দ্ধালোকিত বিদ্যালয়ে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর পাঠ করিতে হইলে, পুস্তক চক্ষুর নিকটে না আনিলে হয় না; এই অবস্থায়, পুস্তক চক্ষু হইতে দূরে রাখিয়া পড়িতেও কষ্টকর হয়। এই উভয় কারণে বালকদিগের দৃষ্টি দুর্ব্বল হইয়া যায়। তাহা-দিগকে বৃহৎ বৃহৎ অক্ষরে মুদ্রিত পুস্তক পাঠ করিতে দিবে। পাঠের সময় প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিবে

এবং যে বিদ্যালয়ে সূর্য্যালোক উত্তমরূপে প্রবিষ্ট না হয়, তথায় বালকদিগকে পাঠাইবে না। এই সমস্ত সতর্কতার সহিত, বালকদিগের প্রত্যহ শারীরিক ব্যায়াম অভ্যাস থাকিলে, চক্ষু রোগ হইবার সম্ভব অতি বিরল।

বালকদিগকে পিতা মাতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য। অনেক বালক এই শিক্ষাভাবে দুর্দ্দান্ত, দুর্নীত ও অপদার্থ হইয়া যায়। বালকেরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিবে এবং কোনও কার্য্য নিষেধ করিলে শুনিবে না—ইহা বালজীবনের অতি শোচনীয় অবস্থা। ইহা পিতা মাতার অনুচিত আদরের ফল। পিতা মাতা যাহা উচিত বিবেচনা করেন, বালককে তাহা করিতে বলিবেন এবং তাহা করিলে তাহার ভাল হইবে. ইহা তাহাকে বুঝাইয়া দিবেন। যদি বালক পিতা মাতার আজ্ঞা পালন করিতে অবহেলা করে, তবে তাহাকে শাসন করিবেন। কিন্তু সর্ব্বদা বালকের প্রতি কঠোর হইলে পিতা মাতার উপর বালকের ভক্তি কমিয়া যায়। অনাবশ্যক কঠোরতা ও অতি কঠোরতা ভাল নহে। সর্ব্বদা বালককে তাড়না ও ভর্ৎসনা করিলে, তাহার ভয় ও ভক্তি কমিয়া যায়। বালক কোনও কার্য্য করিতে অসম্মত হইলে, অথবা কোনও অবৈধ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে,

প্রথমতঃ তাহাকে তাহার দোষ গুণ বুঝাইয়া দিবে ; তাহাতে যদি প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে সম্ভবমত শাসন করা কর্ত্তব্য ।

অনেক পিতা মাতা, অতি সামান্য কারণে, বালকদিগকে সর্ব্বদা দুর্বাক্য বলেন ও প্রহার করেন। ইহাতে পিতা মাতার উপর বালকের শ্রদ্ধা থাকে না এবং ভবিষ্যতে তাহার স্বভাব চরিত্র মন্দ হইয়া উঠে। বালক যাহা চায়, তাহা তাহাকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে ; তাহার যাহা পাওয়া উচিত, তাহাই তাহাকে দিবে। বালকের ইচ্ছার সীমা নাই ; সে প্রথমতঃ তোমার বস্‌কটী চাহিবে, তাহার পর আয়না খানি চাহিবে, তাহার পর গাছে যে পাখীটী বসিয়া আছে তাহা চাহিবে এবং তাহার পর আকাশের চাঁদ পাড়িয়া দিতে বলিবে। সে কি পাইতে পারে এবং কি পাইতে পারে না, অথবা কি তাহার পাওয়া উচিত এবং কি পাওয়া উচিত নহে, তাহা তাহাকে বুঝাইয়া দিবে। যাহা মিষ্ট বাক্য দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য কঠোরতা করিবে না ; কিন্তু যেখানে কঠোরতা নিতান্ত পক্ষে আবশ্যক সে স্থলে তাহা করিতে বিরত হইবে না ।

বালকের অবৈধ আবদার নিবারণ জন্য অনেক পিতা মাতা তাহাদিগের মনে মিথ্যা আশার উদ্দীপন

করিয়া থাকেন। বালকের জ্বর হইয়াছে; কিন্তু সে ভাত খাইব বলিয়া ক্রন্দন করিতেছে। মাতা বলিলেন, আজ নয়, কাল তোমাকে ভাত দিব। বালক লুব্ধাশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া সে দিবস সাগু খাইয়া থাকিল; পর দিবস প্রাতেই ভাত ভাত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন মাতা বলিলেন,কাল্ নিশ্চয়ই ভাত দিব। বালক তাহা শুনিল না, মাতা মিথ্যা কথা কহিতেছেন সে তাহা বুঝিল। যদি এরূপ না করিয়া মাতা তাহাকে বলিতেন যে, জ্বর হইলে ভাত খাইতে নাই, তাহাতে জ্বর বৃদ্ধি হয়, জ্বর সারিয়া গেলে ভাত পাইবে, তাহা হইলে বালককে আত্মসংযম ও আজ্ঞাপালন শিক্ষা দেওয়া হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া, বালককে মিথ্যা আশা দিলে, সে বুঝিতে পারে যে, মাতা তাহার সহিত ছলনা করিয়াছেন, মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাকে ভুলাইয়াছেন; সুতরাং মাতার কথার উপর তাহার আস্থা থাকে না এবং সেও মাতৃদৃষ্টান্তানুসারে মিথ্যা কথা কহিতে শিক্ষা করে। এইরূপ বাল্যশিক্ষা অতি ভয়ঙ্কর।

পক্ষান্তরে, জুজু বুড়ী, চারি চোকো বুড়ী প্রভৃতি কাল্পনিক বিভীষিকা দ্বারা বালককে ভয় দেখান হইয়া থাকে। বালকের মনে এইরূপে অনৈসর্গিক ভয়ের উদ্দীপন করায়, সে ভীরু ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

সাহস ও নির্ভীকতা বাল্যকাল হইতে শিক্ষা দেওয়া কর্ত্তব্য।

স্বাধীনতা মনুষ্যের বাল্যসংস্কার। বালকেরা কাহাকেও ভয় করে না ; যাহা মনে উদয় হয় তাহাই বলিয়া ফেলে এবং যাহা করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই করে। বালকের এই স্বভাব যাহাতে অবৈধরূপে নষ্ট না হয়, সর্ব্বতোভাবে তাহা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু ইহা অন্যায় স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিবে।

বালকদিগকে সত্য কথা কহিতে শিক্ষা ও উৎসাহ দিবে। কোনও অন্যায় কার্য্য করিয়াও যদি সত্য কথা কহে, তবে তাহার দণ্ড বিধান করিবে না, বরং তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে, সে সত্য কথা বলিয়াছে বলিয়া, অন্যায় কার্য্য জন্য তাহাব শাস্তি হইল না। যাহা ভাল তাহা করিতে প্রবৃত্তি জন্মাইবে, যাহা মন্দ তাহা ঘৃণা করিতে শিক্ষা দিবে। ভাল কার্য্য করিলে আদর করিবে ও পুরস্কার দিবে, মন্দ কার্য্য করিলে অসন্তোষ প্রকাশ করিবে। কষ্ট ও নিরাশ সহ্য করিতে শিক্ষা দিবে। মিতব্যয়িতা ও অর্থের সদ্ব্যবহার বালকদিগের একটী প্রধান শিক্ষা। তাহাদিগের হস্তে কিছু কিছু টাকা পয়সা রাখা এবং তদ্দ্বারা তাহারা কি করে তাহার অনুসন্ধান লওয়া কর্ত্তব্য।

যদি তাহারা অর্থের অন্যায় ব্যবহার করে, তবে তাহা-দিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। বালকদিগকে পরি-শ্রম করিতে, নিজে দুঃখ পাইয়া পরের উপকার করিতে, প্রাপ্ত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকিতে এবং অপ্রাপ্ত বিষয় জন্য অসন্তুষ্ট না হইতে সর্ব্বদা শিক্ষা দিবে। এই রূপে, যাহা কিছু ভাল তাহা উপদেশ ও কার্য্যের ছলে বালকদিগকে শিক্ষা দিবে এবং যাহা কিছু মন্দ তাহার প্রতি ঘৃণা জন্মাইয়া দিবে।

সঙ্গদোষে বালকেরা মন্দ হইয়া যায়। তাহারা অসৎ সঙ্গে না বেড়াইতে পারে, তৎপ্রতি পিতামাতা-গণ সর্ব্বদা সতর্ক হইবেন। গৃহে সুশিক্ষা পাইলেও, সঙ্গদোষে বালকেরা দুর্মতি হইয়া যায়।

কিন্তু বালশিক্ষার প্রথম পুস্তক পিতামাতার দৃষ্টান্ত। পিতামাতা যেমন করেন, বালকেরাও স্বভাবতঃ সেই-রূপ করিতে শিক্ষা করে। উপদেশ দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হয় না। পিতা মাতা যদি মুখে একরূপ শিক্ষা দেন, কিন্তু কাজে আর একরূপ করেন, তবে সন্তান উপদেশের অনুগামী হইবে না, তাহারা যে রূপ করেন, সেও সেইরূপ করিবে। কথায় বলে, নাচ শিখাইতে হইলে নিজে নাচিতে হয়। পিতা মাতাগণ, এই কথাটী স্মরণ রাখিয়া আপন আপন সাধু দৃষ্টান্ত দ্বারা সন্তানদিগকে সুপথগামী করিবেন।

সমাপ্ত।